Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ক্রিস্টিয়ানিটি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাফিউদ্দিন সাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রহিমা তানজিল ইয়ানুর

রোলঃ ২১৫০০১৫২২

৯ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ক্রিস্টিয়ানিটি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাফিউদ্দিন সাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রহিমা তানজিল ইয়ানুর

রোলঃ ২১৫০০১৫২২

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ক্রিস্টিয়ানিটি" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রহিমা তানজিল ইয়ানুর, আইডিঃ ২১৫০০১৫২২ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাফিউদ্দিন সাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ক্রিস্টিয়ানিটি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাফিউদ্দিন সাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Rohema Tanzil

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

রহিমা তানজিল ইয়ানুর

আইডিঃ ২১৫০০১৫২২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভুমিকা	৬
প্রথম অধ্যায়:	
খ্রীষ্টধর্মের পরিচয়	৬
দল-উপদল	৬
ক্রমবিকাশ	৮
জুডিও খৃষ্টান ও পোলিয় খৃষ্টান	৮
খ্রিস্টধর্মের নিপীড়িত ইতিহাস	১০
খ্রিস্টিয়ানদের আত্মত্যাগ শ্রম ও পার্থিব সফলতা	১৪
দ্বিতীয় অধ্যায়:	
খ্রিষ্টধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের সাদৃশ্য	১৬
সর্বশক্তিমান স্রষ্টার পরিচয়	১৬
স্রষ্ঠার নাম	২১
শিরক	২৪
পবিত্রতা	২৫
সিজদা	২৭
দানশীলতা	২৯
উপবাস	৩০
সুদ	৩১
অ্যালকোহল	৩২
শুয়োরের মাংস	৩৩
রক্ত	৩৪
খৎনা	৩৫
তৃতীয় অধ্যায়:	
যিশুর পরিচয়	৩৬
যীশু খ্রীষ্টের অন্যান্য উপাধি	৩৭
খ্রিস্টানদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ	৪৫

খ্রিস্টানদের প্রতি যিশুর নির্দেশ	৪৬
বাইবেলে যিশু খ্রীষ্ট	৪৭
চতুর্থ অধ্যায়:	
প্রেরিত বা ভাববাদী	৪৯
ঐশ্বরিক ধর্মে বিশ্বনবী সা:এর ভবিষ্যৎবাণী	৫১
বাইবেলে বিশ্বনবীর সা এর পরিচয়	৫৪
ইসমাইল আ: এর বংশ থেকে নবী আসার প্রমাণ	৫৫
যে স্থান থেকে তিনি উদয় হবেন	৫৭
তার বৈশিষ্ট্য	৫৯
পঞ্চম অধ্যায়:	
বাইবেলের পরিচয়	৬৯
প্রচলিত পুস্তিকাসমূহের নামসমূহ	৮২
বাইবেল বনাম তাওরাত ইঞ্জিল	৯৪
তাওরাত- ইঞ্জিল বিকৃত হওয়ার প্রমাণ	৯৮
ধর্মগ্রন্থে ভুল ও বৈপরীত্য!!	১০৭
বৈজ্ঞানিক ভুল	১১৬
সর্বশেষ ও চূড়ান্ত টেস্টামেন্ট	১২১
ষষ্ঠ অধ্যায়:	
মানবজাতির চির শত্রু	১২৪
তৃত্ববাদ	১২৮
বড়দিন	১৩৬
খ্রিস্টান মুসলিম সংলাপ	১৩৭
উপসংহার	১৫২

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়:

খ্রীষ্টধর্মের পরিচয়

এটি সেই ধর্ম যার মূলে রয়েছে একজন ব্যক্তি (যীশু খ্রীষ্ট)ও তার শিক্ষা। (oxford uni. Press)

নাছরাতের যীশুর জীবন,শিক্ষা ও মৃত্যু থেকে উদ্ভূত প্রধান ধর্ম। (ইনসাইক্লোপিডিয়া)

তাহলে খ্রীষ্ট-ধর্মকে জানতে হলে সেই মহান যিশুখ্রিস্টের জীবন ও শিক্ষাগুলো জানা ও অনুসরণ করা আবশ্যক।

দল-উপদল

খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীরা প্রধান তিনটি দলে বিভক্ত

1. রোমান ক্যাথলিক
2. ইস্টার্ন অর্থোডক্স
3. প্রোটেস্ট্যান্ট

১. ক্যাথলিক যা সর্বজনীন: খ্রিষ্টধর্মের মূল ধারা ক্যাথলিক হিসেবে পরিচিত। রোমের ভ্যাটিকানের চার্চ ও পোপের নিয়ন্ত্রনাধীন খ্রিষ্টধর্ম এ নামে পরিচিত। একাদশ খ্রিষ্টীয় শতাব্দী পর্যন্ত খ্রিষ্টধর্ম পুরোপুরিই ভ্যাটিকানের পোপের নিয়ন্ত্রণে ছিল। অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্মের প্রথম হাজার বছর খ্রিষ্টধর্ম বলতে ক্যাথলিক ধর্মকেই বুঝানো হত। সর্ব সর্বোচ্চ পোপ হিসেবে এখন আছেন ভেটিক্যানের পোপ ফ্রান্সিস, খ্রিষ্টিয়ানিটির প্রথম শতাব্দী থেকে আজপর্যন্ত 266 জন পোপ গত হয়েছেন।[1]

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/List of popes)

২.ইস্টার্ন অর্থোডক্স: ইউরোপীয় মধ্য যুগে প্রসাশনিক, রাজনৈতিক এবং সামজিক তফাতের কারণে প্রাচ্য এবং পাশ্চত্য (দুটোই ইউরোপের) গির্জাগুলির মধ্যে আস্তে আস্তে তফাৎ বাড়তে থাকে। এর আরেকটি কারণ ছিল যে পাশ্চাত্য গিজাগুলি রোমান স্যাজ্য এবং রোমের পেপের রাজনৈতিক বলয় থাকত, যেখানে প্রাচ্যের গির্জা গুলি কনস্টান্টিনোপলের বিশপ এবং বাইজান্টাইন (বা ইস্টার্ন রোমান) সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়। শেষে ১০৫৪ সালে রোমের পোপ যখন নিজেকে তামাম খ্রিস্টীয় দুনিয়ার প্রধান বলে দাবি জানায় তখন শুচোর গির্জাগুলি সেটা মেনে নিতে চায়ে না। তারা পোপকে ধার্মিক প্রধান মানলেও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ভাবে প্রধান মানতে রাজি হয় না বিবাদের এক পর্যায়ে ১০৫৪ সালে পূর্বের খ্রিষ্টানরা পশ্চিমের বা ভ্যাটিকানের পোপের প্রভাবাধীন খ্রিষ্টানদের থেকে বিভক্ত হয়ে যান। তারা অর্থোডক্স (Orthodox) গোঁড়া, মৌলবাদী বা মূলধারার অনুসারী হিসেবে পরিচিত।

৩.খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাসে এ বিভক্তি বড় বিভক্তি (Great Schism) নামে পরিচিত-

প্রটেস্ট্যান্ট বা প্রতিবাদী: খ্রিষ্টধর্মের মূল ধারা পোপের নিয়ন্ত্রণেই চলতে থাকে ১৬শ খ্রিষ্টীয় শতকে পোপের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে কোনো কোনো ধর্মগুরু বিদ্রোহ করেন। এদের অন্যতম ছিলেন প্রসিদ্ধ জার্মান ধর্মগুরু মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রি.)। তিনি এবং সমসাময়িক কিছু ধর্মগুরু ধর্মের মধ্যে পোলের নেতৃত্ব ও অধিকার সম্পূর্ণ অঙ্গীকার করেন। তাদের আন্দোলনের মাধ্যমে যে নতুন ধর্মীয় ফিরকা বা ধারার সৃষ্টি হয় সেটা প্রটেস্ট্যান্ট (Protestant) বা প্রতিবাদী বলে পরিচিত।

প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টিয়ানদের শাখাসমূহ:

1. Seventh-day Adventists, সেভেন ডেই এডভেন্টিন (20.0 million)
2. Baptists বান্টিস্ট(75-105 million)
3. Methodists' মেথডিস্ট-(60-80 million)
4. Anglicanism অ্যানলিকান (110 million)
5. Presbyterians প্রেসব্যোপটিয়ান (55-100 million)

6. Lutherans (70-90 million)
7. এভেনজালেইকাল

আরও অন্যান্য বিশ্বাসী

1. Jehovah's Witnesses (8.5 million)
2. তৃতবাদে অবিশ্বাসী/Non-trinitarian Faiths (35 million)

খ্রিস্টান জনসংখ্যার হার:

Catholic (50.1%)

Protestant (36.7%)

Eastern/Oriental Orthodox (11.9%) Other Christian (1.3%)[2]

ক্রমবিকাশ (30/33-300 Ad)

যিশুর মৃত্যুর পর খ্রীষ্টধর্ম দুভাগে ভাগ হয় -

জুডিও খৃষ্টান ও পোলিয় খৃষ্টান

১.খৃষ্টধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে সাম্প্রতিক কালের আবিষ্কার সম্পর্কে অনেক বই লেখা হয়েছে। লেখকদের মধ্যে কার্ডিনাল ডানিয়েলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য **১৯৬৭** সালের ডিসেম্বর মাসে 'এটুডস' (স্টাডিস) নামক একখানি ফরাসী পত্রিকায় তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের নাম-'এ নিউ রিপ্রেজেন্টেশন অব দি অরিজিনস অব ক্রিশ্চিয়ানিটিঃ জুডিও' এ প্রবন্ধে তিনি ইতিহাস থেকে দেখিয়েছেন-

---

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/List of Christian denominations by number of members

যিশুর ইহলোক ত্যাগ করার পর থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত দুই উপদলের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ জড়িয়ে পড়ছিল। একটি উপদল ছিল পলের খৃষ্টধর্মের পক্ষে তাদেরকে পোলিও খৃষ্টান বলা হয় এবং অপর উপদলটি ছিল ইহুদী-খৃষ্টধর্মের পক্ষে; তাদের কে জুডিও খৃষ্টান বলা হয় কালক্রমে পলের খৃষ্টধর্মই জয়লাভ করে এবং ইহুদী খৃষ্টধর্ম বিলীন হয়ে যায়। "চার্চের প্রথম একশো বছরে কেবলমাত্র জেরুজালেম ও ফিলিস্তিনেই নয়, বরং সর্বত্রই জুডিও ক্রিশ্চিয়ান (ইহুদী খৃষ্টান) ধর্মই সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করেছিল। ইহুদী-খৃষ্টানদের মধ্যে যারা 'অনুগত ইহুদী' ছিল তাদের কাছে ছিলেন একজন বিশ্বাসঘাতক। তাদের দলিলপত্রে তাকে 'শত্রু' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং তিনি 'দ্বিমুখী নীতি' অনুসরন করতেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে" কালক্রমে পলের খৃষ্টধর্মই জয়লাভ করে; জুডিও ক্রিশ্চিয়ান (ইবাদী-খৃষ্টান) ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাঁর কোন প্রভাবই এখন আর কোথাও নেই। বর্তমানে খ্রিস্টান ধর্মের প্রায় সকল অনুসারীগণ (পোলীয় খৃষ্টান) "ত্রিতত্ত্ব" ধারণায় বিশ্বাসী ।

তবে 'জুডাস্টিক' বললে এখনও ঐ ধর্মের কথাই বুঝা যায়। কার্ডিনাল ডানিয়েলো এ বিলুপ্তির বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন চার্চ সকল ইহুদী সংশ্রব থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ায় জুডিও ক্রিশ্চিয়ান (ইহুদী-খৃষ্টান) ধর্ম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পাশ্চাত্যে দ্রুত বিলীন হয়ে যায়।

২.সেন্ট পল ছিলেন একজন ব্রিয়ান ধর্মপ্রচারক। তার পূর্বের নাম ছিল শৌল। সাধু পৌল প্রথম জীবনে ছিলেন খ্রিষ্টধর্মবিদ্বেষী ও খ্রিস্টানদের প্রতি অত্যাচারী একজন ইহুদী। কিলিকিয়ার ভার্য শহরে তার জন্ম, এই শহরেই তিনি বড় হন শিক্ষক গমলিয়েলের কাছে তিনি ইয়দিধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন তিনি কঠোরভাবে ইহুদি নিয়ম-কানুন পালন করতেন। দিহা পথে যারা চলতেন তিনি তাদের অত্যাচার করে হত্যা করতেন। ইজদি মহাপুরোহিত ও ধর্ম নেতাদের আদেশে খ্রিস্টানদের বন্দী করতে তিনি দামেস্ক শহর থেকে চিরশালেও শহরে যাচ্ছিলেন তখন বেলা প্রায় দুপুর। দশেকের কাছাকাছি আসলে পর হঠাৎ তার চারদিকে স্বর্গ থেকে উজ্জ্বল আলো পড়লো, আর তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি শুনতে পেলেন কেউ যেন তাকে বলছেন, "শৌল

শৌল, কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভূ আপনি কে?" তিনি বললেন, "আমি নাসরতের যীশু যাকে তুমি কষ্ট দিচ্ছ" তখন শৌল বললেন, "প্রভূ আমি কি করব?" প্রভু বললেন, "ওঠো,

দম্মেশকে যাও, তোমার জন্য যা ঠিক করে রাখা হয়েছে তা সেখানেই তোমাকে বলা হবে" তখন তার সঙ্গীরা তাকে দম্মেশকে নিয়ে গেল কেননা শৌল অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পরে সাধু অননিয় নামে একজন খ্রিস্টভক্ত তার কাছে এলেন। তিনি তার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, "ভাই শোল, তোমায় দেখবার শক্তি ফিরে আসুক" আর তখনই শৌল দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন অননিয় আয়ও বললেন, যিশু তোমাকে বেছে নিয়েছেন, তুমি তারই সাক্ষী হবে এবং যা দেখেছ ও শুনেছ সব মানুষের নিকট তা বলবে" তখন শৌল বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন এবং পৌল নাম গ্রহণ করলেন। এরপর শৌল খ্রিস্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন: Acts 9:3-9, NIV ((বিস্তারিত দেখুন- বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান)

খ্রিস্টধর্মের নিপীড়িত ইতিহাস

33-300 Ad (Age of Persecution)

খ্রীষ্টের প্রস্থান থেকে নিয়ে তিন শতাব্দী পর্যন্ত খ্রিষ্টবাদ পুরো দুনিয়ার একটি পরাস্ত ও নিগৃহীত ধর্মরূপে অস্থিত্ব রক্ষা করে আসছিলো খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকগণ এ সময়টাকে বমন-নিপীড়ন এর যুগ নামে স্বরণ করে থাকেন। তখন রাজনৈতিক দিক দিয়ে এ ধর্মের উপর ছিলো রোমানদের অধিপত্য আর ধর্মীয় দিক থেকে ছিল ইয়াহুদীদের আধিপত্য-

খৃস্টধর্মের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ৩০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত খৃস্টানগণ কঠিন বিপদাপদ ও রাষ্ট্রীয় অত্যাচার-নিপীড়নের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন প্রীয়া দশটি রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞের সম্মুখীন হন।

প্রথমবার: রোমান সংটি নিরো (Nero)-এর সময়ে ৬৪ খৃস্টাব্দ্যে এ সময়ে বৃস্টের প্রেরিত শিষ্য পিএর ও তাঁর স্ত্রী নিহত হন আধুনিক খৃস্টধর্মের প্রবর্তক সাধু শৌলও এ সময়ে নিহত হন। এ সময়ে রাজধানী রোমে ও অন্যান্য সকল প্রদেশে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। ৬৮ খৃস্টাব্দে নিরোর মৃত্যু পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। খৃস্টধর্মের স্বীকৃতিই খুসননগণের জন্য কঠিন অপরাধ বলে গণ্য।

দ্বিতীয়বার: রোমান সহাট জেফানিশিয়ান (Domitian)-এর রাজত্বকালে ৮১ সালে এ হত্যাযজ্ঞের শুরু এ সপ্রাটিও নিরোর ন্যায় খৃস্টধর্মের শত্রু ছিলেন তিনি খৃস্টানদেরকে হত্যার নির্দেশ দেনা ফলে সর্বর মুস্টানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা শুরু হয়। এমনকি পৃথিবী থেকে সর্বশেষ খৃস্টানকেও নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা হয় এ সময়ে প্রেরিত যোহনকে নির্বাসিত করা হয় এবং ফ্লাবিয়াস ক্লিমেন্টকে হত্যা করা হয় ১৬ সালে এ সম্রাটের মৃত্যু পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে।

তৃতীয়বার: হোসান সম্রাট ট্রাজান (Trajan)-এর রাজত্বকালে ১০১ খৃস্টাব্দে এই হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় ১০৮৬ সালে তা ভয়ঙ্করতম রূপ গ্রহণ করে। এমনকি দায়ূদ বংশের সর্বশেষ ব্যক্তিকে পর্যন্ত হত্যা করার নির্দেশ দেন তিনি তার নির্দেশে সৈনিকের এরূপ সকলকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে থাকে প্রহার করে, ক্রুশে বিদ্ধ করে, পানিতে ডুবিয়ে ও বিভিন্নভাবে অনেক খৃস্টান পাদরী, বিশণ ও ধর্মগুরুকে হত্যা করা হয়। ১১৭ সালে এ সন্তানের মৃত্যু পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে।

চতুর্থবার: রোমান সভাট মারকাস এন্টোনিয়ান (Marcus Aurelius Antoninus)-এর রাজত্বকালে তিনি ১৬১ খৃস্টাব্দে রাজত্ব গ্রহণ করেন এ সম্রাট দার্শনিক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং পৌত্তলিক রোমান ধর্মের গোঁড়া অনুসারী ছিলেন ১৬১ খৃস্টাব্দে তিনি সর্বাত্মক নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ শুরু করেন ১০ বৎসরেরও বেশি সময় তা অব্যাহত থাকে। পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র একভাবে খৃসটানদেরকে হত্যা করা হয়। তিনি খৃস্টান পাদরি ও বিশপদেরকে মূর্তিপূজা ও মন্দিরের পুরোহিত হতে বলতেন যারা অস্বীকার করত তাদেরকে লোহার চেয়ারে বসিয়ে নিচে আগুন জ্বালানো হতো এরপর লোহার আংটা দিয়ে তার প্রজ্বলিত দেহের মাসে ছিন্নভিন্ন করা হতো।

পঞ্চমবার: রোমান সম্রাট নিফেরাস (Septimius Severus)-এর শাসনামলে (১৯৩-২১১৭) ২০২ খৃস্টাব্দ থেকে এই হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। এ সময়ে মিসরে, ফ্রান্সে ও কার্থেজে হাজার হাজার খ্রিষ্টানকে হত্যা করা হয়। এই পাইকারী হত্যাযজ্ঞের নির্মমতা ছিল এত ভয়ানক যে, তখনকার খ্রিস্টানগণ মনে করেন যে, খৃস্টারি (দাজ্জাল) বা পাল পুরুষ (Antichrist, Man of Sin)-এর যুগ এসে গেছে বা কিয়ামত সন্নিকটে।

ষষ্ঠবার: রোমান সম্রাট স্যামিসিনো (Maximin) এর সময়ে ২৩৭ খ্রিস্টাব্দে এ হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় তিনি ধর্মগুরু ও পণ্ডিতদের গহত্যার নির্দেশ দেনা কারণ তাঁর ধারণা ছিল যে, ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণকে হত্যা করলে সাধারণ মনুষেরা অতি সহজেই তাঁর আনুগত্য করবে। এরপর তিনি নির্বিচারে সকল খৃস্টানকে হত্যার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশে গণহত্যা চলতে থাকে। অনেক সময় একটি গর্তে ৫০/৬০টি দেহ ফেলা হতো এরপর তিনি রোমের সকল বাসিন্দাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় ২৩৮ সালে তারই এক সৈনিক তাকে হত্তর করে।

সপ্তমবার: রোমান সম্রাট ডেসিয়ান (Decius)-এর সময়ে ২৫৩ খৃস্টাব্দে এই পাইকারী হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় এ সম্রাট সিদ্ধান্ত নেন যে, সকল খৃস্টানকে হত্যা করে তিনি খৃস্টধর্মকে সমূলে বিনাশ করবেন। এ জন্য তিনি তাঁর রাজ্যের সকল আঞ্চলিক প্রশাসককে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন। এ সময়ে কিছু খৃস্টান ধর্মত্যাগ করে। মিসর, অফ্রিকা, ইটালি, মধ্যে এশিয়া ও এশিয়া মাইনর ছিল তাঁর এই পাইকারী নিধনযজ্ঞের কেন্দ্রবিন্দু।

অষ্টমবার: রোমান সম্রাট ভালেরিয়ান (Valerian/ Valerianus)-এর সময়ে ২৫৭ খৃস্টাব্দে। এ সময়ে হাজার হাজার খৃস্টানকে হত্যা করা হয় এরপর তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করেন যে, সকল বিশপ ও ধর্মযাজককে হত্যা করতে হবে, সকল সম্মানীয় খৃস্টানকে লাঞ্ছিত করতে হবে এবং তাঁদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে। এরপরও তাঁরা খৃস্টধর্ম পরিত্যাগ না করলে তাঁদেরকে হত্যা করতে হবে। সম্মানীয় মহিলাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং তাঁদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। এরপর যারা খৃস্টান ছিল তাদের মধ্যে যার রোমান দেবতা

চুপিনরের পূজা করতে অস্বীকার করত তাদেরকে হত্যা করা হতো বা আগুনে পুড়িয়ে মার হতো বা হিংস্র পশুর খাদ্য হিসেবে ছেড়ে দেওয়া হতো। অন্যান্যদের বন্দি করে ক্রীতদাস বানিয়ে পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাষ্ট্রের কাজে ব্যবহার করা হতো ।

নবমবার: রোমান সম্রাট আরেলিয়ান (Aurelian /Aurelianus)-এর সময়ে ২৩৪ খ্রিস্টাব্দে এই নিধনযজ্ঞ শুরু হয় । তবে এবারের নিধনযজ্ঞ বেশিদিন স্থায়ী হয়নিঃ কারণ বছরখানেক পরে সম্রাট নিজেই নিহত হন।

দশমবার: রোমান সম্রাট ডিওক্লেশন (Diocletian/Diocleti-anus)-এর শাসনামলে, তিনি ২৮৪ খৃস্টাব্দে রাজত্ব গ্রহণ করেন। ৯৮৬ সাল থেকে তিনি খৃস্টানদের নিপীড়ন শুরু করেন । ৩০২খৃস্টাব্দে তা মহা নিধনযজ্ঞে পরিণত হয় এব ৩১৩ সাল পর্যন্ত অধ্যাহত থাকে। রোমান রাজ্যের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্র পাইকারীহারে খৃস্টানদের হত্যা করা হয়। ৩০২ সালে ফ্রিজিয়া শহরকে একবারে এমনভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হয় যে, সেখানে একজন খৃস্টানও অবশিষ্ট থাকেন নি।সম্রাট ডিওক্লেশন সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন যে, পৃথিবীর বুক থেকে বাইবেলের অস্তিত্ব মুছে দিবেন এ জন্য তিনি অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে চেষ্টা করেন। ৩০৩ খৃস্টাব্দে তিনি সকল চার্চ-বীর্জা ভেঙ্গে ফেলার ও সকল ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন তিনি খৃস্টানদের উপাসনার জন্য একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ করে দেন। তাঁর নির্দেশানুসারে সকল গীর্জা ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে যত প্রকারের ধর্মীয় পুস্তক পাওয়া যায় তা সবই পুড়িয়ে ফেলা হয় যে ব্যক্তি এই নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানায় বা যে ব্যক্তি কোনো ধর্মীয় পুস্তক গোপন করে রেখেছে বলে সন্দেহ করা হয় তাকে নির্মমভাবে শাস্তি প্রদান করা হয় খৃস্টানগণ উপাসনার জন্য সমবেত হওয়া বন্ধ করে দেন। ইউসেবিয়াস (Eusebius) লিখেছেন যে, তিনি নিজে স্বচক্ষে গীর্জাগুলি ভেজে ফেলতে এবং বইবেল বা পবিত্র পুস্তকগুলিকে বাজারের মধ্যে পুড়িয়ে ফেলতে দেখেছেন। এ সম্রাট মিসরের শাসককে নির্দেশ দেন মিসরের কপ্টিক খৃস্টানদেরকে রোমান প্রতিমা পূজা করতে বাধ্য করতে। যারা এ আদেশ মানবে না তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন এ নির্দেশে ৮,০০,০০০ (আট লক্ষ) কপ্টিক খ্রিস্টানকে হত্যা করা হয়। এজন্য তার যুগকে

"শহীদদের যুগ" বলা হয়। তিনি প্রতিদিন ৩০ থেকে ৮০ জন খ্রিস্টিয়ান হত্যা করতেন। তার হত্যাযজ্ঞ ১০ বছর স্থায়ী হয় এবং পুরো রোমান রাজ্যের সর্বত্র হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে। এ হত্যাযজ্ঞ পূর্ববর্তী ঘটনাগুলির চেয়ে অধিক হিংস্র ও অধিক সময় স্থায়ী হয়।

খ্রিস্টানদের আত্মত্যাগ, শ্রম ও পার্থিব সফলতা

ধর্ম যেটাই হোক মানুষের স্বভাব বৈচিত্রের কারণে একই ধর্মের লোকদের মাঝেও বিভিন্ন বৈচিত্র থাকে।

বিশ্বের অধিকাংশ খ্রিস্টিয়ানদের মাঝেই ব্যাপকভাবে কিছু অন্যতম গুণ রয়েছে যা তাদের কে পার্থিব জীবনে অনেক উন্নত করেছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা পরিশ্রমী,কষ্ট সহিষ্ণু ও আত্মত্যাগী।

আল কুরআনেও তাদের মহৎ গুণের কথা বলেছেন আল্লাহ তাআলা–

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ
اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

‘আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরেকদেরকে পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রিস্টিয়ান বলে। এর কারণ এই যে, খ্রিস্টিয়ানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না।’ —আল মায়িদাহ - ৮২

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, উত্তম গুণসম্পন্ন ও প্রশংসিত হওয়ার পরও তারা কিছুটা ভুল বিশ্বাসের কারণে যীশুর আসল শিক্ষাকে পিছনে রাখছেন। দু’একটি ‘প্রমাণিত ভুল বিশ্বাস’কে শুধরে নিলে আমার খ্রিস্টিয়ান ভাইবোনেরা এ জীবনের শ্রমের বিনিময়ে শুধু বাহ্যিক সফলতা নয় বরং সাথে সাথে আত্মিক প্রশান্তি ও পরজিবনের মুক্তিও নিশ্চিৎ করে নিতে পারেন।

আর তারা ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো পরিত্যাগ করার পর বর্তমান গুণগুলোর কারণে সর্বোত্তম মানুষে পরিণত হবেন ইন শা আল্লাহ।

স্বর্ণের খনি যখন লুকিয়ে থাকে মাটির নিচে। তখন তার মূল্য বুঝে আসেনা। কিন্তু মাটি থেকে পৃথক করলে সোনাগুলো চিকচিক করে উঠে। শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত হয়। তেমনি আমরা যখন নিজের বিবেচনার আলোকে ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো থেকে পৃথক করব নিজেকে। তখন সৃষ্টিকর্তার কাছে শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হব।

খ্রিস্টিয়ান ভাইবোনদের বিনীত অনুরোধ, কোনরকম পক্ষপাতিত্ব ছাড়া নিজের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে ভালোভাবে অধ্যায়ন করি।

স্রষ্ঠা, যীশু ,তার বাণী ও ইতিহাসকে অনির্ভরযোগ্য ঘটনাবলী ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত করে দেখি।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামধর্মের সাদৃশ্য

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন-

قُلۡ يٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ تَعَالَوۡا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ اَلَّا نَعۡبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهٖ شَيۡـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا اَرۡبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ‌ؕ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَقُوۡلُوا اشۡهَدُوۡا بِاَنَّا مُسۡلِمُوۡنَ **(৩,৬৪)**

অর্থঃ "বল হে কিতাবের অনুসারীরা, (ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা) এসো সেই কথায় যা আমাদেরও তোমাদের মাঝে এক। আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো উপাসনা করি না, আমরা কোনো কিছুকে তার শরীক সাব্যস্ত করি না, আমাদের মধ্য হতে কাউকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করি না। আল্লাহ ব্যতীত আর কারো উপাসনা করি না, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিমরা নিজেদের সমর্পণ করি আল্লাহর কাছে।"

পবিত্র কুরআন সকল মানুষকে সেই কথার দিকে ডাকছে,যে কথা ইয়াহুদী খ্রিস্টান ও মুসলিম সকলের মাঝেই এক। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের সঙ্গে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টধর্মের সাদৃশ্য রয়েছে।

এখানে সেসব এক ও সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব:

সর্বশক্তিমান স্রষ্টার পরিচয়

যৌক্তিক ধর্মের আলোচনা করতে হলে প্রথমেই আসে স্রষ্টার কথা। সর্বশক্তিমান স্রষ্টা কে?

যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের মালিক। আমরা তাঁর গোলাম। তিনি একমাত্র দেনেওয়ালা। তিনি মানুষকে সম্মানিত করেছেন। পৃথিবী, সূর্য, বেহেশত সবই তো তিনি সৃষ্টি করেছেন।

"আমরা মানুষ কত ছোট আর অসহায়! আর আমাদের স্রষ্ঠা কত বড়!

স্রষ্টার সৃষ্টি কত বড়” এ বিষয়ে চিন্তা করলে মানুষ পথপ্রাপ্ত হবে। এ পৃথিবী এত বড় যে পৃথিবীটা যে গোল সেটা আমরা পৃথিবীর উপর থেকে বুঝতে পারি না।

বিশাল বড় সমুদ্রে দাঁড়ালে কিংবা মরুভূমিতে দাঁড়ালে দেখি চারি কিনারা সমান্তরাল। যদি আমাকে বলা হয়,এ পৃথিবীটা একবার ঘুরে আসবে পায়ে হেঁটে কেমন হবে? হয়তো এক জীবনে সম্ভব হবে না। এই যে বিশাল পৃথিবী, এর মাত্র ১/৪ ভাগ মাটি, তিন ভাগই পানি। হিমালয় পর্বত যেরূপ উঁচু ঠিক ততটা গভীর পানির নিচেও। এই যে সূর্য আমরা যাকে একটা বল অথবা থালার মত দেখি বাস্তবে তা কত বড় যারা ভূগোলের ছাত্র তারা ভাল বলতে পারবে। এই সূর্য পৃথিবী থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড়, আমরা যা কল্পনাও করতে পারি না। ১/২ গুণ নয়, কিংবা এর চাইতে ১০/২০ গুণ নয়, ১০০০/২০০০ গুণও নয়, ১৩ লক্ষগুন বড়। কল্পনা করা যায়? পৃথিবীটাই কত বড় সেটাই আমরা কল্পনা করতে পারিনা- সেই জায়গায় সূর্য ১৩ লক্ষ গুণ বড় এই পৃথিবী থেকে। পৃথিবী থেকে যার দূরত্ব ৯ কোটি ২৯ লক্ষ মাইল। আর এরকম অনেক তারা আছে যা এ সূর্যের চাইতেও অনেক অনেক বড়, বিলিয়ন বিলিয়ন গুণ বড়। আমরা পরিচিত রাতের আকাশে দিকে তাকালে দেখতে পাই মেঘের মত দেখা যায়। নিহারিকা,ছায়া পথ বা গ্যালাক্সী এই নিহারিকা পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ৪০০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। আসলে এটা কোন মেঘ নয়, অনেক উজ্জ্বল তারার সমষ্টি। এই তারা গুলো এত দূরে যে সেটা মেঘের মত দেখা যায়। ১ আলোকবর্ষ কত দূরে? আলোকবর্ষ বলা হয় আলোর গতির উপর ভিত্তি করে। আলোর গতি ১ সেকেন্ডে যায় ১,৮৬,০০০ মাইল। তার মানে আপনি এখানে সুইচ টিপলে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল দূরে লাইট জ্বলবে সময় লাগবে ১ সেকেন্ড, তাহলে হিসাব করেন ১ মিনিটে কত দূরে যাবে, ১ ঘণ্টায় কত দূর যাবে, ১ দিনে কত, ১ বছরে কত, ১০০০ বছরে এভাবে কত দূর যাবে, ৪০০০ আলোক বছর এই ভাবে চললে যত দূরত্ব পার হতে পারবে-এ নিহারিকা বা ছায়া পথ বা গ্যালাক্সী তত দূর। আমাদের কল্পনায় আসবে না, এ সকলই এক আকাশের ভেতর। বিজ্ঞানীরা আবিস্কার করেছেন বিশাল এই আকাশে এইরূপ বহু বহু মিলিয়ন মিলিয়ন ছায়া পথ বা গ্যালাক্সী আছে। আর এই এক একটা ছায়া পথকে ঘিরে

আছে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, বিলিয়ন বিলিয়ন তারা গ্রহ নক্ষত্র, যার এক একটা এইরূপ ১৩ লক্ষ গুণ সূর্যের চাইতেও বহু বহু গুণ বড়।

আর তিনি বলেছেন, আমি প্রথম আকাশকে তারকা- সজ্জিত করেছি। কল্পনা করি এ প্রথম আকাশ কত বড় যার ভেতর পৃথিবী, সূর্য এমনকি সূর্যের চাইতেও বড় বড় তারকা অবস্থিত। এরূপ আল্লাহর রয়েছে ৭ম আকাশ। বলা হয়েছে, ২য় আকাশ থেকে ১ম আকাশকে মনে হবে সরিষার দানা, ৩য় আকাশ থেকে ২য় আকাশকে মনে হবে সরিষার দানা, ৪র্থ আকাশ থেকে ৩য় আকাশকে মনে হবে সরিষার দানা, এই রূপ ৭ম আকাশ থেকে ৬ষ্ঠ আকাশকে মনে হবে সরিষার দানা, তবে কোথায় আমাদের ৫ম, ৪র্থ, ৩য়, ২য়, ১ম আকাশ এবং কোথায় পৃথিবী, কোথায় আমরা, কোথায় ১৩ লক্ষ গুণ বড় সূর্য, কোথায় এই সূর্যের চাইতেও বড় তারকা? সেই ৭ম আকাশের উপর সর্বশক্তিমান স্রষ্টার আরশ। কত বড় তার আরশ, কত বড় আমাদের মালিক, আর কত ছোট আমরা ৩.৫ হাতের মানুষ। কত বিশাল বিশাল আল্লাহর সৃষ্টি আর আমরা কত ছোট প্রাণী!

আসলে তার গুণাগুণ লিখে শেষ করা অসম্ভব ব্যাপার।আল্লাহু আকবার!

সেই মহান সৃষ্টিকর্তার সত্য পরিচয় জানা কি আমাদের জন্য জরুরি নয়!

সাদৃশ্যপূর্ণ ধর্মগুলো স্রষ্টার পরিচয়ের ব্যাপারে কি বলে?

আল কুরআনে স্রষ্টার পরিচয়

আদম আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যত নবী-রাসূল পৃথীবিতে পাঠান হয়েছে তাঁদের সকলকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার এক ও অভিন্ন দায়িত্ব দিয়েই দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাওহীদই হচ্ছে সমস্ত রাসূলদের দাওয়াতের মূল কথা, যার দিকে তাঁরা তাঁদের উম্মতদের ডেকেছেন। আল্লাহ বলেন-

ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نُوحِي إِلَيْه أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون

আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমরা পাঠাইনি যার প্রতি আমরা এই ওহী অবতরণ করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর' (অগিয়া ২১/২৫)

َوَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون

আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা মুসলিম (তাঁরই আজ্ঞাবহ) সূরা আনকাবুত ২১/৪৬

ُوَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيم

আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই। Al-Baqarah-2/163.

কুরআনের শেষ পারা সূরা ইখলাসে মহান সৃষ্টিকর্তার পরিচয় সম্পর্কে খুব সুন্দর একটি সংজ্ঞা আছে-

. قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ - اللهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ. وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدًا

অর্থঃ "বল তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি অবিনশ্বর এবং চিরস্থায়ী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম নেননি। তার সমতুল্য আর কেউ নেই।"

এই হলো পবিত্র কোরআনের ভাষ্য মতে আল্লাহ তাআলার 8 লাইনের সংজ্ঞা। যদি কেউ নিজেকে ঈশ্বর দাবি করে এবং তার পরিচয় এই সংজ্ঞার সাথে মিলে যায়, তাহলে আমাদের মুসলিমদের কোনো আপত্তি থাকবে না তাকে ঈশ্বর বলে মেনে নিতে।

ইসলামের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। *(আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।)*

পবিত্র কোরআনে (সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৭৭) এ উল্লেখ আছে যে, পূর্ব বা পশ্চিমে তোমাদের মুখ ফেরানোতে পুণ্য নেই, তবে পুণ্য আছে সেখানে, যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করো। মৃত্যু পর পরবর্তী জীবনকে বিশ্বাস করো, আসমানি কিতাব সমূহকে বিশ্বাস করো। ফেরেশতাদেরকে বিশ্বাস করো,

নবীদেরকে বিশ্বাস করো, আর বিশ্বাস করো তকদীরে।"

বাইবেলে স্রষ্টার পরিচয়

Deuteronomy(২য় বিবরণ) 6:4

Hear, O Israel: The LORD our God [is] one LORD

"ইস্রায়েলের লোকরা শোনো! প্রভু, আমাদের ঈশ্বর হলেন **একমাত্র প্রভু!**

Deuteronomy(২য় বিবরণ) 4:35

To you it was shown, that you might know that the LORD is God; there is no other besides him. প্রভু তোমাদের ঐ সব দেখিয়েছিলেন যাতে তোমরা জানতে পার যে **তিনি হলেন ঈশ্বর- তিনি ছাড়া কোনও দেবতা নেই**!

Isaiah (ইশাইয়া) 43:10

"You are my witnesses," declares the LORD, "and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am he. Before me no god was formed, nor Shall there be any after me. আমি তোমাদের বেছে ছিলাম যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পার যে 'আমি হলাম ঈশ্বর' আমি সত্যিকারের ঈশ্বর **আমার আগে কোন ইশ্বর ছিল না এবং আমার পরেও কোন ইশ্বর থাকবে না"**

Isaiah (ইশাইয়া) 44:6

"I am the first and I am the last; besides me there is no god.

"আমিই **একমাত্র ঈশ্বর;** অন্য কোন দেবতা নেই; আমিই আদি, আমিই অন্ত;

Psalm (গীতসংহিতা) 83:18- That they may know that You alone, whose name is the LORD, Are the Most High over all the earth.

তখন তারা বুঝতে পারবে যে, আপনিই ঈশ্বর; ওরা জানতে পারবে যে, আপনিই **একমাত্র পরাতপর,** সারা পৃথিবীর ঈশ্বর!

Mark 12:29-And Jesus answered him, the first of all the commandments [is], Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord

যীশু উত্তর দিলেন, 'এটাই প্রধান! আজ্ঞা (নির্দেশ) 'শোন, হে ইস্রায়েল, **আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু।**

স্রষ্ঠার নাম

আলকুরআনে

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّامَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى .

অর্থঃ "তোমরা তাঁকে আল্লাহ নামে ডাকো অথবা রহমান নামে তোমরা তাঁকে যে নামেই ডাকো সব সুন্দর । আমরা আল্লাহকে যেকোনো নামে ডাকতে পারি, তবে সেটা হবে একটা সুন্দর নাম। এ নামে আপনার মনে কোনো ছবি ভেসে উঠবে না। আর পবিত্র কোরআনে সব মিলিয়ে ৯৯টি নামে তাঁকে ডাকা হয়েছে। যেমন,রহমান, রাহিম, আল-হাকিম, পরম করুণাময়, পরম দয়ালু, সর্বজ্ঞ। আর একথাটা আরো আছে (সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ১৮০), (সূরা ত্বা-হা, আয়াত নং ৮), (সূরা হাশর, আয়াত নং- ২৪), যে, "সবচেয়ে সুন্দর নামগুলো যেগুলো আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার।"

এখন কথা হচ্ছে আমরা মুসলমানরা আল্লাহকে কেন আরবিতে 'আল্লাহ' বলে ডাকি, ইংরেজিতে 'গড' বলে ডাকি না কেন? আল্লাহ একটা বিশুদ্ধ শব্দ ও একক। ইংরেজিতে God শব্দটিকে অনেকভাবে বিকৃত করা যায়, যেমন যদি God-এর পরে একটা s যোগ করেন সেটা হয় Gods, God-এর বহুবচন। কিন্তু 'আল্লাহ' শব্দটার কোনো বহুবচন

ইসলামে নেই। 'কুলহু আল্লাহু আহাদ'। 'বল, তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়'। God-এর পরে ess যোগ করলে হবে Godess, একজন মহিলা God, পুরুষ আল্লাহ বা মহিলা আল্লাহ বলে কিছু ইসলামে নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কোনো লিঙ্গ নেই। God এরপরে father যোগ করলে হবে God father. যে আমার God father 'আমার অভিভাবক।' 'আল্লাহ ফাদার' বা 'আল্লাহ আব্বা' এমন কিছু ইসলামে নেই। 'আল্লাহ' একটা শব্দ। God-এর সাথে Mother যোগ করলে হবে God-Mother, 'আল্লাহ মাদার' বা 'আল্লাহ আম্মা' বলে কিছু ইসলামে নেই। যদি গডের আগে '' তিন' শব্দটা লাগান তবে হয় ' তিন গড'। '' তিন আল্লাহ' বলে কিছু নেই ইসলামে।

তাই আমরা মুসলমানরা আমাদের রবকে আরবিতে 'আল্লাহ' বলে ডাকি। 'গড' বলে ডাকি না। তবে যখন অমুসলিমদের সাথে কথা বলার সময় যদি তারা 'আল্লাহ' শব্দটার মানে না বুঝে তখন যদি ইংরেজি God ব্যবহার করা হয় তবে কোনো আপত্তি নেই। তবে আল্লাহকে ডাকার সঠিক পদ্ধতি হলো 'আল্লাহ' শব্দটাই। God শব্দটা এখানে সঠিক অনুবাদ নয়। আর এই 'আল্লাহ' নামটা আপনারা বিভিন্ন ধর্মেগ্রন্থে দেখতে পাবেন।

বাইবেলে:

দা REV. C.l. স্কফিল্ড, D.D. পরামর্শক সম্পাদকের ৮ জনের একটি দল, এছাড়াও সমস্ত D.D. "স্কোফিল্ড রেফারেন্স বাইবেল"- এ হিব্রু শব্দ "এলাহ" (অর্থাৎ ঈশ্বর) কে "আলাহ" বানান করা উপযুক্ত মনে করেছেন। "

খ্রিস্টানরা ইসলামের সাথে এত সাদৃশ্যপূর্ন যে তারা শেষ পর্যন্ত বাইবেলে ঈশ্বরের নামকে আল্লাহ বলেদেখতে পেত!!

কিন্তু তারা আল্লাহকে একটি "L" দিয়ে বানান করে আসল নামটি চাপা দেয়! বাইবেলের পৃষ্ঠার ফটোগ্রাফিক প্রমান;যেখানে "ALAH" শব্দটি দেখানো হয়েছে তা বংশধরদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে।[3]

[3]ফটোগ্রাফটি is the Bibel God's word বইয়ে দেখতে পারেন, পৃ: 22

আপনারা ওল্ড টেস্টামেন্টে দেখবেন যে, সেখানে ঈশ্বরকে যে নামে ডাকা হয়েছে সেটা হলো 'এলোহিম' 'এলা' অর্থাৎ 'ঈশ্বর', 'ইম' হচ্ছে সম্মানার্থে বহুবচন 'এলোহিম'। যদি আপনারা বাইবেল অনুবাদ পড়েন (ব্রাদার ক্ষরফিট) তিনি এই এলাহকে লিখেছেন Elah অথবা আরেকটি বানান হলো Allah (এলাহ্)। তাই দেখতে পাচ্ছেন যে, ভাই করফিটও একমত যে, উচ্চারণে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। তারা বলেন 'এলাহ্' আর আমরা বলি 'আল্লাহ'। উচ্চারণ ভিন্ন তবে শব্দ দুটি এক। এরপরে যীশুখ্রিস্টকে যখন ক্রুশে চড়ানো হলো, বাইবেলের কথা অনুযায়ী (গসপেল অভ মেথিও, অধ্যায় ২৭, অনুচ্ছেদ ৪৬), (গসপেল অভ মার্ক, অধ্যায় ১৫. অনুচ্ছেদ ৩৪) যে, এখন যীশুখ্রিস্টকে ক্রুশে চড়ানে। হলো তখন তিনি বলেছিলেন "এল্লাই এল্লাই লামা সানজানি।”

কথাটি কি কেমন শোনায়? 'হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর! কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে?" এটি একই রকম লাগে? এই এল্লাই এল্লাই লামা সাবাজানি কি এমন শোনায় যে, যিহোবাযিহোবা,কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে? এই বাক্যটি কি এমন শোনায় যে, 'যীশু যীশু কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করলে?' বরং যদি এটার আরবি অনুবাদ করেন তাহলে হবে **'আল্লাহ আল্লাহ, লামা তারাক্তানি।'**

আরবি এবং হিব্রু একই ধরনের ভাষা, এখানেও শুনতে একই রকম শোনায়। তাহলে যীশুখ্রিস্ট নিজে বলেছেন, বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ী যখন তাকে ক্রুসে চড়ানো হয়েছিল তিনি তখন বলেছিলেন, 'আল্লাহ'। সে জন্যে আমরা মুসলিমরা স্রষ্টাকে 'আল্লাহ' নামে ডাকি। ইংরেজিতে God বলি না বা অন্য কিছু ও বলিনা। যীশুখ্রিস্ট ঠিক এ নামেই ডেকে ছিলেন।

শিরক

কুরআন থেকে

পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ৪৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

ِإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا .

অর্থঃ "আল্লাহ তায়ালা তার সাথে শরীক করাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। আর যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করল সে তো এক মহাপাপ করল।"

ُإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاء. অর্থঃ "আল্লাহ তার সাথে শরীক করাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ তিনি চাইলে ক্ষমা করে দেবেন। আর যে শরীক করল সে তো গোমরাহীর পথে অনেক দূর চলে গেল।" নিসা ১১৬

আল্লাহ চাইলে যেকোনো অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর সাথে শরীক করা কখনোই ক্ষমা করবেন না। আল্লাহর সাথে শরীক করলে তিনি কখনো ক্ষমা করবেন না। তার মানে 'শিরক'-আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা হলো ইসলামে সবচেয়ে বড় গুনাহ।

বাইবেল থেকে

একই কথা পবিত্র বাইবেলে (বুক অভ হেক্সোডাজ ২০,/৩-৫) আছে। "আমার পাশাপাশি অন্য কারো উপাসনা করবে না, আমার উপাসনা করতে গিয়ে কোনো মূর্তি তৈরি করো না। উপরের আকাশ থেকে নিচের পৃথিবী থেকে, আমার প্রতিমূর্তি তৈরি করো না। অথবা সমুদ্র থেকে, তাদের সামনে নতজানু হয়ো না, তাদের সেবা করো না। কারণ আমি তোমাদের প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর অতিশয় ঈর্ষাপরায়ণ।

একই কথা আছে ডিওটরনমী ৫, /৭৯- এ 'তোমরা আমার পাশাপাশি অন্য কারো উপাসনা করবে না, আমার উপাসনা করতে গিয়ে কোনো প্রতিমূর্তি তৈরি করবে না।'

"উপরের আকাশমণ্ডলি" থেকে নিচের পৃথিবী থেকে অথবা সমুদ্র থেকে, তাদের সামনে নতজানু হয়ো না, তাদের সেবা করো না। কারণ আমি তোমাদের প্রভু খুবই ঈর্ষা পরায়ণ।" তার মানে মহান প্রভুর প্রতিমূর্তি তৈরি করা ও তার সামনে নতজানু হওয়া পবিত্র বাইবেলে স্পষ্ট করে বারণ করা হয়েছে।

ধর্মগরন্থের আইন ভঙ্গ করে কিছু খ্রিস্টান বলেন যে, যীশু নিজেই বলেছেন, "আমি ঈশ্বর" । সত্যি কথা বলতে আপনারা যদি বাইবেল পড়েন, দেখবেন একথা স্পষ্ট করে যীশু একবারও বলেননি। গোটা বাইবেলের কোথাও পাবেন না, যেখানে যীশুখ্রিস্ট স্পষ্ট করে, নিজের মুখে বলেছেন যে, আমি ঈশ্বর।

সত্যধর্মের প্রধান শিক্ষা হলো: স্রষ্ঠা বা আল্লাহ কে এক বলে বিশ্বাস করা এবং কাউকে তার সমকক্ষ মনে না করা।

পবিত্রতা

ইসলাম ধর্মে

নামাযের জন্য অযু আবশ্যক: কুরআন (05:06)

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إلى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ

"হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা নামাযের নিয়ত কর, তখন তোমাদের মুখমন্ডল ও অগ্রভাগ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, তোমাদের মাথা মুছে ফেল এবং গোড়ালি পর্যন্ত পা ধৌত কর..."

পরিচ্ছন্নতার জন্যে নবীজি বলেছেন যেন নামাজ পড়ার জায়গাটি পরিষ্কার থাকে।

যীশুর ধর্মে:

আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা করার আগে, যীশু তাওরাতের শিক্ষা অনুসারে তার অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ ধৌত করতেন। অন্যান্য নবীও প্রার্থনা করার আগে অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ ধৌত করতেন—

Exodus 40:30-32:

"এবং তিনি মিলন- তাম্বু ও বেদীর মাঝখানে জলাশয় স্থাপন করলেন এবং তাতে ধোয়ার জন্য জল রাখলেন, যা দিয়ে মূসা এবং হারুন এবং তাঁর পুত্ররা তাদের হাত ও পা ধুয়েছিলেন... যেমন প্রভু মোশিকে আদেশ করেছিলেন।

আদম তাদের সন্তানদের নিয়ে তাদের হাত ও পা ধুয়ে নিল, আর যখন তারা মন্দিরে প্রবেশ করলো, যেখানে তারা প্রভুর সামনে যাওয়ার আগে হাত পা ধুয়ে নিল।"

তাহলে মানবজাতির অযু করার প্রয়োজন রয়েছে।

মুসলিমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জাতি। আমরা পরিষ্কার থাকতে চাই, আর পাশাপাশি এটি একটি মানসিক প্রস্তুতি। ফাইনাল পরীক্ষার আগে যেমন টেস্ট হয়। প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর আগে এটি একটি মানসিক প্রস্তুতি।

খ্রিস্টানরা এমন জাতি যাঁরা যীশুখ্রিস্টের বিভিন্ন নির্দেশাবলি মেনে চলেন, এক্ষেত্রে আমরা মুসলমানরা খ্রিস্টানদের চেয়েও বেশি খ্রিস্টান। কারণ আমরা বাইবেলকে বেশি মানি। বাইবেল যেভাবে বলেছে নামায আদায়ের সময় হাত মুখ ধুতে, আমরা সেভাবে অযু করি।

পবিত্র স্থান জুতা খোলার নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা বলছেন-

فَلَمَّا أَتَّهَا نُودِيَ بِمُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ تَعْلَبْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى . আয়াত নং ১১-১২

অর্থঃ "সে যখন আগুনের কাছে এলো একটা শব্দ শুনতে পেল, হে মূসা নিশ্চয়ই আমি তোমার রব, তোমার জুতো খুলে রাখ কারণ, তুমি এখন পবিত্র তুর পাহাড়ে রয়েছে।"

আল্লাহ হযরত মূসা (আ)-কে বললেন, তার জুতো খুলে রাখেেত। কারণ জায়গাটি পবিত্র। একই ধরনের কথা আছে পবিত্র বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে

(শুক অফ হেক্সোডাজ অধ্যায় ৩. অনুচ্ছেদ ৫) বলা হচ্ছে যে,

"তুমি কাছাকাছি এসো না। তোমার পা থেকে জুতো খুলে রাখ। কারণ তুমি যেখানে দণ্ডায়মান আছ তা পবিত্র জায়গা।"

একজন মুসলিম খালি পায়ে নামাজ আদায় করতে পারে, আর জুতো পরে নামাজ আদায় করতে হলে জুতোর তলা পরিষ্কার করতে হবে।

সিজদা

যীশুর ধর্মে

গসপেলে যিশুকে প্রার্থনার সময় সেজদা করার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম, মূসা, হারুন, যিহোশূয়, ইলিয়াস প্রার্থনায় মুখের উপর পড়েছিলেন বলে রেকর্ড করা হয়েছে।

"এবং একটু দূরে গিয়ে তিনি মুখের উপর উপুড় হয়ে প্রার্থনা করলেন, 'হে আমার পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে চলে যাক; তবুও, আমি যেমন চাই না, তবে তোমার ইচ্ছা মতো।" -মথি 26:39

"ইব্রাহীম মাটিতে মাথা ঠেকিয়েছেন"

—বুক অভ্ জেনোসিজ, অধ্যায় ১৭, অনুচ্ছেদ ৩

এছাড়াও মূসা আর হারুন মাটিতে মাথা ঠেকিয়েছেন।" -বুক অত্ নাম্বারস, অধ্যায় ২০, অনুচ্ছেদ ৬

"যসোয়া মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রার্থনা করেন।"

--বুক অত্ যসোয়া, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ১৪.

ইসলাম ধর্মে

নামাযের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ হলো সিজদা করা। আর মনোবিজ্ঞানীরা আমাদের বলেন যে, আমাদের মন পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, আমাদের শরীর আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, আমি চাইলে আমি আমার হাত ওঠাতে পারবো, আবার নামাতে পারবো। এক পা সামনে যেতে পারবো, আবার আসতে পিছনে পারবো। আমাদের শরীর সব সময় আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু মন সব সময় ঘুরে বেড়ায়, মন সব সময় আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, মনকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে চান তাহলে আপনার শরীরটাকে বিনীত করতে হবে। এর জন্যে ভালো উপায় হলো শরীরের সবচেয়ে উঁচু অংশটা অর্থাৎ কপাল একেবারে মাটিতে লাগিয়ে দিন এবং বলুন 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সবার উপরে'।

আল্লাহ কুরআনের অনেক স্থানে সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন:

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا

অতএব আল্লাহকে সেজদা কর এবং তাঁর এবাদত কর।

—আন-নাজ্ম - ৬২

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلا طويلا রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশে সিজদা করুন এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন

"সকালে এবং সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং তাকে সিজদা করুন এবং রাতে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন।"

একজন সার্কাসের লোক ভালোভাবে পারবে না মাটিতে মাথা রেখে ঈশ্বরের প্রার্থনা করতে, যেভাবে মুসলিমরা করেন। এখানে নিয়মটা একই যেভাবে যীশুখ্রিস্ট প্রার্থনা করেছিলেন।

দানশীলতা

প্রাপ্ত বয়ষ্ক প্রত্যেক মুসলিম, যারা ধনী, সম্পদশালী আর যাদের সঞ্চয় তাদের নিসাবের চেয়ে বেশি।তারা তাদের সঞ্চয়ের ২.৫০% প্রত্যেক হিজরি সালে অসহায় ও গরিবদের মাঝে দান করে দেবেন,এটা আবশ্যিক। প্রত্যেক সম্পদশালীর জন্যে যাকাত দেওয়া ফরজ।

ِإِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِفُقَرَاء وَالْمَسْكِينَ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُو يَهُمْ وَفِي الرِّقَاب

ِوالغيرِ مِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيل .

L অর্থঃ যাকাত পাবে ফকির, দাস, গরিব, ধনী, মুসাফির, মিসকিন, অভাবী, যেসব লোক সবার কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করে। যারা অন্য ধর্ম থেকে এসেছে ইসলাম ধর্মের পথে, দাসদের মুক্তির জন্যে যাকাত দেয়া যায়। যাকাত পেতে পারে মুসাফির, যেসব লোক বিদেশে অবস্থান করে অথবা আল্লাহর পথে চলে।

যদি পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ যাকাত আদায় করে তবে, পৃথিবীতে দারিদ্র্য বলে আর কিছু থাকবে না। তখন একজন মানুষও আর না খেয়ে মারা যাবে না। পবিত্র কুরআন আরো বলছে (সূরা আল-হাশর, আয়াত- ৭) যে-

ْكَى لَا يَكُونَ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُم

অর্থ: "ধনীদের ঐশ্বর্য কেবল তাদের মধ্যেই আবর্তন হবে না।"

আবার সূরা তাওবা, আয়াত নং-৩৫- এ উল্লেখ আছে যে, "কিছু লোক আছে যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না। তাদেরকে মর্মবিদারী শাস্তির সংবাদ দাও; তাদের সম্পদে জাহান্নামের আগুন থেকে আগুনের উৎপন্ন হবে, আর সেগুলো দিয়ে কিয়ামতের দিন দাগ দেওয়া হবে তাদের পিঠে, কপালে এবং সামনে আর তাদের বলা হবে এই সম্পত্তি তোমরা জমিয়েছিলে, এখন এ সম্পত্তির স্বাদ তোমরা গ্রহণ করো।"

নিজের স্বার্থে সম্পদ জমিয়ে রাখার অনুমতি ইসলামে নেই।

খ্রিস্ট ধর্মে

ঠিক একই ধরনের কথা আছে পবিত্র বাইবেলে (ফাস্ট পিটারস, অধ্যায় ৪, অনুচ্ছেদ ৮) আছে যে "তোমরা দান করো, দান করলে অপরাধের মাত্রা কমে যায়।"

যীশু দাতব্য প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, যা "(দশম)" নামে পরিচিত, যা উদযাপনে ঈশ্বরকে বার্ষিক ফসল থেকে ফেরত দেয়া আবশ্যক ছিল।

দ্বিতীয় বিবরণ 14:22-

"আপনি আপনার বীজের সমস্ত ফলনের দশমাংশ দেবেন, যা বছরে ক্ষেত থেকে আসে।"

উপবাস

ইসলাম ধর্মে

রোজা–রমযান মাসে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানেরা সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য, পানি আর যৌনাচার থেকে বিরত থাকবেন। প্রত্যেক হিজরি সনের রমযান মাসের প্রতিদিন রোযা রাখবেন। আর পবিত্র কোরআনে আছে (সূরা বাকারার, আয়াত নং-১৮৩) যে-

. ◌َياايها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون

অর্থঃ "তোমাদের জন্যে রোযার বিধান দেওয়া হলো, যেমন ভাবে দেওয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা শিখতে পার আত্মসংযম।"

এ বিধান করা হয়েছে যাতে আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। 'আত্মসংযম' করা যায়। বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, 'যদি ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে বেশিরভাগ আকাঙ্ক্ষাকেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।'

খ্রিস্ট ধর্মে

একই রকম কথা আছে

গসপেল অভ্ মোথিও, অধ্যায় নং ১৭, অনুচ্ছেদ ২১ এবং গসপেল অত্ মার্ক, অধ্যায় ৯. অনুচ্ছেদ ২৯ এ, "মানুষকে উপবাসের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে"।

এটি পূর্ববর্তী নবীদের রীতি অনুযায়ী ছিল। মূসা রোজা রাখার কথাও লিপিবদ্ধ আছে। গসপেল অনুসারে, যীশু 40 দিন উপবাস করেছিলেন–

মথি 4:2:

"এবং তিনি চল্লিশ দিন এবং চল্লিশ রাত উপবাস করেছিলেন এবং পরে তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন।

সুদ

খ্রিস্ট ধর্মে

Exodus 22:25–

"যদি তুমি আমার প্রজাদের মধ্যে গরীব কাউকে টাকা ধার দাও, তবে তুমি তার কাছে মহাজনের মত হবে না এবং তার কাছ থেকে সুদ আদায় করবে না।

যে তার টাকা সুদে বের করে না এবং নিরপরাধের বিরুদ্ধে ঘুষ নেয় না। যে এই কাজ করে সে কখনই সরে যাবে না। –গীতসংহিতা 15:5

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি

সূরা বাকারা ২/২৭৫-৭৬

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ مِنَ الْمَثِ ذَلِكَ سَلَّفَ بِأَنَّهُ أَلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا وَأَمَ اللهُ فَلَهُ مَا سَلَّفَ وَأَمْ اللهِ وَمْ اللهُ أَلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছেঃ ক্রয়-বিক্রয় ও তো সুদ নেয়ারই মত! অথচ আল্লা'হ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।

অ্যালকোহল

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি

এই নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্ত প্রকাশে সংরক্ষিত হয়েছে কুরআনে

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (05:90)

হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ কিছুই নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক-যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।

যীশুর ধর্মে

একই ধরনের বাইবেলেও দেখবেন:

যীশু অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় থেকে বিরত ছিলেন এবং লিপিবদ্ধ নির্দেশাবলী অনুসারে এটি পান করেননি।

Numbers 6:1-4-

"আর সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, 'ইস্রায়েলের লোকদের বল, যখন একজন পুরুষ বা একজন মহিলা প্রভুর কাছে নিজেকে আলাদা করার জন্য একটি বিশেষ মানত করে, তখন সে নিজেকে দ্রাক্ষারস এবং শক্ত পানীয় থেকে আলাদা করবে।

(বুক অভ প্রভার্স, অধ্যায় ২০, অনুচ্ছেদ ১) বলা হয়েছে 'মদ একটা প্রতারক'।

(এফিসেন্স, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ১৮) 'তোমরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ো না।" তাহলে বাইবেল বলছে 'মাদক দ্রব্য গ্রহণ করা যাবে না।'

শুয়োরের মাংস

যীশুর ধর্মে

যীশু শুয়োরের মাংস (শুয়োর) খেতেন না। তিনি মূসার আইন অনুসরণ করেছিলেন যারা শুকরের মাংস খেতেন না।

লেবীয় পুস্তক 11:7-8-

"এবং শুয়োর, কারণ এটির পায়ের খুর দু'ভাগ করা, কিন্তু তারা জাবর কাটে না, ঐসব জন্তু খাবে না। আপনার জন্যে তা অপবিত্র। তাদের মাংস আপনি খাবেন না, এবং তাদের মৃতদেহ স্পর্শ করবেন না; তারা আপনার কাছে অশুচি।"

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী আইনে শুকরের মাংস (সোয়াইন) এবং এর পণ্য নিষিদ্ধ। কুরআন (02:173)

إِنَّمَا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الجنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শুকর মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যাতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

রক্ত

যীশুর ধর্মে

যীশু রক্তযুক্ত কিছু বা রক্ত খাননি। যেমনটি আল্লাহ তাওরাতে হযরত মুসা আ: কে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিবরণ 12:16

"শুধু তুমি রক্ত খাবে না; তুমি তা পৃথিবীতে জলের মত ঢেলে দেবে।"

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি

এই নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্ত প্রকাশে সংরক্ষিত হয়েছে আল কুরআনে –

قل لا أجد في ما أوحي إلى مُحَرَّمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ أو لحم جنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*আপনি বলে দিনঃ যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্যে, যা সে ভক্ষণ করে, কিন্তু মৃত অথবা **প্রবাহিত রক্ত** অথবা শুকরের মাংস এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ; যবেহ করা জন্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অতপর যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় যে অবাধ্যতা করে না এবং সীমালঙ্গন করে না, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল দয়ালু।* –কুরআন (06:145)

*"(হে মুহাম্মাদ) বলুন: আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে আমি এমন কিছু পাই না যে, যারা খেতে চায় তার খাওয়া হারাম, শুধুমাত্র নিজের মৃত্যু, **প্রবাহিত রক্ত** এবং শূকরের মাংস ছাড়া, কারণ তারা অবশ্যই অপবিত্র। "*

খৎনা

যীশুর ধর্মে

ওল্ড টেস্টামেন্টে:

পূর্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী যীশুর খৎনা করা হয়েছিল,যে ঐতিহ্য নবী

হযরত ইব্রাহিম আ থেকে শুরু হয়েছিল। লূক 2:21

"এবং আট দিনের শেষে, যখন তাকে খৎনা করানো হয়েছিল, তখন তাকে যীশু বলা হয়েছিল, তার গর্ভে গর্ভধারণের আগে দেবদূতের দেয়া নাম।"

খৎনা যীশুর সুন্নাহের একটি অংশ। যাইহোক, বর্তমানে বেশিরভাগ খ্রিস্টানদের খৎনা করা হয় না।

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি

ঈসা আ এর শিক্ষা অনুসরণ করে সকল মুসলমানের খৎনা করা হয়।

নবী মুহাম্মদ সা এর হাদীসে আছে,

"এমন পাঁচটি অভ্যাস রয়েছে যা সব নবীদের সুন্নত, তার মাঝে একটি হলো খৎনা করা।

তৃতীয় অধ্যায়

যীশু খ্রীষ্টের পরিচয়

যিশু খ্রিস্টের মাতা- 'মারিয়াম আ: বা মেরী' যাকে আল্লাহ তাআলা বিশ্ব জগতের সমস্ত নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন–

وَاِذۡ قَالَتِ الۡمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرۡيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصۡطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصۡطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الۡعٰلَمِيۡنَ

যখন ফিরিশতাগণ বলেছিল, হে মারয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে বেছে নিয়েছেন, তোমাকে পবিত্রতা দান করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীর মধ্যে তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। —আলে ইমরান - ৪২

যীশু বা ইসা আ এর উপর আল্লাহ তাআলা ইঞ্জিল কিতাব নাযিল করেছিলেন।

তিনি আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করতেন,অন্ধের চোখের শক্তি ফেরাতেন ও লোকদের কুষ্ঠরোগ ভাল করতেন।

তার জীবনাচার নিয়ে গ্রন্থ্ রচনা করেছেন শত শত লেখক।

যীশু খ্রীষ্টের অন্যান্য উপাধি

ঈসা ইবনে মরিয়ম (عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَم) আল-মসীহ (المسيح) আল-মসীহ ঈসা (المسيح عيسى) রুহুল্লাহ (رُوح ٱللَّه) কালিমাতুল্লাহ (كَلِمَة ٱللَّه)

যীশুর ভাষা:

তিনি আরামাইক ভাষাতে কথা বলেছিল বলে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। এটি 'মধ্য ইউফ্রেটিস' থেকে উদ্ভূত একটি সেমেটিক ভাষা। ৪00-600 খ্রিস্টপূর্বাব্দে এটি সেখান থেকে সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীনতম সংরক্ষিত শিলালিপিগুলি এই সময়ের এবং পুরাতন আরামিক ভাষায় লেখা।

যীশুখ্রীষ্ট কি ঈশ্বর নাকি ভাববাদী?

খৃস্টানদের বিশ্বাস যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের কালাম, গুণ। ঈশ্বর মানুষকে আদিপাপ থেকে মুক্তির জন্য ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে সংযোগ স্থাপনের ব্যাবস্থা স্বরূপ কুমারী মেরীর মাধ্যমে নিজের পুত্র জন্ম দিলেন। তার জন্মে কোন পুরুষের হাত ছিলনা।

এ দাবীর স্বপক্ষে তারা ৩টি দলীল উপস্থাপন করেন-

১. ঈশ্বরের মাধ্যমে মারিয়াম আ. এর গর্ভধারণে যীশুর জন্ম।

২. যীশু এবং ঈশ্বরের মাঝে পিতা পুত্র সম্বোধন।

৩. অলৌকিক প্রদর্শন তার ঈশ্বর হওয়ার প্রমান।

দাবীর সপক্ষে ধর্মগ্রন্থের দ্বারা দলীল দেন তারা:

১ম দাবীর পক্ষে:

লুক-১:৩৫ শ্লোকে আছে ফেরেশতা বললেন, পাক-রূহ তোমার উপরে আসবেন এবং আল্লাহ তায়ালার কুদরতীর ছায়া তোমার উপরে পড়বে। এজন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহন করবেন তাকে ইবনুল্লাহ বলা হবে।

কুরআন থেকেও তারা দলীল দেন:-

সূরা-মারিয়ামের-১৭ থেকে ২১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করলো। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। (১৭)

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا মারইয়াম বললঃ আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহভীরু হও। (১৮)

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا-

সে বললঃ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। (১৯)

قالت انا يكون لي غلام ولم يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

মরিইয়াম বললঃ কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোন আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না? (২০)

قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مُقْضِيًّا

সে বললঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজ সাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। (২১)

বাইবেলের উল্লেখিত শ্লোক ও কুরআনের আয়াতকে খৃস্টানগণ যীশুকে ঈশ্বরপুত্র বানানোর দলীল হিসেবে ব্যাবহার করে থাকেন। খৃস্টানগণ বলেন; আয়াতে মারিয়ামের বক্তব্য এভাবে পেশ করা হয়েছে যে-কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই। আমার সন্তান হবে কিভাবে? এর পর ফেরেস্তার জবাব ছিল; ঈশ্বর বলেছেন, এটা তার স্থীরকৃত ব্যাপার এটা মারইয়ামের প্রতি অনুগ্রহ সরূপ করবেন। আর তার কাছে অসম্ভব বলতে কিছু নেই। এর পর বলা হয়েছে ঈশ্বরের ছায়া তোমার উপর পরবে এ জন্য যে, তিনি পবিত্র সন্তান গ্রহন করবেন। তার নাম হবে ইবনুল্লাহ্।

২য় দাবীর পক্ষে প্রমাণ:

যীশু ঈশ্বরকে হে পিতা এবং ঈশ্বর যীশুকে হে পুত্র বলে সম্ভোধনই প্রমাণ করে যে, যীশু ঈশ্বর-পুত্র।

৩য় দাবীর পক্ষে প্রমাণ:

যোহনের ২০:১৭ এবং ২১শ্লোক: যীশুর এমন সব কর্ম করতেন যা মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। তার ঐ সমস্ত অলৌকিক কর্মগুলোই প্রমাণ করে যে তিনি ঈশ্বরপুত্র এবং ঈশ্বর।

যেমন- অন্ধ ও কুষ্ঠ রুগীকে সুস্থ করা-(মথি- ১২:২২শ্লোক)

• যীশু জেগে উঠে ঝড়কে ধমক দিলেন এবং সমুদ্রকে বললেন থামাতে ঝড় থেমে গেল। (মার্ক-৪:৩৯শ্লোক)

*মাটি দ্বারা পাখি করা

• যীশু লাসার নামে এক লোককে মৃত লোককে কবর থেকে উত্থিত করেন। (যোহন-১১:৪৩শ্লোক)।

যীশু নিজে জীবিত হওয়ার প্রমাণ:মথি-২৭:৫৩শ্লোক

এসব ঘটনাবলীই প্রমাণ করে যে যীশু ঈশ্বর। কারণ ঈশ্বর ছাড়া কারো পক্ষে এসব কাজ করা সম্ভব নয়।

এখন দেখার বিষয়, তাদের দাবীগুলো কতোটা সঠিক? দাবীর সপক্ষের দলীলগুলোর অপব্যাখ্যা করা হয়নি তো?

১ম দাবীর জবাব:

কুরআন ও বাইবেলের যে বক্তব্য দ্বারা ঈশ্বরের মাধ্যমে মারিয়াম আ. এর গর্ভধারণে যীশুর জন্ম, প্রমানের চেষ্টা খ্রিষ্টনগন করেছেন, পরবর্তী আয়াত ও শ্লোকেই তার স্পষ্ট জবাব রয়েছে।

কুরআন থেকে:

(সুরা-মারিয়ামের -২২-৩০ আয়াত) তাদের দাবী ভূল প্রমানের জন্য পরবর্তী ২২নং আয়াত থেকে ৩০নং আয়াত পর্যন্ত পেশ করছি-

فأتت به قومها تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا

অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বললঃ হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। (২২)

يا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا

হে হারুণ-ভগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিনী। (২৮)

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বললঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? (২৯)

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا

সন্তান বললঃ আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। (৩০)

*সুরা মায়েদা- ৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صديقة كانا يأكلان الطَّعَام انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ

لهم الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

মরিয়ম-তনয় মসীহ রসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন আর তার জননী একজন ওলী। তাঁরা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্যে কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার দেখুন, তারা উল্টো কোন যাচ্ছে!

• সুরা আলে-ইমরানের- ৪৭ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذلك اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء إِذا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

তিনি বললেন, পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি। বললেন এ ভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন **বলেন যে, 'হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়।**

বাইবেল দ্বারা জবাব-

যেমন লুক লিখিত সুসমাচারের- **১:৩৬ ও ৩৭** শ্লোক- (৩৬) আর শোন, তোমার আত্মীয়া ইলীজাবেত যদিও এখন অনেক বৃদ্ধা তবুও সে গর্ভে পুত্র সন্তান ধারণ করেছে। এই স্ত্রীলোকের বিষয়ে লোকে বলতো যে, তার কোন সন্তান হবে না। কিন্তু সে এখন গর্ভবতী। (৩৭) কারণ ঈশ্বরের পক্ষে কোন কিছুই অসাধ্য নয়।(তারা বলেনি যে,কারণ ঈশ্বর তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছেন, নাউজু বিল্লাহ)

দ্বিতীয় দাবীর জবাব:

যীশু এবং ঈশ্বরের মাঝে পিতা পুত্র সম্বোধন। বাইবেলে ব্যাপকভাবেই রূপক শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সুতরাং বাইবেলে ব্যবহৃত কোন শব্দ যদি এমন হয়, যার

অর্থের দিকে লক্ষ করলে তা দলীল বিরোধী, অসম্ভব এবং অযৌক্তিক প্রমানীত হয়। তবে অবশ্যই বুঝতে এবং স্বীকার করতে হবে তা ভিন্ন কোন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন-

মথির ১৫:২৪ শ্লোক যীশু বলেন- আমাকে শুধু বনি ইস্রাইলের হারানো মেষদের (ভেড়াদের) কাছে পাঠানো হয়েছে। তাহলে কি ঈসা আ. কে বনি ইস্রাইলদের ভেড়ার পালের জন্য রাসুল হিসেবে পাঠানো হয়েছে? ইস্রাইল জাতির জন্য নয়?

অতএব, বুঝতে হবে বাইবেলে ব্যবহৃত যীশু এবং ঈশ্বরের মাঝে পিতা, পুত্র সম্বোধন শব্দগুলো রূপক অর্থে ব্যবরহৃত হয়েছে। কেননা অর্থগতভাবে শব্দটি দলীল বিরোধী, অসম্ভব এবং অযৌক্তিক বলে বিবেচিত। আর বাইবেলে পিতা পুত্রের সম্বোধন যীশুর সাথেই সীমাবদ্ধ নয় বরং অন্যান্য নবী এমনকি ঈশ্বরের হুকুম পালনকারীদের সকলকেই রূপক অর্থে ঈশ্বরের পুত্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যেমন:-

১. ফিরমিয়-৩১:৯ কেননা আমি ইস্রায়েলের পিতা।

২. রোমীয়-৮:১৪যারাই ঈশ্বরের আজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত হবে তারাই ঈশ্বরের পুত্র বলে আখ্যাত হবে।

" নবী ঈসা (আ:) মারিয়াম (আ:) এর পুত্র, আল্লাহর (SWT) গুরুত্বপূর্ণ বার্তাবাহকদের একজন হিসেবে বিশেষভাবে সম্মানিত। পবিত্র কোরআনে ইসা (আ:) কে’সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি নিদর্শন’

(21:91) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার জীবনী আজও লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে অনুপ্রাণিত করে।”

যীশু বা ইসা আ জন্মগ্রহন করেছিলেন আদম আ এর ন্যয়। আল্লাহ তাকে ও আদম আ. কে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন -

- اِنَّ مَثَلَ عِیۡسٰی عِنۡدَ اللّٰہِ کَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَہٗ مِنۡ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَہٗ کُنۡ فَیَکُوۡنُ

‘আল্লাহর নিকট ঈসা (আ) এর দৃষ্টান্ত আদমের মত। আল্লাহ তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেন, তারপর তাকে বলেন, ‘হয়ে যাও’। ফলে সে হয়ে যায়।’ আল ইমরান ৫৯

তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ছিলেন:

قَالَ اِنِّیۡ عَبۡدُ اللّٰہِ ۟ؕ اٰتٰنِیَ الۡکِتٰبَ وَجَعَلَنِیۡ نَبِیًّا

অমনি শিশুটি (ইসা আ) বলে উঠল, আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন। —সূরা মারইয়াম ৩০

•اِذۡ قَالَ اللّٰہُ یٰعِیۡسَی ابۡنَ مَرۡیَمَ اذۡکُرۡ نِعۡمَتِیۡ عَلَیۡکَ وَعَلٰی وَالِدَتِکَ ۘ اِذۡ اَیَّدۡتُّکَ بِرُوۡحِ الۡقُدُسِ ۟ تُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الۡمَہۡدِ وَکَہۡلًا ۚ وَاِذۡ عَلَّمۡتُکَ الۡکِتٰبَ وَالۡحِکۡمَۃَ وَالتَّوۡرٰىۃَ وَالۡاِنۡجِیۡلَ ۚ وَاِذۡ تَخۡلُقُ مِنَ الطِّیۡنِ کَہَیۡـَٔۃِ الطَّیۡرِ بِاِذۡنِیۡ فَتَنۡفُخُ فِیۡہَا فَتَکُوۡنُ طَیۡرًۢا بِاِذۡنِیۡ وَتُبۡرِیٴُ الۡاَکۡمَہَ وَالۡاَبۡرَصَ بِاِذۡنِیۡ ۚ وَاِذۡ تُخۡرِجُ الۡمَوۡتٰی بِاِذۡنِیۡ ۚ وَاِذۡ کَفَفۡتُ بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ عَنۡکَ اِذۡ جِئۡتَہُمۡ بِالۡبَیِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنۡہُمۡ اِنۡ ہٰذَاۤ اِلَّا سِحۡرٌ مُّبِیۡنٌ ۟

যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারয়ামের পুত্র ঈসা! আমি তোমার ও তোমার মায়ের উপর যে অনুগ্রহ করেছিলাম, তা স্মরণ কর যখন আমি রূহুল কুদসের মাধ্যমে তোমার সাহায্য করেছিলাম। ৮৪ তুমি দোলনায় (থাকা অবস্থায়) মানুষের সাথে কথা বলতে এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে কিতাব ও হিকমত এবং তাওরাত ও ইনজীলের শিক্ষা দিয়েছিলাম এবং যখন আমার হুকুমে তুমি কাদা দ্বারা পাখির মত আকৃতি তৈরি করতে, তারপর তাতে ফুঁ দিতে, ফলে তা আমার হুকুমে (সত্যিকারের) পাখি হয়ে যেত এবং তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আমার হুকুমে নিরাময় করতে এবং যখন আমার হুকুমে তুমি মৃতকে (জীবিতরূপে) বের করে আনতে এবং যখন আমি বনী ইসরাঈলকে তোমার থেকে নিরস্ত করেছিলাম যখন তুমি তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলে, আর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল তারা বলেছিল এটা স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

টীকাঃ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) কে একটি বিশেষ ম’জিযা দেয়া হয়েছে তা হল তিনি মানুষের সাথে শিশু অবস্থায়ও কথ বলেন এবং পরিণত বয়সেও কথা বলেন । জন্ম গ্রহণের প্রথম দিকে শিশু কথা বলতে পারে না । কোন শিশু মায়ের কোলে বা দোলনায় কথা-বার্তা বললে, তা তার বিশেষ স্বাতন্ত্ররূপে গণ্য হবে । পরিণত বয়সে কথা বলা, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় নয় । প্রত্যেক মানুষই এ বয়সে কথা বলে থাকে । কিন্তু ঈসা (আঃ) শিশু অবস্থায় কথা বলা তো স্পষ্টই মু’জিযা । আর তাঁর জন্য পরিণত বয়সেও কথা বলা মু’জিযা । কেননা, এতে বুঝা যায় যে, তিনি পুনর্বার পৃথিবীতে পদার্পণ করবেন । কারণ পরিণত বয়সের পূর্বেই তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে । (মাঃ কোঃ)

—আল মায়িদাহ - **১১০**

যিশু নিজেকে কখনো উপাস্য দাবি করেন নি:

•وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَکَ مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ * بِحَقٍّ ؕ صــ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَاۤ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّکَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝

যখন আল্লাহ বললেনঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথা ও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত।

—আল মায়িদাহ - **১১৬**

খ্রিস্টানদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ

- يٰٓاَهۡلَ الۡكِتٰبِ لَا تَغۡلُوۡا فِىۡ دِيۡنِكُمۡ وَلَا تَقُوۡلُوۡا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الۡحَقَّؕ اِنَّمَا الۡمَسِيۡحُ عِيۡسَى ابۡنُ مَرۡيَمَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلۡقٰهَاۤ اِلٰى مَرۡيَمَ وَرُوۡحٌ مِّنۡهُ ۖ فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوۡلُوۡا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنۡتَهُوۡا خَيۡرًا لَّـكُمۡ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰـهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبۡحٰنَهٗۤ اَنۡ يَّكُوۡنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيۡلًا ‏

হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর উপর সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না। মারইয়ামের পুত্র মাসীহ ঈসা কেবলমাত্র আল্লাহর রাসূল ও তাঁর কালিমা, যা তিনি প্রেরণ করেছিলেন মারইয়ামের প্রতি এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না, 'তিন'। তোমরা বিরত হও, তা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহই কেবল এক ইলাহ, তিনি পবিত্র মহান এ থেকে যে, তাঁর কোন সন্তান হবে। আসমানসূহে যা রয়েছে এবং যা রয়েছে যমীনে, তা আল্লাহরই। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। — নিসা,১৭১

তিনি মৃত্যুবরণ করেননি:

وَّقَوۡلِهِمۡ اِنَّا قَتَلۡنَا الۡمَسِيۡحَ عِيۡسَى ابۡنَ مَرۡيَمَ رَسُوۡلَ اللّٰهِۚ وَمَا قَتَلُوۡهُ وَمَا صَلَبُوۡهُ وَلٰـكِنۡ شُبِّهَ لَهُمۡؕ وَاِنَّ الَّذِيۡنَ اخۡتَلَفُوۡا فِيۡهِ لَفِىۡ شَكٍّ مِّنۡهُ ؕ مَا لَهُمۡ بِهٖ مِنۡ عِلۡمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّۚ وَمَا قَتَلُوۡهُ يَقِيۡنًا ۙ‏

আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। —আন নিসা - ১৫৭

খ্রিস্টানদের প্রতি যিশুর নির্দেশ

لَقَدۡ كَفَرَ الَّذِيۡنَ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الۡمَسِيۡحُ ابۡنُ مَرۡيَمَ‌ؕ وَقَالَ الۡمَسِيۡحُ يٰبَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ اعۡبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىۡ وَرَبَّكُمۡ‌ؕ اِنَّهٗ مَنۡ يُّشۡرِكۡ بِاللّٰهِ فَقَدۡ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيۡهِ الۡجَـنَّةَ وَمَاۡوٰٮهُ النَّارُ‌ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ‏

যারা বলে, মারয়ামের পুত্র মাসীহই আল্লাহ; নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়ে গিয়েছে। অথচ মাসীহ বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রতিপালক ৫৫ এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। নিশ্চয়ই, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে (কাউকে) শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

—আল মায়িদাহ - ৭২

কুরআন অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে ইতিহাসের বাস্তব ঘটনাগুলো তুলে ধরেছেন এবং কখনো সত্যের সীমানা থেকে সরে আসেনি।

ইসলাম হলো এমন একটা অ-খ্রিস্ট ধর্ম, যে ধর্মের মূলভিত্তির অন্যতম যীশুখ্রিস্টকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করা। সে আসলে মুসলমান নয় যে যীশুখ্রিস্টকে নবী বলে মানে না।

আমরা মানি যে তিনি আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত একজন দূত ছিলেন।

আমরা আরো মানি যে, তিনি, কোনো পুরুষের ভূমিকা ছাড়াই অলৌকিকভাবে জন্মেছিলেন। । যা অনেক আধুনিক খ্রিস্টানও বিশ্বাস করেন না। আমরা মানি যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশে মৃতকে জীবিত করে ছিলেন। এবং অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সারিয়ে তুলেছিলেন।

তিনি ছিলেন মাসিহ– আল্লাহর হুকুমে মানুষের উদ্ধার কর্তা।

আমরা বিশ্বাস করি তিনি একজন প্রেরিত দুত সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে।

তিনি পুরুষের ঔরশ ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ইসলামে যীশু হলেন মারিয়াম (আ:) এর পুত্র ইসা (আ:)। তিঁনি একজন নবী এবং আল্লাহর বার্তাবাহক এবং ইস্রায়েলের বংশধরদের পথ দেখানোর জন্য প্রেরিত মসীহ। ইসা (আ:) এর উপর আল্লাহর কিতাব ইঞ্জিল নাজিল করা হয়। হাদিসমতে, ঈসা (আ.) চতুর্থ আসমানে রয়েছেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনি দুনিয়ায় আসবেন হজরত মুহাম্মাদ (স.)–এর উম্মত হয়ে; অতঃপর তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন এবং হজরত মুহাম্মদ (সা.)–এর রওজার পাশেই তাঁর দাফন হবে।

বাইবেলে যিশু খ্রীষ্ট

তিনি ছিলেন একজন ভাববাদী বা রাসূল, প্রমাণ এই যে,বাইবেলে কোথাও যিশু খ্রীষ্ট বলেন নি যে, আমি ঈশ্বর, আমার উপাসনা কর।

- মথি ১৫ অধ্যায় ২৪অনুচ্ছেদ:

জবাবে ঈসা বললেন, আমাকে কেবল বনি-ইসরাইলদের হারানো ভেড়াদের কাছেই পাঠানো হয়েছে।

- লুক ৭ অধ্যায় ১৬ অনুচ্ছেদ:

(মৃতকে জীবিত করার দৃশ্য দেখে) সকলের দীল ভয়ে পূর্ন হল। তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলতে লাগল, **আমাদের মধ্যে একজন মহান ভাববাদী উপস্থিত হয়েছেন।** ঈশ্বর দয়া করে তার বান্দাদের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন।

যীশু খ্রীষ্ট বলেন:

১.আমার পিতা আমার চেয়ে মহান।

গসপেল অব জন, অধ্যায় ১৪, অনু: ২৮।

২""আমার পিতা, যারা তাদের আমাকে দিয়েছেন, তারা সবচেয়ে বড়, এবং কেউ তাদের হাত থেকে বাইরে তুলতে পারে না।""

:গসপেল অব জন, অধ্যায় ১০, অনু ২৯:

৩: আমি ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে শয়তানকে তাড়াই।

গসপেল অব ম্যাথিও,অধ্যায় ১২, অনু ২৮।

৪: ""কিন্তু যদি আমি ঈশ্বরের উঁচু দিয়ে অসুর বাইরে বহু হেঁটে দেই, তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্য এসে গিয়েছে অনুভূত হবে।""।

গসপেল অব লুক, অধ্যায় ১১, অনু ২০।

৫: ""আমি কিছুই নিজের ইচ্ছায় করতে পারি না; আমি শুনতে পাই এবং আমি বিচার করতে পাই; এবং আমার বিচার সত্যিকার কারণে সঠিক, কারণ আমি নিজের ইচ্ছা অনুসারে নয়, বরং আমি পিতার ইচ্ছা অনুসারে বিচার করি, যিনি আমাকে পাঠানো হয়েছে।"

গসপেল অব জন, অধ্যায় ৫, অনু ৩০:

"তিনি কখনো নিজেকে ঈশ্বর বলেননি।

যীশুকে প্রশ্ন করা হয়, প্রথম নির্দেশ কি?

৬:প্রভু আমাদের প্রভু। তিনি কেবলমাত্র একজন।

রেফা: গসপেল অব মার্ক, অধ্যায় ১২, অনু: ২৯।

অথচ চার্চ কে যীশুর পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন করলে তারা যিশুর কথা ও বাইবেলের বিপরীতে বলবেন, যিশু তিন খোদার একজন, তার উপর বিশ্বাসেই রয়েছে মুক্তি(?!)।

আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কুরআন এবং বাইবেলের বক্তব্যে যীশুর পরিচয় এক যে, তিনি আল্লাহর একজন প্রেরিত দূত। তিনি কখনো বলেননি যে তিনি ঈশ্বরের ঔরসজাত পুত্র।

বাইবেল পাঠকরা অবশ্যই জানেন যে বাইবেলের ভাষ্যমতে অনেক সৎ বান্দাকেই রূপক অর্থে ঈশ্বরের পুত্র বলে সম্বোধন করা হয়। রূপক অর্থে যীশুকে বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ী পুত্র বলা যেতে পারে কিন্তু ঔরসজাত পুত্র বললে সেটি হবে ঈশ্বর প্রেরিত ভাববাদী যীশুর ও কুরআনের বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেরিত বা ভাববাদী

পবিত্র কুরআন বলছে, প্রত্যেক গোত্র বা সম্প্রদায়ের কাছেই আল্লাহ পথ প্রদর্শক পাঠিয়েছেন।

কোরআনের সূরা মুমিন-এর ৭৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

● اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ بِالۡحَقِّ بَشِیۡرًا وَّنَذِیۡرًا ؕ وَاِنۡ مِّنۡ اُمَّۃٍ اِلَّا خَلَا فِیۡہَا نَذِیۡرٌ

আমি তোমাকে সত্যবাণীসহ প্রেরণ করেছি একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। ***এমন কোন জাতি নেই, যাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসেনি।***

. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْك

অর্থঃ "আমি তোমাকে কয়েকজন নবী রাসূলের কথা বলেছি এবং বাকিদের কথা বলিনি।"

কুরআনে কয়েকজন নবী রাসূলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর বাকিদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। পবিত্র কুরআনে ২৫ জন নবী রাসূলের কথা এসেছে। যেমন- আদম, নূহ, ইসলাঈল, ইসহাক, মুসা, ঈসা, মুহাম্মদ (স)। তবে আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন প্রায় ১ লাখ ২৪ হাজার নবী রাসূল এ পৃথিবীতে এসেছেন। এর মধ্যে ১৮ জনের নাম সুরা আনআমের ৮৩ থেকে ৮৬ নম্বর আয়াতে একত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং বাকিদের নাম অন্যত্র এসেছে। আমরা মুসলিমরা

নাম জানা ও অজানা সব নবী ও রাসুলকে সত্য বলে বিশ্বাস করি। প্রথম মানুষ আদম (আ.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে নবী আগমনের ধারাক্রম শুরু হয় এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে তা শেষ হয়। ঐতিহাসিকরা কোরআন-হাদিসে বর্ণিত নবী-রাসুলদের আগমনের একটি ধারাক্রম বর্ণনা করেন। এই ধারাক্রম যতটা না কোরআন-হাদিসনির্ভর, তার চেয়ে বেশি ইতিহাস-আশ্রিত। তবে কোরআনের আয়াত থেকেও নবী-রাসুলদের (আ.) ধারাক্রম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তা তুলে ধরা হলো-

The Genealogy of the Arabs and the Ancestry of the Prophet MUHAMMAD

আরবদের বংশধর- হযরত মুহাম্মাদ (আঃ) এর বংশধর

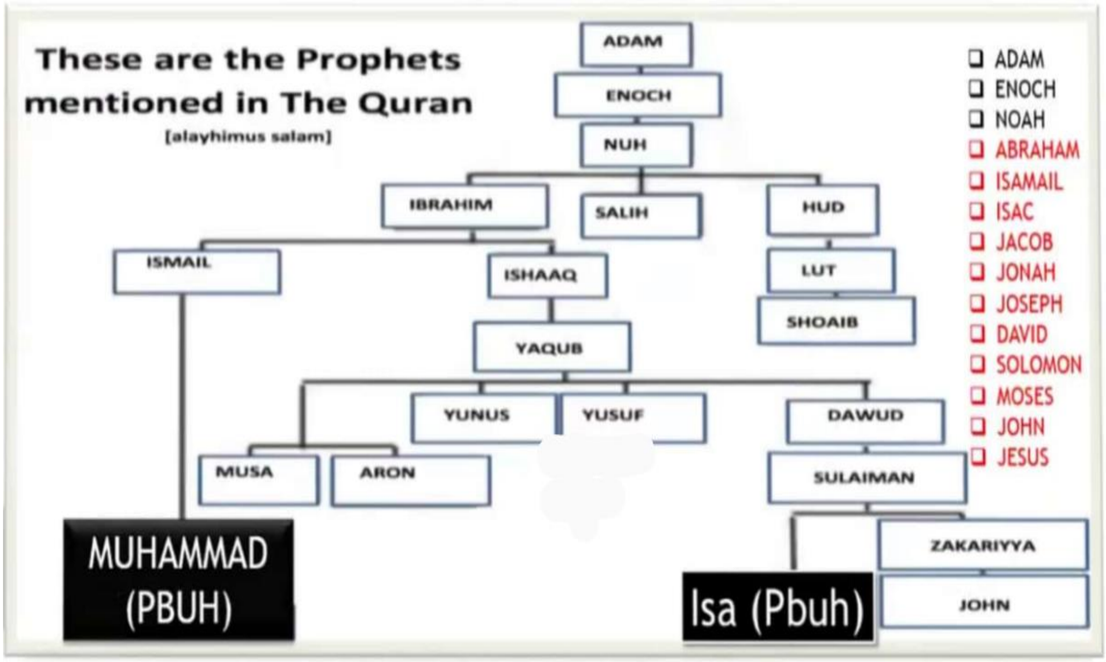

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম (আঃ) নূহ (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর এবং এমরানের খান্দানকে নির্বাচিত করেছেন। আলে ইমরান- ৩৩

সমস্ত নবী রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন মুহাম্মদ সা এর পূর্বে। তারা শুধুমাত্র তাদের সম্প্রদায়ের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন।

আর তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে যে নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন তাও ছিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে।যেমন যিশু খ্রীষ্ট পৃথিবীতে এসেছিলেন শুধু ইহুদিদের হেদায়াতের জন্যে অর্থাৎ ইসরাঈলবাসীদের জন্যে, পুরো মানব জাতির জন্য নয়।

পবিত্র কুরআনের সূরা আল ইমরানের ৪৯ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন-

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِيل

অর্থঃ "আমি ঈসা (আ) কে বনী ইসরাঈলের রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি।"

বাইবেলে যীশুখ্রিস্ট নিজেও তার শিষ্যদের বলছেন 'তোমরা জেন্টাইলদের পথ অনুসরণ করো না। আর সামারকানদের কোনো নগরে প্রবেশ করবে না। বরং তোমরা ইসরাঈলবাসীদের পথ অনুসরণ কর'।

তিনি আরো বলেছেন যে, "আমি এ **পৃথিবীতে এসেছি শুধু ইসরাঈলবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্যে।"**(গসপেল অভ মেথিও, অধ্যায়: ১৫, অনুচ্ছেদ ২৪)।

ঐশ্বরিক ধর্মে বিশ্বনবী সা:এর ভবিষ্যৎবাণী

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

আলে ইমরান ৮১

وَاِذۡ اَخَذَ اللّٰهُ مِيۡثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَاۤ اٰتَيۡتُكُمۡ مِّنۡ كِتٰبٍ وَّحِكۡمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمۡ رَسُوۡلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمۡ لَتُؤۡمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنۡصُرُنَّهٗ‌ ؕ قَالَ ءَاَقۡرَرۡتُمۡ وَاَخَذۡتُمۡ عَلٰى ذٰلِكُمۡ اِصۡرِىۡ‌ ؕ قَالُوۡۤا اَقۡرَرۡنَا‌ ؕ قَالَ فَاشۡهَدُوۡا وَاَنَا مَعَكُمۡ مِّنَ الشّٰهِدِيۡنَ**(৩,৮১)**

এবং (তাদেরকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করাও) যখন আল্লাহ নবীগণ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, আমি যদি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করি, তারপর তোমাদের নিকট কোন রাসূল আগমন করে, যে তোমাদের কাছে যেই কিতাব আছে তার সমর্থন করে, তবে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তার সাহায্য করবে। আল্লাহ (সেই নবীদেরকে) বলেছিলেন, তোমরা কি একথা স্বীকার করছ এবং আমার পক্ষ হতে প্রদত্ত এ দায়িত্ব গ্রহণ করছ? তারা বলেছিল, আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ বললেন, তবে তোমরা (একে অন্যের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে) সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী থাকলাম।

প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে যে, তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর নবুয়তকালে যদি অন্য নবীর আবির্ভাব ঘটে, তাহলে এই নবাগত নবীর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর সহযোগিতা করা অত্যাবশ্যক হবে। এবং এই নবীর উম্মতের উপর নবাগত নবীর উপর ঈমান আনা তো আরো বেশী জরুরী হয়ে যায়।তাফসীরে ইবনে কাসীর এ কথা পরিষ্কার যে, মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবুয়তের সূর্য উদিত হওয়ার পর আর কোন নবীর (নবুজতের) প্রদীপ উজ্জ্বল থাকবে না। এখন কিয়ামত পর্যন্ত অপরিহার্য

অনুসরণ কেরল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এরই অনুসরণ করতে হবে।তাওরাত এবং ইঞ্জিলে নবী মুহাম্মাদ সা. এর কথা বলা হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۡ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۟

সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি উম্মী নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষনা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।

—আল আ'রাফ - ১৫৭

হাদীস শরীফে নিবিজ সা. বলেনঃ

أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى "আমি পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আ এবং ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদের বাস্তব রূপ।"

মুহাম্মাদ সা. প্রেরিত হওয়ার এর ব্যাপারে ইবরাহীম আ. এর দোআ;

وإذ يرفع إبْرَاهِيمُ القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت

التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم *যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করেছিলঃ পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল করা নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। পরওয়ারদেগার,আমাদের উভয়কে তোমার (মুসলিম) আজ্ঞাবহ*

কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি (মুসলিম) অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্বের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চই তুমি তওবা কবুলকারী। দয়ালু। হে পরওয়ারদেগার,তাদের মধ্যে (ইসমাইল আ.) থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুণ যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দিকেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী,হেকমতওয়ালা। (সুরা বাকারা ২.১২৭-২৮-২৯)

ঈসা আ. কর্তৃক নবী মুহাম্মাদ সা, বিষয়ে ভবিষ্যতবাণী;

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًاۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ۗ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ

এবং স্মরণ কর সেই সময়কে, যখন ঈসা ইবনে মারয়াম বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল হয়ে এসেছি, আমার পূর্বে যে তাওরাত (নাযিল হয়ে-) ছিল, তার সমর্থনকারীরূপে এবং সেই রাসূলের সুসংবাদদাতারূপে, যিনি আমার পরে আসবেন এবং যার নাম হবে 'আহমাদ'।অতঃপর সে যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসল তখন তারা বলতে লাগল, এ তো এক স্পষ্ট যাদু।—আস সাফ - ৬

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তার সত্যায়ন করে আরো বলেছেন,

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ٪

যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (অর্থাৎ শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সেইরূপ চেনে, যেরূপ নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে। (তথাপি) যারা নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা ঈমান আনবে না।-আল আনআম ২০

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, তার সত্যবাদিতার অসংখ্য প্রমাণ দেখে অনেক মানুষ তাকে মনে মনে বিশ্বাস করলেও মুখে তা স্বীকার করে না। তারা অবশ্যই শেষ নবী মুহাম্মদ সা: কে সত্য নবী হিসেবে চিনেন। কিন্তু তারা বুঝেও না বুঝার অভিনয়

করেন। কারণ বাইবেলের এত বিকৃতি সত্বেও নবীজী সাঃ এর কথা খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে

বাইবেলে বিশ্বনবীর সা এর পরিচয়

বাইবেলের আলোকে মুহাম্মাদ সা. নবী হওয়ার অনন্য প্রমান রয়েছে যে সত্য নবী অবশ্যই ইবরাহীম আ. এর বংশধর থেকে হতে হবে কারণ-

১. ইশ্বর তার সাথে চিরকালের জন্য একটি চুক্তি করেছেন ।

২. ইশ্বর ওয়াদা করেছেন ইব্রাহিম আ. এর উত্তরপুরুষ এর মাধ্যমে পৃথিবীর অনান্য জাতি আশির্বাদ প্রাপ্ত হইবে।

Genesis (আদিপুস্তক) 17/7;

“I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you.” তোমার ও আমার মধ্যে এক চুক্তি সম্পন্ন হবে, তোমার সমস্ত উত্তরপুরুষগণের জন্যও এই একই চুক্তি প্রযোজ্য হবে, এই চুক্তি চিরকাল বহাল থাকবে আমি তোমার ও তোমার উত্তরপুরুষগণের জন্য ঈশ্বর।

Genesis (আদিপুস্তক) 22/18;

“And through your offspring all nations on earth will be blessed, because you have obeyed me." পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি তোমার উত্তরপুরুষদের মাধ্যমে আশীর্বাদ পাবে, তুমি আমার আজ্ঞা পালন করেছ বলে তোমার উত্তরপুরুষদের জন্যে আমি একাজ করব।

Genesis (আদিপুস্তক) 12/3:

"I will bless those who bless you,

and whoever curses you I will curse;

and all peoples (families. kjv) on earth

will be blessed through you.

যারা তোমাকে আশীর্বাদ করবে, সেই লোকেদের আমি আশীর্বাদ করব এবং যারা তোমাকে অভিশাপ দেবে, সেই লোকেদের আমি অভিশাপ দেব, তোমার মাধ্যমে আমি পৃথিবীর সব লোকেদের আশীর্বাদ করব"।

ইব্রাহিম আ. এর বংশধরদের মধ্যে আশীর্বাদ প্রকাশ;

1. Prophet Hood (নবুয়াত)
2. Inheriting the holy land (পবিত্র ভূমির অধিকারত্ব)
3. A great nation (পৃথিবীর সর্ববৃহত গোষ্ঠী)
4. Scripture (আসমানী গ্রন্থের ধারক)

ইসমাইল আ: এর বংশ থেকে নবী আসার প্রমাণ

ইশ্বরের এই আশির্বাদের ওয়াদা কি শুধু তার ২য় পুত্র ইসহাক এর মধ্যে সীমাবদ্ধ? অসীম এই 'আশির্বাদ' কি তার প্রথম পুত্র ইসমাইল আ: কেও দেয়া হবে?

বাইবেল কী বলে?

Genesis 17/17-18:

Abraham fell facedown.....Abraham said to God, "If only Ishmael might live under your blessing!" (NIV) ঈশ্বর অবরাহামকে ইসমায়েলের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন: "আর ইসমায়েলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম;

দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম, এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা

হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব।

আদিপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ের ২০;

And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly, twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation.

"আমি তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব (multiply him exceedingly) কথাটি কোনো কোনো প্রাচীন আরবী অনুবাদে নিম্নরূপ: "আমরা তাহাকে বৃদ্ধি করিব **মাদমাদ** দ্বারা।" ৫ম হিজরী শতকের (খৃস্টীয় দ্বাদশ শতকের) প্রসিদ্ধ আলিম কাযী ইয়াম (৫৪৪ হি/১১৪৯পৃ) তার 'আশ-শিফা' গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে 'মাদমাদ' মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি নাম। এখানে "আমি তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব" এবং "আমি তাহাকে বড় জাতি করিব" বাক্যদ্বয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী। কারণ ইসমাইলের বংশে তিনি ছাড়া আর কোনো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি যিনি এ জাতিকে বড় জাতি (great nation) করেছেন। ইসমাইল বংশে তিনিই একমাত্র নবী যাঁর আগমনের মধ্য দিয়েই ইসমাইল বংশ বড় জাতিতে পরিণত হয়।

আক্ষরিকভাবেই বাইবেলের উপর্যুক্ত বক্তব্য মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের সুসংবাদ। কারণ এখানে ইসমাঈলের (আলাইহিস সালাম) প্রশংসা ও মর্যাদা বৃদ্ধির সুসংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাকে অতিশয় বৃদ্ধি করবেন এবং বড় জাতি করবেন। এদ্বারা কখনোই স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধি বুঝানো হয় নি। কারণ স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধিতে কোনো মর্যাদা নেই। কারণ সকল মানুষেরই বংশবৃদ্ধি হয়। নিঃসন্দেহে এখানে বিশেষ মর্যাদাময় বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর উত্তরপুরুষ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগে

ইসমাঈলের বংশধর ইতিহাসে বা মানব সভ্যতায় কোনো বিশেষ বৃদ্ধি বা "বড় জাতি" হিসেবে প্রকাশ লাভ করেন নি। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমেই এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁর মাধ্যমেই ইসমাঈলের (আলাইহিস সালাম) বংশ ও বংশের অনুসারী "অতিশয় বৃদ্ধি" পেয়েছে এবং বিশ্ব সভ্যতায় "বড় জাতি" হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যদি কেউ তা অস্বীকার করেন তাহলে তাকে বলতে হবে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া কখন ও কিভাবে ইসমাঈলকে আলাইহিস সালামকে বড় জাতিতে পরিণত করার এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ পুরণ করেছেন?

যে স্থান থেকে তিনি উদয় হবেন

হাবাক্কুক (ভাববাদীর) পুস্তকের (book of Habakkuk) ৩/৩ বলা হয়েছে: "ঈশ্বর তৈমন হইতে আসিতেছেন, **পারণ পর্বত হইতে পবিত্রতম আসিতেছেন**। [সেলা] আকাশমণ্ডল তাঁহার প্রভায় সমাচ্ছন্ন, পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ God came from Teman, and the **Holy One from mount Paran**. [Selah]. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise) আমরা দেখেছি যে, পারণ পর্বত ও পারণ প্রান্তর মক্কার প্রান্তর, যেখানে ইসমাঈল (আ) ও তাঁর বংশধর বসতি করেন। এখানে ‘পারণের পবিত্রতম’ বলতে স্পষ্টতই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বুঝানো হয়েছে। বিশেষত পরের বাক্যে 'পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ' বলে স্পষ্টতই তাঁর নাম **'মুহাম্মাদ'** বা প্রশংসিত তা বুঝানো হয়েছে। মুহাম্মাদ অর্থই প্রশংসিত: praised.

পারণ কোথায়!

আদিপুস্তক ২১/২০-২১ শ্লোকে ইসমাইলের বর্ণনায় বলা হয়েছে: "(২০) পরে ঈশ্বর বালকটির সহবর্তী হইলেন, আর সে বড় হইয়া উঠিল, এবং প্রানতরে থাকিয়া ধনুর্ধর

হইল। (২১) সে পারণ প্রানতরে বসতি করিল (he dwelt in the wilderness of Paran)

নিঃসন্দেহে ইসমাইলের অবস্থান মক্কায় ছিল। যদ্বারা জানা যায় যে, পারণ প্রান্তর বলতে মক্কাকেই বুঝানো হয়েছে এবং পারণ মক্কার একটি পর্বতের নাম। উপরন্ত শমরীয় তাওরাতে সুস্পষ্টত পারানকে হিজাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৫১ সালে মুদ্রিত শমরীয় তাওরাতে ইসমাইলের বর্ণনায় আদিপুস্তকের ২১/২১ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "সে হিজাজে অবস্থিত পারণ প্রানতরে বসতি করিল।"

হিজাজ বা পারান মুছে ফেলা হচ্ছে

এত স্পষ্ট প্রমান পেয়ে ক্রিস্টিয়ানরা পারান কথাটি কিছু বাইবেল থেকে সরিয়ে দেয়, ভবিষ্যতে সত্যকে গোপন করার জন্য সমস্ত বাইবেল থেকে বিষয়টি মুছে ফেলারও সম্ভাবনা রয়েছে। NIV বাইবেলে পারান শব্দটি রয়েছে প্রমানস্বরূপ তার ছবি দেয়া হলো;

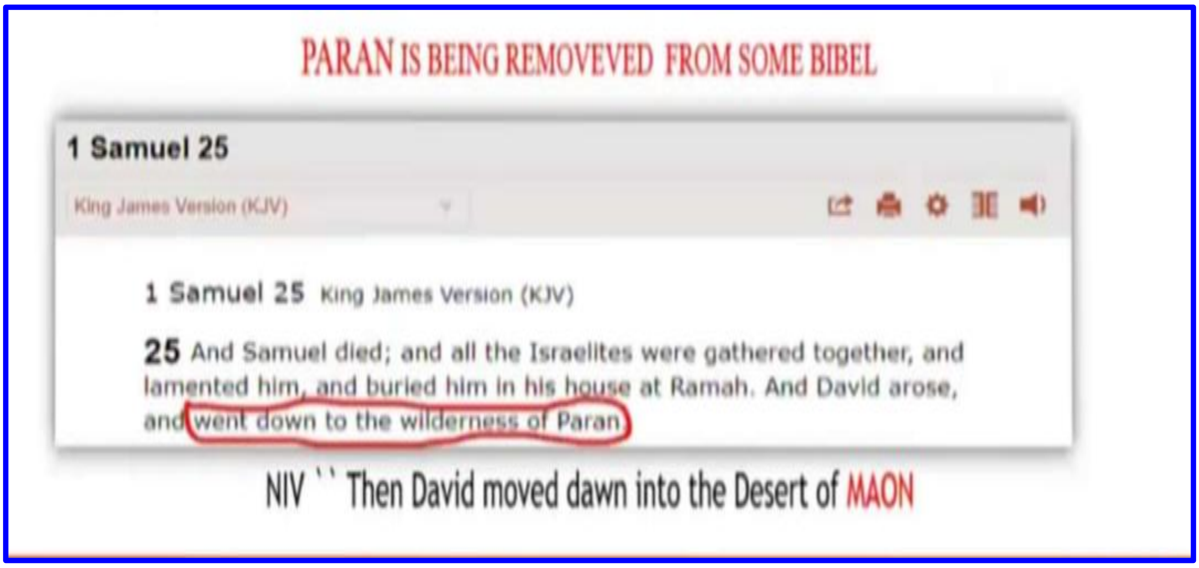

4

---

4 মুফতী আরিফুল ইসলাম (দা: বা:)

তার বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/১৭-২২: "(১৭) *তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই বলিয়াছে। (১৮) আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী (a Prophet from among their brethren, like unto thee) উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব আর আমি তাঁহাকে যাহা বাহা আজ্ঞা করিব তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন (১৯) আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব। (২০) কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলে কিংবা অন্য দেবতাদের নামে যে কেহ কথা বলে,সেই ভাববাদীকে নিহত হইতে হইবে*[5] *(২১) আর তুমি যদি মনে মনে বল, সদাপ্রভু যে বাক্য বলেন নাই, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? ২২ [তবে শুন,] কোন ভাববাদী সদাপ্রভুর নামে কথা কহিলে যদি সেই বাক্য পরে সিদ্ধ না হয়, ও তাহার ফল উপস্থিত না হয়, তবে সেই বাক্য সদাপ্রভু বলেন নাই; ঐ ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলিয়াছে, তুমি তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইও না।"*

ইয়াহুদীগণ দাবি করেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদটি যিহোশূয়ের বিষয়ে বলা হয়েছে। আর খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, কথাটি যীশুর[6] বিষয়ে বলা হয়েছে। উভয় দাবিই ভিত্তিহীন। নিঃসন্দেহে এ কথাগুলি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন বিষয়ক সুসংবাদ ছাড়া কিছুই নয় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি তা প্রমাণ করে:

(১) বাইবেলের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে নিশ্চিত জানা যায় যে, যীশুর সমসাময়িক ইয়াহুদীগণ এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিশ্রুত একজন ভাববাদীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন এবং তারা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিশ্রুত এই ভাববাদী মসীহ বা খৃস্ট নন, বরং অন্য একজন হবেন।

---

[5] প্রদত্ত আরবী পাঠ অনুসারে এ অনুবাদ বাংলা বাইবলে "মরতি হইব"।

[6] একই ব্যক্তি স্বয়ং ঈশ্বর এবং তিনিই আবার ঈশ্বরের ভাববাদী!

কাজেই এখানে যে ভাববাদীর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে তিনি কখনোই যিহোশয় হতে পারেন না বা যীশুও হতে পারেন না।[7]

(২) এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে "তোমার সদৃশ (like unto thee)"। যিহোশয় ও যীশু কেউই মোশির সদৃশ বা মোশির তুল্য হতে পারেন না।

কারণ যিহোশয় ও যীশু উভয়েই ইস্রায়েল সন্তানগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর ইস্রায়েল সন্তানগণের মধ্যে কেউ মোশির তুল্য বা সদৃশ হতে পারেন না। দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪/১০-এ বলা হয়েছে: **"মোশির তুল্য কোন ভাববাদী ইস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নাই (there arose not a prophet since in Israel like unto Moses)!"**

এছাড়া মোশির সাথে যিহোশয় ও যীশুর কোনো সাদৃশ্য নেই। কারণ মোশি ছিলেন ঐশ্বরিক গ্রন্থ ও বিধিনিষেধময় নতুন ব্যবস্থা প্রাপ্ত একজন ভাববাদী। পক্ষান্তরে যিহোশয় ও যীশু এরূপ কিছুই লাভ করেন নি। বরং তাঁরা মোশির ব্যবস্থার অনুসারী ছিলেন।

(৩) এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে: *"উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে (from among their brethren)"*। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, ইসরাইল সন্তানদের দ্বাদশ বংশ সকলেই তখন মোশির নিকট উপস্থিত ছিলেন। যদি এ ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য হতো যে, এ প্রতিশ্রুত ভাববাদী ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের কোনো বংশে জন্মগ্রহন করবেন, তবে এখানে ঈশ্বর "উহাদের মধ্য হইতে" বলতেন, "উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে" বলতেন না। 'ভ্রাতৃগণ' কথাটি থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, প্রতিশ্রুত ভাববাদী ইস্রায়েলীদের দ্বাদশ বংশের কোনো বংশের অন্তর্ভুক্ত হবেন না, বরং দ্বাদশ বংশের সকলের 'ভ্রাতৃগণের' মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন যেহেতু যিহোশূয় ও ঈসা আলাইহিস সালাম উভয়েই ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বা ইস্রায়েলের সন্তান, সেহেতু তাঁরা উভয়েই

---

[7] যীশুক এেই ভবষি্যদ্বাণীর প্রতশি্রুত ভাববাদী বলে দাবি করলে খৃস্টানদরেকে স্বীকার করতে হবে যে, তনিি খ্রস্টি ছলিনে না; কারণ প্রতশি্রুত মসীহ (খৃস্ট) ও প্রতশি্রুত ভাববাদী দুই ব্যক্তি হবনে, এক ব্যক্তি নন্। আর এখানে যহিোশূয়কে বুঝানো হলে তো আর ইহুদীগণ হাজার হাজার বছর ধরে 'সইে ভাববাদী'-র আগমনরে অপক্ষোয়

থাকতনে না।

ইস্রায়েল-সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই তাঁরা এ ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য হতে পারেন না। প্রকৃত সত্য হলো, এখানে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বুঝানো হয়েছে, কারণ তিনি ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের ভ্রাতৃগণ অর্থাৎ ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর বংশধর ছিলেন। আর বাইবেলে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে ইস্রায়েল-সন্তানদের ইসমাঈল ও তাঁর বংশধরের "ভ্রাতৃগণ" বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ হাগার (Hagar) বা হাজেরাকে তাঁর পুত্র ইসমাঈলের বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে প্রতিশ্রুতিতে **'ভ্রাতৃগণ** (brethren) শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আদিপুস্তক ১৬/১২ শ্লোকে বলা হয়েছে: "*সে তাহার ভাতৃগণের সম্মুখে (সকল ভ্রাতার সম্মুখে) বসতি স্থাপন করিবে।" (he shall dwell in the presence of all his brethren)"*

অনুরূপভাবে আদিপুস্তক ২৫/১৮ শ্লোকে ইসমাঈলের বিষয়ে 'ভ্রাতৃগণ' শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। "*তিনি তাহার সকল ভ্রাতার (all his brethren) সম্মুখে বসতিস্থান পাইলেন।"*

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইস্রায়েল-সন্তানগণের ভ্রাতৃগণ ইসমায়েল সন্তানগণের বংশধর, এজন্য এ ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে প্রযোজ্য।

(৪) উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, 'আমি উৎপন্ন করিব (আরবী বাইবেলের ভাষ্য অনুসারে: আগামীতে উৎপন্ন করিব)'। আর এ কথা বলার সময় যিহোশূয় ইস্রায়েল সন্তানগণের সাথে মোশির নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং মোশির স্থলাভিষিক্ত ভাববাদী তিনি। কাজেই এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর ক্ষেত্রে কিভাবে প্রযোজ্য হবে?

(৫) এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে: তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব"। একথা থেকে বুঝা যায় যে, এই ভাববাদীর উপর পৃথক 'আসমানী কিতাব' অবতীর্ণ হবে এবং নিরক্ষর হওয়ার কারণে তিনি তা লিখিতভাবে পাঠ করতে পারবেন না, বরং মুখস্থ রেখে মুখে পাঠ করবেন। এ দুটি বিষয়ের কোনোটিই যিহোশূষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাঁর উপর কোনো পৃথক "বাক্য" নাযিল হয় নি, এবং তিনিও মুখের বাক্য নয়, বরং

লিখিত তাওরাত থেকে পাঠ করতেন।

(৬) এ ভবিষ্যরাণীতে হয়েছে: " আর আমার নামে তিনি আমার সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব"। এ ভাববাদীর বৈশিষ্ট্য বুঝানোর জন্য একথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, এই প্রতিশোধ বিশেষ ধরনের শাস্তি, যা সাধারণ ভাববাদীগণের কথা অমান্য করলে প্রযোজ্য নয়। কজেই এ প্রতিশোধ বলতে শুধু পারলৌকিক জাহান্নামের শাস্তি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা শাস্তি হতে পারে না। কারণ যে কোনো ভাববাদীর কথায় কর্ণপাত না করলেই এরূপ প্রতিশোধ বা শাস্তি আল্লাহ প্রদান করেন এভাবে বুঝা যায় যে, এখানে প্রতিশোধ বলতে 'ব্যবস্থা' নির্ধারিত প্রতিশোধ বুঝানো হয়েছে। এ ভাববাদী আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হবেন তাঁর কথায় কর্ণপাত না করলে তাকে শাস্তি প্রদানের এ বিষয়টি যীশুর ক্ষেত্রে কোনোভাবেই প্রয়োজ্য নয়; কারণ তাঁর ব্যবস্থায় তাঁর কথায় কর্ণপাত না করলে বা ব্যবস্থা পালন না করলে কোনো শাস্তি, দন্ড বা যুদ্ধের বিধান নেই। এজন্য এ বিষয়টি শুধু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাঁর মাধ্যমে প্রদত্ত আল্লাহর বিধান অমান্য করলে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনে শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা জিহাদের ব্যবস্থা মহান আল্লাহ তাঁকেই দিয়েছিলেন।

(৭) উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে, ঈশ্বর যে কথা বলেন নি, সে কথা যদি কোনো ভাববাদী ঈশ্বরের নামে বলে তবে তাকে নিহত হতে হবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সত্য ভাববাদী না হতেন তবে তিনি অবশ্যই নিহত হতেন। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ এ বিষয়ে বলেছেন: "সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত, আমি অবশ্যই তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী[৪]। কিন্তু তিনি নিহত হননি বা বিনষ্ট হন নি। তাঁকে হত্যার বা গুপ্ত হত্যার জন্য কাফিরদের প্রানান্ত প্রচেষ্টা ছাড়াও তিনি নিজে বহুবার যুদ্ধের

[৪] * সূরা হাক্ক, ৪৪-৪৬ আয়াত।

ময়দানে যুদ্ধ করেছেন, একাকী যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থেকেছেন, কিন্তু তাঁর শত্রুরা তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হয় নি। তাঁর বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন।[9]" আর আল্লাহ তাঁর এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। কেউ তাঁকে হত্যা করতে, সক্ষম হয় নি। স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে তিনি সর্বোচ্চ সঙ্গীর সাথে মিলিত হয়েছেন[10]। পক্ষান্তরে খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে যীশু নিহত হয়েছেন এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। এজন্য যদি কেউ দাবি করেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যীশুর বিষয়ে কথিত, তবে তাতে প্রমাণিত হবে যে, তিনি মিথ্যাবাদী ভাববাদী ছিলেন বা ঈশ্বরের নামে তিনি মিথ্যা বলেছিলেন। ইয়াহুদীরা তাঁর বিষয়ে এরূপ বিশ্বাসই পোষণ করো নাউযু বিল্লাহ!

বিশেষ দ্রষ্টব্য: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিহত হন নি, বরং স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন, কাজেই উপযুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য। এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর খৃস্টান ধর্মগুরুগণ তাদের বাইবেল পরিবর্তন করেন। প্রাচীন আরবী অনুবাদগুলিতে দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/২০ শ্লোক নিম্নরূপ ছিল: *"কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলে, কিংবা অন্য দেবতাদের নামে যে কেহ কথা বলে, সেই ভাববাদীকে নিহত হইতে হইবে।"* কিন্তু খৃস্টানধর্মগুরগন একে পরিবর্তন করে ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের অনুবাদে লিখেছেন: *".... সেই ভাববাদীকে মরিতে হইবে।"* এভাবে তারা নিহত হওয়ার পরিবর্তে মরার কথা লিখলেন। তাদের উদ্দেশ্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নুবুওয়াতের সত্যতা অস্বীকার করার পথ তৈরি করা। নিহত হওয়া ও মরার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। সত্য ও ভন্ড উভয় প্রকারের ভাববাদীই মৃত্যুবরণ করবে, এতে সত্য

---

9 * সূরা মায়দিা, ৬৭ আয়াত।

10 * এ বষিয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অলৌকিক চিহ্নসমূহরে অন্যতম। খৃস্টানগণ বশ্বিাস করনে য,ে যীশু তার মৃত্যুর ভবষ্যিদ্বাণী করছেলিনে এবং সভোবইে তনিি মৃত্যুবরণ করনে। পক্ষান্তরে চারদিকি শত্রুপরবিষ্েঠতি অবস্থাতইে আল্লাহ ঘোষণা করলনে য,ে তনিি তাঁক রক্ষা করবনে, কউে তাঁক হত্যা করতপোরব না একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থকে সুনশ্চিতি না হল কউে এরূপ নশ্চিয়তা দতি পারনে না। আর আমরা দখেছি য,ে এই ভবষ্যিদ্বাণী যথাযথভাব বাস্তবায়তি হয়ছে এবং কউে তাক হত্যা করত সক্ষম হয় ন।ি

ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার সুযোগ থাকে না। তবে এ বিকৃতির মাধ্যমে তার সত্য পুরোপুরি গোপন করতে পারেন নি। নিম্নের বিষয় লক্ষ্য করুন:

(৮) উপরের ভবিষ্যদ্বাণীর ২২ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কোনো ভাববাদী সদাপ্রভুর নামে মনগড়া কিছু বলেন, তবে তিনি তা কখনো সিদ্ধ হতে দেন না, বরং তার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। প্রথম অনুচ্ছেদে পাঠক দেখেছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সত্য নবী ছিলেন।

(৯) ইয়াহুদী পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন যে, তোরাহ-এ যে ভাববাদী আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই সেই প্রতিশ্রুত ভাববাদী। তবে তাদের কেউ তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন, যেমন মুখাইরিক, আব্দুল্লাহ ইবনু সাল্লাম, কা'ব আল-আহবার। অন্য অনেক ইয়াহূদী তাঁকে প্রতিশ্রুত ভাববাদী বুঝতে পেরেও অবিশ্বাসের মধ্যেই থেকেছেন, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু দূরবা, হুয়াই ইবনু আখতাব, তার ভাই আবু ইয়াসির ইবনু আখতাব। আর এরূপ অবিশ্বাস তো খুবই স্বাভাবিক। বাইবেল থেকে জানা যায় যে, যীশুর সমসাময়িক অনেক ইয়াহুদী পণ্ডিত তাঁর নুবুওয়াত ও মুজিযা সঠিক বলে স্বীকার করেন, কিন্তু তারা ঈমান গ্রহণ করেন নি। সুসমাচার লেখক যোহনের সাক্ষ্য অনুসারে মহাযাজক কায়াফা (Caiaphas) একজন ভাববাদী ছিলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, যীশুই প্রতিশ্রুত মসীহ বা খৃস্ট। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতি ঈমান আনেন নি। বরং তাঁকে 'ঈশ্বর-নিন্দা'র (blasphemy) অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাকে মৃত্যুদন্ড প্রদানের নির্দেশ দেন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১১ ও ১৮ অধ্যায়ে তা বলা হয়েছে।[11]

আপত্তি ও জবাব:

[11] যোহন ১১/৪৯-৫৭, ১৮/১-২৪।

প্রথম আপত্তি: এখানে কেউ বলতে পারেন যে, 'ইস্রায়েল সন্তানগণের ভ্রাতৃগণ' বলতে শুধু ইসমাঈল সন্তানগণকেই বুঝানো হবে এমন তো নয় বরং ইসমাঈল সন্তানগণ ছাড়াও এসৌ[12]-এর বংশধর এবং অব্রাহামের অন্য স্ত্রী কটুরার পুত্রদের বংশধরগণও 'ইস্রায়েল সন্তানগণের ভ্রাতৃগণ' বলে গণ্য। (কাজেই এই প্রতিশ্রুত ভাববাদী তো এদের মধ্য থেকেও আসতে পারেনা) এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য যে, হ্যাঁ, তারাও ইস্রায়েল সন্তানগণের ভ্রাতৃগণ' বলে গণ্য। তবে তাদের মধ্য থেকে এ সকল বৈশিষ্ট্য সহ কোনো ভাববাদী আবির্ভুত হন নি। এছাড়া ইসমাইলের বংশধরদের জন্য আল্লাহ যেভাবে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের জন্য সেরূপ কোনো প্রতিশ্রুতি দেন নি। পক্ষান্তরে ইসমাইলের বংশধরদেরকে মহা মর্যাদা দানের বিষয়ে হাগার (Hagar, বিবি হাজেরা)এবং অবরাহামকে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন্।[13]

এ ছাড়া ইসহাক যাকোবকে যে আশীর্বাদ করেন এবং এরপর এথোউ কে যে আশীর্বাদ করেন তা থেকে জানা যায় যে, এথৌ-এর বংশধরদের মধ্যে এই প্রতিশ্রুত ভাববাদীর আগমন সম্ভব নয়। আদিপুস্তকের ২৭ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[14]

---

12 * ইসহাকের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং যাকোব বা ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

13 " আদিপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে ঈশ্বর অবরাহামকে বলেন: "আর ইসরাইলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম, এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজ্য উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিল (I will make him a great nation)

14 বাইবেল থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বরকে প্রতারণা করা ও ধোঁকা দেওয়া খুবই সহজ! শেষে বয়সে ইসহাক অন্ধ হয়ে যান তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এদৌকে বলেন, আমাকে প্রান্তর থেকে মৃগ শিকার করে সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করে খাওয়াও, যেন আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্বাদ করে এথৌ প্রান্তরে গমন করলে ছোট ভাই যাকোব বড় ভাইয়ের পোশাক পরে, নিজেকে এথৌ বলে দাবি করে পিতার নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন পিতা বারংবার তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সেই এথৌ কিনা। বারংবার নিশ্চয়তা প্রদানের পরে পিতা তাকে আশীর্বাদ করেন। তিনি মূলত এধৌকেই আশীর্বাদ করেন। এরপর প্রকাশ পায় যে, সবই ছিল প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা কিন্তু ঈশ্বর এই ধোঁকায় প্রবঞ্চিত হয়ে প্রবঞ্চক যাকোবকেই দুধ, মধু ও সকল কর্তৃত্ব দিতে বাধ্য হন! আর সহজ, সরল, সত্যবাদী ও পিতার নির্দেশ যথাযথ পালনকারী এষ্টে-এর ভাগ্যে জোটে সকল অভিশাপ। আর ঈশ্বর সদাপ্রভু সেই অভিশাপ বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হলেন!!! যাইহোক যাকোবের জন্য ইসহাক আশীর্বাদ করেন: "তুমি আপন জাতিদের কর্তা হও, তোমার মাতৃপুত্রেরা তোমার কাছে প্রণিপাত করুক।" আর এথেকে তিনি আশীর্বাদ করে বলেন: "তুমি খলাজীবী এবং আপন ভাতার দাস হইবে"। এথেকে বুঝা যায় যে, এ এর বংশে কোনো মহান ভাববাদী জন্ম নিতে পারেন না

দ্বিতীয় আপত্তি: দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে মোশি বলেছেন: "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী (a Prophet from the midst of thee, of thy brethren) উৎপন্ন করিবেন...।" এখানে "তোমার মধ্য হইতে" কথাটি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, এই প্রতিশ্রুত ভাববাদী ইস্রায়েল সন্তানগণের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবেন, ইস্মায়েল সন্তানগণের মধ্য থেকে নয়।

এ আপত্তির বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, আরবী ও হিব্রু ব্যাকরণ অনুসারে (তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে) কথাটি (তোমার মধ্য হইতে) কথাটির "বদল", অর্থাৎ আংশিক বা সংশোধন মূলক প্রতিকল্প বাক্যাংশ। আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় তা 'বদল ইশতিমাল' বা 'আংশিক পরিবর্তন' অথবা 'বদল ইদরাব' বা 'সংশোধনমূলক পরিবর্তন' বলে গণ্য।[15]আর উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম শব্দ বা বাক্যাংশটি বক্তার উদ্দেশ্য বহির্ভুত বলে গণ্য।[16] এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বাক্যাংশই মূল উদ্দেশ্য, প্রথম বাক্যাংশ সংশ্লিষ্ট মাত্র। আর সকল অবস্থায় এ বক্তব্য মূলত আমাদের বক্তব্যের বিরোধী নয়। **১১** কারণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করেন এবং সেখানেই তাঁর প্রতিশ্রুত অবস্থা পূর্ণতা লাভ করে। মদীনার মধ্যে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইয়াহুদীগণ বসবাস করতেন। খাইবার, বনূ কাইনূকা, বনু নাযীর ও অন্যান্য ইয়াহুদী গোত্র তথায় বসবাস

[15] ১১ আরবী-হবি্রু বা সমেটিকি ভাষার এবং অন্যান্য ভাষায় এভাবে একটি শব্দ বা বাক্যাংশ বলে তারপর অন্যটি বললে তাকে বদল বা বকিল্প বলা হয় এক্ষত্রে দ্বতীয়টটিই উদ্দশ্যে। যমেন আমি তোমাকে- তোমার ভাইকে দখেছে, আমি বইটি- বইটরি অর্ধকে পড়ছে ইত্যাদি।

[16] তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণরে মধ্য হইতে" বক্তব্যটরি দুটি অংশ বাহাত পরস্পর বরিোধী হয় একটি বাক্যাংশ পরবর্তী কালে সংযোজতি, অথবা দুটরি একটি রূপক। পরবর্তী কালে সংযোজতি হলে প্রথম বাক্যাংশটটিই (তোমার মধ্য হইতে) সংযোজতি বলে গণ্য হবে, কারণ পরবর্তী ২৮ আয়াতে ঈশ্বররে নজিরে ভাষায় যে বক্তব্য রয়ছে তাতে এ কথাটুকু নেই। আর যদি দুটি বাকাংশই সঠকি বলে গণ্য হয় তবে একটি রূপক বা প্রশস্ত অর্থে গ্রহণ করতে হবে সে ক্ষত্রেওে প্রথম বাক্যাংশটটিই রূপক বলে গণ্য হবে। কারণ পরবর্তী আয়াতে এই কথটুকু নেই এবং ব্যাকারণ ও ভাষার দকি থকেে পরবর্তী শব্দ বা বাক্যাংশই মূল বলে গণ্য করা হয়। গ্রন্থকার তা ব্যাখ্যা করছেনে।

করতেন। তাদের অভ্যন্তরে বা তাদের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠিত হন। এভাবে তিনি একদিকে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন এবং অন্যদিকে ইস্রায়েল সন্তানদের ভ্রাতৃগণের মধ্য থেকে আবির্ভূত হলেন। এছাড়া ভ্রাতৃগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থই নিজেদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া।[17]

বাইবেলের উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুত নবী "মুসা আলাইহিস সালাম-এর সাদৃশ্য বা তার অনুরূপ হবেন বলে বলা হয়েছ্য।

নিয়ে মুসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্যের কয়েকটি দিক দেখুন:

(১) মোশির মত তিনিও আল্লাহর বান্দা ও রাসুল (দাস ও ভাববাদী)।[18]

(২) পিতা ও মাতার সন্তানা

(৩) বিবাহিত ও সন্তান-সন্ততির পিতা।

(৪) উভয়কেই জিহাদ বা যুদ্ধ করার ও অবিশ্বাসী ও পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(৫) উভয়ের ব্যবস্থায় ব্যভিচার ও অন্যান্য অপরাধের শাস্তি ও দন্ড প্রদানের নির্দেশ রয়েছে।

---

[17] দ্বতিীয় ববিরণরে ১৮/১৫ শ্লোকে প্রথম বাক্যাংশটুকু (তোমার মধ্য হইতে) যে পরবর্তী সংযোজন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, মোশি পরবর্তী ১৮ আয়াতে যখন এই প্রতশ্রিুতি ঈশ্বররে ভাষায় পুনরাবৃত্তি করনে তখন সখোনে এই কথাটুকু উল্লখে করনে না। অনুরূপভাবে যীশুর প্ররেতি শষি্য পতির এই প্রতশ্রিুতি উদ্ধৃত করছেনে, কন্িতু তাঁর উদ্ধৃতরি মধ্যে (তোমার মধ্য হইতে) কথাটুকু উল্লখে করনে না (প্ররেতি ৩/২২) আবার থ্রফিানও (Stephen) এই প্রতশ্রিুতি উদ্ধৃত করছেনে। তার উদ্ধৃততিওে এই কথাটুকু নহে। (প্ররেতি ৭/৩৭)। সর্বোপরি শমরীয় তোরাহ-এ দ্বতিীয় ববিরণ ১৮/১৫ শ্লোকে 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটুকু নহে। শমরীয় আয়াতরে পাঠ নম্িনরূপ: "তোমার সকল ভ্রাতৃগণরে মধ্য হইতে আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করবিনে, তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করবি" এ বষিয়টি সুনশ্িচতিভাবে প্রমাণ করে যে, হক্রি বাইবলে দ্বতিীয় ববিরণরে ১৮/১৫ শ্লোকে এ কথাটি অতরিক্িত সংযোজন করা হয়ছে।

[18] ১৩ বারংবার মোশকি আল্লাহর দাস ও রাসূল বলা হয়ছে।

(৬) ব্যবস্থা নির্ধারিত শাস্তি প্রদান ও প্রয়োগে সক্ষম ছিলেনা

(৭) উভয়েই নিজ জাতির মধ্যে সম্মানিত নেতা ছিলেন, যাকে সকলেই মান্য করেছেন এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধ পালন করেছেন।

(৮) উভয়ের শরীয়ত বা ব্যবস্থায় প্রার্থনা বা ইবাদতের সময় দেহ ও পরিচ্ছদের পবিত্রতা অর্জনের বিধান রয়েছে, অপবিত্রতা, মহিলাদের মাসিক বা প্রসবোত্তর অপবিত্রতা থেকে গোসল করার নির্দেশ রয়েছে।

(৯) উভয় শরীয়তে মৃত প্রাণী, জবাই না করা প্রাণী ও প্রতিমার জন্য উৎসর্গীত প্রাণী অবৈধ করা হয়েছে।

(১০) উভয় ব্যবস্থায় অপরাধ-আইন ও বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

(১১) উভয় ব্যবস্থায় সুদ নিষিদ্ধ।

(১২) উভয়েই স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন এবং স্বাভাবিকভাবে কবরস্থ হয়েছেন।

এরূপ আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলি দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মূসা আলাইহিস সালাম-এর বা তুল্য (like unto thee/Moses) ছিলেন। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন: "আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ, যেরূপ রাসুল পাঠিয়েছিলাম ফিরাউনের নিকট।[19]

[19] সূরা মুজ্জামিল ১৫

পঞ্চম অধ্যায়:

বাইবেলের পরিচয়

গ্রীক biblion, ল্যাটিন biblia ও ইংবিরি bible শব্দটির অর্থ গ্রন্থাবলী বা গ্রন্থমালা।

খ্রিস্টানরা বাইবেলকে দুভাগে ভাগ করেন:

১.পুরাতন নিয়ম বা পুরাতন সন্ধি (Old Testament)

২.নতুন নিয়ম, নতুন সন্ধি বা নবসন্ধি (New Testament)। প্রথম ভাগের গ্রন্থাবলি সম্পর্কে তারা দাবি করেন যে, সেগুলো ইহুদি ধর্মের ধর্মগ্রন্থ। অর্থাৎ যীশুর আগমনের পূর্বে বনি-ইসরাইল বা ইহুদিদের মধ্যে যে সকল নবী আগমন করেছিলেন তাঁদের গ্রন্থগুলোকে ইহুদিরা ধর্মগ্রন্থ হিসেবে সংকলন করেন। এটা ইহুদি বাইবেল (Jewish Bible) এবং হিব্রু বাইবেল (Hebrew Bible) নামে পরিচিত। এটাকেই খ্রিষ্টানরা তাদের বাইবেলের পুরাতন নিয়ম হিসেবে গণ্য করেন।

তারা বিশ্বাস করেন এ বাইবেল ঈশ্বরের প্রেরণায় লিখিত পবিত্রগ্রন্থ, জীবনের মানদন্ড।

অবশ্য ঈশ্বরের প্রেরণার অর্থ সম্বন্ধে তাদের মাঝেই অনেক মতবাদ আছে-

১. তারা মনে করেন যে, বাইবেলের মূল লেখকেরা ঈশ্বরের প্রেরণায় লিখেছেন। অর্থাৎ লেখকেরা ভালকাজের জন্য ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। 'বাইবেলের ইতিহাস' বইয়ের লেখক তার বইয়ে ৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, এ মতবাদের ফলে সেক্সপিয়ার,

ব্রাউনিং, টেনিসন প্রভৃতি লেখকেরাও (এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম) সমভাবে অনুপ্রাণিত। ফলে তাদের বইয়ের মূল্যও সমান।

২. একদল চরম রক্ষণশীল মতবাদে বিশ্বসী পন্ডিতেরা মনে করে যে, বাইবেলের লেখকেরা ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এমন এক উচ্চ পর্যায়ে পৌছে যান যেখানে তাদের প্রতিটা কাজ আপনা- আপনি ঈশ্বর দ্বারা পরিচালিত হয়, এমন কি বানান পর্যন্ত। অন্য কথায় লেখকেরা ঊর্ধ্বশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন, ফলে তাদের কাজ সম্পূর্ণ নির্ভুল।

৩. এই মতবাদটি অধিকাংশ বাইবেল পাঠক-পাঠিকা বিশ্বাস করেন যে, পবিত্র আত্মা যেভাবে পরিচালিত করেছেন সেইভাবে ঈশ্বরের পবিত্র ব্যক্তিরা লিখেছেন। লেখকরা ছিলেন যোগ্য, তাদের ছিল পবিত্র জীবন, তারা ঈশ্বরের বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং পবিত্র আত্মা তাদেরকে পরিচালিত করেছে।

পুরাতন ও নতুন নিয়মের কোন বইয়ের মূল হাতের লেখা বর্তমানে কারো কাছে নেই। সেই সব মূল হাতের লেখাগুলি অনেক দিন আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে সর্বমোট প্রায় ১৭০০ হিব্রু বাইবেলের পান্ডুলিপির অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে এই লেখার তারিখ বেশি পুরাতন নয়। বর্তমানে মাত্র নুতন নিয়মের ৩টি গুরুত্বপূর্ণ পান্ডুলিপির কথা উল্লেখ করা যায়। সবচেয়ে পুরাতনটি হচ্ছে ভ্যাটিকান লাইব্রেরীতে এই কোডেক্স আছে।

এতে ১০"*১০" সাইজের ৮০০ পৃষ্ঠা আছে। গুরুত্বের দিক দিয়ে ভ্যাটিকান কোডেক্সের পরে আসে সীনাই কোডেক্স। এটি লেখা হয়েছিল সম্ভবত ৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে। এটি বর্তমানে বৃটিশ যাদুঘরে আছে। এর পরে আলেকজান্দ্রিয়ান কোডেক্স, এতে ৭৭৬টি পৃষ্ঠা আছে। কার্যত এতে বাইবেলের সবকিছুই আছে এবং তারিখ সম্ভবত ৪২৫ খ্রিস্টাব্দ। এটিও ইংল্যান্ডে আছে।

ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ কাজে সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করেন জন উইক্লিক নামের একজন বিখ্যাত পন্ডিত, যিনি রোমান ক্যাথলিক মন্ডলীয় দৃষ্টিতে বিরুদ্ধাচারী ছিলেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ হয় ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দে।ইংল্যান্ডের রাজা জেমসের রাজত্বকালে রাজা জেমসের অনুবাদ অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত অনুবাদ নামে সর্বকালের সবচেয়ে বিখ্যাত বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদ ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সন্দেহাতীতভাবে বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীতে ইংরেজী জানা সকল জাতির নিকট অন্যগুলির চেয়ে এই বাইবেলই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। সময়ের পরিবর্তন এবং নতুন নিয়মের প্রাচীন পান্ডুলিপি উদ্ধারের সংগে রাজা জেমস-এর অনুবাদের ভাষা পুরনো হয়ে গিয়েছিল। পন্ডিতেরা তাই নতুন অনুবাদের প্রয়োজন অনুভব করেন। সুতরাং অনেক পড়াশোনা ও পরিশ্রমের ফলে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ইংলিশ সংশোধিত অনুবাদ (English Revised Version) প্রকাশিত হয়। আমেরিকান সংশোধিত অনুবাদ The America Revised Version ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তখন থেকে অনেকগুলো অনুবাদ তথাকথিত আধুনিক ভাষায় Modern Speech প্রকাশিত হয়। নতুন সংশোধিত আদর্শ অনুবাদ The New Revised Standard Version বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। (নতুন নিয়ম ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ও পুরাতন নিয়ম ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে) এবং ভবিষ্যতেও এর ব্যবহার হয়তো অব্যাহত থাকবে, কিন্তু সময়ই তা বলে দেবে। ইতিপূর্বে রাজা জেমস-এর অনুবাদও লক্ষ লক্ষ লোকের জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

বাইবেল আরও অনেক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। বর্তমানে পূর্ণ অথবা আংশিক বাইবেল এগার শতেরও অধিক ভাষায় অথবা উপভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। আজকাল এমন একটি উপজাতি দল খুঁজে পেতে কষ্ট হবে, যাদের ভাষায় কমপক্ষে এই দুর্লভ বাইবেলের একটি অংশ অনুবাদ করা হয়নি। মহারানী ভিক্টোরিয়া বলেছেন, "বাইবেলের কারণেই ইংল্যান্ড সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছে। সেই সময় খ্রিস্টান ধর্মের যাজকগণ মন্দিরের পরিচর্যায় থাকত, তাদের মধ্য থেকে একজনকে মহাযাজক মনোনীত করা হত, এ পদ সাধারণত পিতা থেকে পুত্র লাভ করত। খ্রিস্টধর্ম অনুসারী ও বাইবেল সংস্করণের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা বাইবেলের বিভিন্ন পরিবর্তন ও সংস্করণ নিয়ে আলোচনা করার ব্যাপারে অত্যন্ত উদার।

তারা কিছুটা পরিতৃপ্তির সঙ্গে বলার চেষ্টা করেন যে, এসবে বাইবেলের কোনো ক্ষতি হয়নি।

অথচ বারবার পরিবর্তিত সংস্কার এবং মতপার্থক্যের কারণে আজ অনেক খ্রিস্টিয়ানও খ্রিস্টধর্মের ব্যাপারে সন্ধিহান বা অবিশ্বাসী।

খ্রিস্টধর্ম অনুসারী ও বাইবেল সংস্কারকরা বলেন,

"*এখানে এটি বলা উপযুক্ত যে, সমালোচকদের কাজও বাইবেল বুঝতে আমাদের সাহায্য করেছে। সমস্ত সমালোচনাই খারাপ নয়। যদিও কিছু কিছু খারাপ আছে, কিন্তু সম্মানিত ও সৎ পাঠক যিনি আমাদের বাইবেল নিয়ে সমালোচনামূলক পড়াশোনায় সাধারণ নিয়ম ব্যবহার করেছেন তারা আমাদেরকে তাদের নিকট ঋণী করেছেন। সহভাবে বাইবেল সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধান করতে ভয়ের কিছু নেই। এটি বলা হয় যে, এমন অনেক ধর্মগ্রন্থ আছে যা সৎ সমালোচনার সামান্য একটি নিঃশ্বাসের ফলেই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের বাইবেলের ব্যাপারে তা সম্ভব নয়। আমরা খোলা মন নিয়ে এটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করার আহবান জানাচ্ছি। এতে ক্ষতি নেই বরং সাহায্য হবে। এটি বাইবেলের অখন্ডতা ও মূল্য প্রমাণ করে। এ সকল প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আমরা আমাদের বাইবেলের লিখিত বিষয়ের সংগে সম্পর্কযুক্ত ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে জানতে পারি যা কখনও আগে সম্ভব ছিল না।*

যেহেতু বাইবেলের অধিকাংশই ইতিহাস, তাই এটি ইতিহাসের মত করেই পড়তে হবে। বাইবেলের যে কোন অংশকে পূর্ণরূপে বুঝতে হলে সেই অংশকে ইতিহাসের সঠিক স্থানে বসিয়েই বুঝতে হবে। ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানই বাইবেল পাঠকের প্রথম পদক্ষেপ।"

তাদের বাইবেল গবেষণা সম্পর্কে উদার মনোভাব সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে একটি বাস্তব সত্য মাথায় রাখতে হবে যে,কোন মতবাদ বা ধর্মগ্রন্থ খোলা মন নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা ও সৎ সমালোচনার সামান্য একটি নিঃশ্বাসের পর টিকে

থাকাটা স্বাভাবিক যতদিন না অসৎ বা ভ্রান্ত ব্যাক্তিরা ভ্রান্ততা থেকে ফিরে আসবে, না হলে হাজারো সমালোচকদের তোপের মুখেও ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মদদে টিকে থাকতে পারে ভ্রান্ত ধর্মগ্রন্থ। সৎ সমালোচকদের সমালোচনার পর কোন ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তিত হয়ে টিকে থাকার অর্থ এই নয় যে ধর্মগ্রন্থটি সঠিক। যদি অপরিবর্তিত হয়ে টিকে থাকে তবেই সেটি অলৌকিক মুজিযা,যেমন আলকুরআন।

এ বাইবেলের ভেতর-বাইরে বহুবার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংযোজন হয়েছে, যা তাদের এ পবিত্র কিতাবকে ১০০% সত্যতার ক্ষেত্রে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়া পূর্ব থেকে এ কিতাব বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণেরও কোন ইতিহাস নেই।

পুরাতন এবং নতুন নিয়মের কোনো একটি গ্রন্থেরও অবিচ্ছিন্ন সূত্র (chain of authorities) ইয়াহুদী ও খৃস্টানগণের নিকট সংরক্ষিত নেই। আর এ সকল পুস্তক ঐশ্বরিক প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ দ্বারা লিখিত হয়েছে বলে দাবি করার কোনো সুযোগ ইয়াহুদী-খৃস্টানগণের নেই। কোনো গ্রন্থকে ওহী (Divine Inspiration)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ঐশী, ঐশ্বরিক বা আসমানী গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করার পূর্ব শর্ত হলো:

প্রথমত, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে যে, গ্রন্থটি অমুক নবী বা ভাববাদীর মাধ্যমে লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে যে, উক্ত নবী যেভাবে গ্রন্থটি রেখে গিয়েছেন হুবহু সেভাবে কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিকৃতি ব্যতীরেকেই 'অবিচ্ছিন্ন সূত্রে" গ্রন্থটি আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

শুধু ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে কোনো গ্রন্থকে কোনো ওহী বা প্রেরণা (Inspiration)-প্রাপ্ত ব্যক্তির নামে চালানো হলে বা লিখে দিলেই তা সে ব্যক্তির লেখা গ্রন্থ বলে প্রমাণিত বা স্বীকৃত হতে পারে না। অনুরূপভাবে কোনো এক বা একাধিক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠি একটি গ্রন্থকে এরূপ কোনো নবী বা ভাববাদীর লেখা গ্রন্থ বলে দাবি করলেই তা তার লেখা বলে প্রমাণিত হয় না।

এরূপ অনেক গ্রন্থই অনেক নবীর নামে প্রচারিত, যেগুলিকে ইয়াহুদী খৃস্টানগণও সে সকল নবীর গ্রন্থ বলে স্বীকার করেন না।

বাইবেল কার বাণী?

বাইবেল নামক বিশাল সংগ্রহীত পুস্তক গুলোতে ২ ধরণের বাণী রয়েছে,

আল্লাহর বাণী- যেসব কথা আলকুরআন, যুক্তি ও বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জ্যপূর্ণ।

1. মানুষের বাণী- যেসব কথায় রয়েছে বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক ভুল, বৈপরীত্য এবং অশ্লীলতা। কেননা এটা নিশ্চিৎ যে সর্ব শক্তিমান ঈশ্বরের বাণীতে এসব বিয়য় থাকা অসম্ভব ব্যাপার।

ইতিহাসে বাইবেল

খ্রীষ্টধর্মের পরিচয়ে বিস্তারিত উল্লেখ ছিল যে,খৃস্টধর্মের শুরু থেকে ৩১২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রোমের সম্রাটগণ খৃস্টানধর্মকে রাষ্ট্র বিরোধী বলে গণ্য করতেন এবং খৃস্টানদের উপর অত্যাচার করতেন।

৩১৩ খৃস্টাব্দে কন্সটান্টাইন 'মিলান ঘোষণা' (Edict of Milan) এর মাধ্যমে খৃস্টধর্মকে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

এতদিন খৃস্টধর্ম একটি 'গোপন' ধর্ম বলে গণ্য ছিল। এখন খৃস্টানগণ প্রকাশ্যে ধর্মমত প্রকাশ ও পালন করতে শুরু করেন। এখন তাদের মধ্যকার এতদিনের বিরোধিতাগুলি প্রকাশ পায়। বিশেষত, একত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, যীশুর ঈশ্বরত্ব, বাইবেলের গ্রন্থ বা যীশুর সুসমাচার হিসাবে প্রচারিত বিভিন্ন গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মধ্যকার মতভেদ প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তখন পৌত্তলিক সম্রাট কন্সটান্টাইনের নির্দেশে ও তার

ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে খৃস্টান ধর্মগুরুগণ ৩২৫ সালে নিসিয়া সম্মেলন সমবেত হন। ৩৩৭ খৃস্টাব্দে মৃত্যুর কিছু পূর্বে সম্রাট কন্সট্যান্টাইন খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন।

- ৩২৫ খৃস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পৌত্তলিক সম্রাট কন্সটান্টাইনের[20] (রাজত্ব: ৩২৩-৩৩৭ খৃ) সময়ে নিকীয়া (Nicaea) শহরে খৃস্টান বিশপ-যাজকদের প্রথম সাধারণ মহা-সম্মেলন (ecumenical council) অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল–

'বাইবেলের সন্দেহভাজন গ্রন্থাবলি বা বাইবেল নামে প্রচলিত "জাল" পুস্তকগুলি সম্পর্কে পরামর্শ, মতবিনিময়, গবেষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।' সম্মেলনে উপস্থিত (তিনশতাধিক) বিশপ ও মহাযাজকগণ এ সকল গ্রন্থের বিষয়ে গবেষণা, আলোচনা ও বিশ্লেষণের পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, 'যুডিথের পুস্তক' (The Book of Judith) বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর নিজের ১৪টি গ্রন্থ জাল বা সন্দেহজনক (Apocrypha) বলে বিবেচিত হবে, যেগুলিকে বাইবেলের পুস্তক বা ঐশী পুস্তক বলে কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করা যাবে না। এ জাল বা সন্দেহজনক পুস্তকগুলি নিম্নরূপ:

1. ইস্টেরের বিবরণ (The Book of Esther)
2. যাকোবের পত্র (The Letter of Jame)
3. পিতরের দ্বিতীয় পত্র (The Second Epistle General of Peter)
4. যোহনের দ্বিতীয় পত্র (The Second Epistle General of John)
5. যোহনের তৃতীয় পত্র (The Third Epistle of John)
6. যিহূদার পত্র (The General Epistle of Jude)
7. ইব্রীয়দের প্রতি পত্র (The Letter of Paul to the Hebrews)

---

[20] Constantine the Great) ২৮৮ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৩১২ খৃস্টাব্দে রোমের একচ্ছত্র শাসকে পরিণত হন।

8. উইসডম বা জ্ঞান পুস্তক (The Book of Wisdom/Wisdom of Solomon)

9. তোবিয়াসের পুস্তক (The Book of Tobias/Tobit)

10. বারুখের পুস্তক (The Book of Baruch)

11. যাজকগণ বা Ecclesiasticus (The Wisdom of Jesus the Son of Sirach)

12. মাকাবিজের প্রথম পুস্তক (The First Book of Maccabees)

13. মাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক (The Second Book of Maccabees)

14. যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য (The Revelation of St. John The Divine)

বিষয়টি'যুডিথের পুস্তক' (The Book of Judith)-এর ভূমিকায় সেন্ট জীরোম (St.Jerome: ৩৪২-৪২০ খৃ)-এর বক্তব্য থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিষয়টি জানা যায়।

- এর মাত্র ৩৯ বৎসর পরে ৩৬৪ খৃস্টাব্দে লোডেসিয়ায় আরেকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ধর্মগুরুগণ উপর্যুক্ত ১৪টি 'জাল' পুস্তকের মধ্যে প্রথম ৭টিকে (১-৭ নং) বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যেগুলিকে নিকীয় মহাসম্মেলনে 'জাল' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এগুলি জাল নয়, বরং বিশুদ্ধ। অবশিষ্ট ৭টি পুস্তককে (৮-১৪ নং) এ সম্মেলনেও জাল ও বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। তারা এ সিদ্ধান্ত একটি সাধারণ পত্রের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপন করেন।
- এর ৩৩ বৎসর পর ৩৯৭ খৃস্টাব্দে আরেকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন 'কার্থেজ' সম্মেলন নামে পরিচিত। উপরের উভয় সম্মেলনে যে ৭টি পুস্তককে (৮-১৪ নং) জাল ও সন্দেহজনক বলে গণ্য করা হয় এ সম্মেলনে উপস্থিত ধর্মগুরুগণ সেগুলিকেও আইনসম্মত ও গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেন।

এভাবে উপরের ১৪টি জাল পুস্তকের সবগুলিকেই তারা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ঐশ্বরিক গ্রন্থ এবং খৃস্টানদের জন্য অবশ্য মান্য ও পালনীয় বলে ঘোষণা করেন।

এভাবে এ ১৪টি পুস্তক সহ মোট ৭৩টি গ্রন্থ "পবিত্র বাইবেলের" অবিচ্ছেদ্য অংশ, ঐশ্বরিক ও অবশ্য পালনীয় ও অবশ্য মান্য ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয় সুদীর্ঘ প্রায় ১২০০ বৎসর যাবত।[21]

- এরপর খৃস্টীয় ১৬শ শতকের মাঝামাঝি প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তারা নিম্নের গ্রন্থগুলিকে বাতিল বলে প্রত্যাখ্যান করেন:

1. বারুখের পুস্তক (The Book of Baruch
2. তোবিয়াসের পুস্তক (The Book of Tobias)
3. যুডিথের পুস্তক (The Book of Judith)
4. উইসডম বা জ্ঞান পুস্তক (The Book of Wisdom)
5.যাজকগণ বা Ecclesiasticus (The Wisdom of Jesus the Son of Sirach)
6. মাকাবিজের প্রথম পুস্তক (The First Book of Maccabees)
7. মাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক (The Second Book of Maccabees)

তারা বলেন যে, এই গ্রন্থগুলি জাল, অগ্রহণযোগ্য এবং বাতিল। এগুলিকে কোনোভাবেই বাইবেলের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। এছাড়া তারা 'ইস্টেরের বিবরণ' (The Book of Esther)-এর কিছু অংশ বাতিল বলে গণ্য করেন এবং কিছু অংশ গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থে ১৬টি অধ্যায় ছিল। তারা বলেন যে, প্রথম ৯ টি অধ্যায় এবং

[21] কেউ এগুলির একটি শব্দ বা বাক্য সম্পর্কে সন্দেহ করলে বা এর কোনো অর্থে বিপরীত কথা সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান বা ভূগোলের নামে বললে তাকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হতো বা অনুরূপ কঠিন শাস্তি প্রদান করা হতো।

দশম অধ্যায়ের তিনটি শ্লোক সঠিক বলে স্বীকৃত। দশম অধ্যায়ের অবশিষ্ট ১০ শ্লোক ও বাকী ৬টি অধ্যায় বাতিল হিসেবে প্রত্যাখ্যাত। উপরের গ্রন্থগুলি বাতিল ও বানোয়াট বলে গণ্য করার ক্ষেত্রে তারা ৬ প্রকারের যুক্তি পেশ করেন:

1. এই গ্রন্থগুলি মূলত হিব্রু, ক্যালিডিয় ইত্যাদি ভাষায় লেখা ছিল। সেসব ভাষায় লিখিত এ সকল গ্রন্থের মূল উৎসগুলি হারিয়ে গিয়েছে।

2. ইয়াহুদীগণ এ সকল গ্রন্থকে ঐশী বা ঐশ্বরিক বলে মানেন না।

3. সকল খৃস্টান গ্রন্থগুলি মেনে নেন নি।

4. জীরোম (St. Jerome) বলেছেন যে, ধর্মের বিধিবিধান বর্ণনা ও প্রমাণ করার জন্য এই গ্রন্থগুলি যথেষ্ট নয়। 5.

ক্লাউস বলেছেন যে, এ গ্রন্থগুলি সর্বত্র পঠিত হয় না।

6. ৩য়-৪র্থ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খৃস্টান বিশপ ও ঐতিহাসিক ইউসেবিয়াস (Eusebius Pamphilus) তার Ecclesiastical History গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই গ্রন্থগুলি, বিশেষ করে মাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছে।

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয়, নিজেদেরই নিজেদের ধর্মের পূর্ববর্তী প্রজন্মদের অধার্মিকতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে ইতিহাসে বারবার। তারা নিজেরাই স্বীকার করছে যে, যে সকল গ্রন্থের মূল উৎস হারিয়ে গিয়েছে এবং শুধু অনুবাদগুলি রয়েছে, যেগুলিকে ইয়াহুদীগণ তাদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মানেন না, যেগুলির ঐশ্বরিক বা প্রেরণালব্ধ হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই এবং এ সকল কারণে যে সকল পুস্তককে প্রথম প্রজন্মের খৃস্টানগণ জাল বা সন্দেহজনক বলে ঘোষণা করেছেন, সেগুলিকেই আবার পরবর্তী প্রজন্মের খৃস্টানগণ ঐশী বা আসমানী গ্রন্থ হিসেবে অবশ্য মান্য ও অবশ্য পালনীয় বলে ঘোষণা করেছেন।

যে পুস্তককে পূর্ববর্তীরা জাল বলেছেন তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে পরবর্তীদের সিদ্ধান্তের কীই বা মূল্য থাকতে পারে? বরং এ সকল সম্মেলনের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে, বাইবেলের ধর্মগ্রন্থগুলির অশুদ্ধতা ও অনির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে বিরুদ্ধবাদিদের মতামতই সঠিক।

সন্দেহজনক পুস্তক

ক্যাথলিকগণ কার্থেজ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে এখন পর্যন্ত যে গ্রন্থগুলিকে ঐশী ও ঐশ্বরিক হিসেবে মেনে থাকেন; সেগুলির মধ্যে পুরাতন নিয়মের ও নতুন নিয়মের জাল বা সন্দেহজনক পুস্তকগুলি রয়েছে।

মুসা আলাইহিস সালাম, ইব্রা, যিশাইয়, যিরমিয়, হবক্কুক, সুলাইমান আলাইহিস সালাম প্রমুখ নবীর নামে অনেক পুস্তক পুরাতন নিয়মের অংশ হিসেবে লিখিত ও প্রচলিত হয়েছে যেগুলিকে ইয়াহুদী ও খৃস্টানগণ এ সকল নবীর লেখা পুস্তক বলে স্বীকার করেন না; কারণ এগুলির কোনো অবিচ্ছিন্ন সনদ নেই এবং কোনোভাবে প্রমাণিত হয় নি যে, এগুলি এ সকল নবীর লেখা। ইয়াহুদী-খৃস্টানগণই এগুলিকে জাল (Pseudepigrapha) বলে গণ্য করেন।

নতুন নিয়মের উপর্যুক্ত ২৭টি গ্রন্থ ছাড়াও ৭০টির অধিক গ্রন্থ খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, যেগুলি যীশু, মেরি, শিষ্যগণ বা তাদের শিষ্যদের নামে প্রচারিত ও প্রচলিত ছিল। আজকাল সকল খৃস্টান সম্প্রদায় একমত যে, এগুলি সবই বানোয়াট ও জাল (Pseudepigrapha/ Apocrypha)|

পাঠক দেখেছেন যে, 'সন্দেহজনক' (Apocrypha) গ্রন্থগুলি ক্যাথলিকদের নিকট অবশ্য মান্য ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু ইয়াহুদী ও প্রটেস্টান্টদের নিকট অবশ্য পরিত্যাজ্য জালগ্রন্থ।ন

অবস্থা যখন এরূপ তখন কোনো একটি গ্রন্থকে কোনো একজন নবী বা শিষ্যের নামে প্রচার করলেই আমরা গ্রন্থটিকে সেই নবী বা শিষ্যের লেখা বা সংকলিত গ্রন্থ বলে মেনে নিতে পারি না। শুধু এইরূপ দাবির ভিত্তিতে কোনো গ্রন্থকে ঐশী বা ঐশ্বরিক

বলে স্বীকার করা যায় না। এজন্য গ্রন্থকার আল্লামা শাইখ রাহমাতুল্লাহ কিরানবী খৃস্টান সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের নিকট বারংবার দাবি করেছেন যে, বাইবেলের যে কোনো একটি গ্রন্থের অবিচ্ছিন্ন সনদ বা সূত্র[22] পেশ করুন। তারা সূত্র উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পাদরিগণের কেউ কেউ একথা বলে ওজরখাহি পেশ করেন যে, এ সকল গ্রন্থের সূত্র বা সনদ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। খৃস্টধর্মের শুরু থেকে **৩১৩** বৎসর পর্যন্ত আমাদের উপর যে জুলুম-অত্যাচার হয়েছিল তার ফলে এই গ্রন্থগুলির সনদ বা সূত্র পরম্পরার বিবরণ আমাদের নিকট থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

এভাবে প্রমাণিত যে, খৃস্টান পণ্ডিতগণ তাদের ধর্মীয় পুস্তকগুলির সনদ বা উৎস ও সূত্র বিষয়ে যা কিছু বলেন সবই ধারণা ও অনুমান মাত্র। এ ছাড়া তাদের কোনো প্রকার সূত্র (chain of authorities) নেই। এভাবে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, তাদের গ্রন্থগুলির কোনো অবিচ্ছিন্ন সনদ তাদের নেই।

পুরাতন নিয়ম

পুরাতন নিয়মের প্রচলিত গ্রন্থগুলো ছাড়াও আরো অনেক পুস্তক রয়েছে, যেগুলো প্রাচীনকাল থেকে ইহুদি সমাজে এবং প্রথম শতাব্দীগুলোর খ্রিষ্টান সমাজে আসমানী গ্রন্থ বা ধর্মগ্রন্থ হিসেবে প্রচলিত থাকলেও পরবর্তী যুগের ইহুদি-খ্রিষ্টান পন্ডিত ও ধর্মগুরুরা সেগুলোকে 'বিশুদ্ধ' বা 'আইনসিদ্ধ' (canonical) বলে গ্রহণ করেননি। এগুলোকে তারা এপক্রিপা (Apocrypha) অর্থাৎ সন্দেহজনক, অনির্ভরযোগ্য, লুকানো বা জাল পুস্তক বলে গণ্য করেন। তবে তাদের স্বীকৃত কোনো কোনো পুস্তকে এ সকল

[22] *অর্থাৎ ভাববাদী থেকে গ্রন্থটি কে বা কারা লিখিত পাণ্ডুলিপি ও মৌখিক শ্রুতির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাদের থেকে গ্রন্থটি কে বা কারা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তার স্পষ্ট বর্ণনা থাকবে এবং সূত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সুপরিচিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রসিদ্ধ হবেন, যাদের বুদ্ধি, বিশ্বস্ততা, সততা ও ধার্মিকতা হবে প্রশ্নাতীত।*

জাল পুস্তকের উদ্ধৃতি বিদ্যমান। এছাড়া স্বীকৃত বাইবেলের অনেক প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মধ্যেও এ সকল সন্দেহজনক বা জাল পুস্তক বিদ্যমান।[23]

নতুন নিয়ম

প্রচলিত ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট নতুন নিয়মের মধ্যে ২৭টা পুস্তক থাকলেও বর্তমানে বিদ্যমান প্রাচীন ও আধুনিক নতুন নিয়ম বা চার্চ স্বীকৃত নতুন নিয়ম (New Testament canon)-এর মধ্যে ৪০টা পুস্তক বিদ্যমান। এ ছাড়া আরো শতাধিক ইঞ্জিল, পত্র ও পুস্তক প্রথম শতাব্দীগুলোর খ্রিষ্টানদের মধ্যে 'ইঞ্জিল শরীফ' ও 'নতুন নিয়মের আসমানি পুস্তক' হিসেবে প্রচলিত ছিল। তবে সেগুলো কোনো চার্চ স্বীকৃত 'নতুন নিয়মের' মধ্যে স্থান পায়নি। এগুলোকে নতুন নিয়মের গোপন, সন্দেহজনক বা জালপুস্তক (New Testament Apocrypha) অথবা সন্দেহজনক বা গোপন নতুন নিয়ম (Apocryphal New Testament) বলা হয়।

এনকাটার সন্দেহজনক নতুন নিয়ম (Apocryphal New Testament) প্রবন্ধে বলা হয়েছে: Apocryphal New Testament... title that refers to more than 100 books written by Christian authors between the 2nd and 4th centuries. "সন্দেহজনক নতুন নিয়ম.. বলতে এক শতেরও অধিক পুস্তক বুঝানো হয় যেগুলো খ্রিষ্টান লেখকরা ২য় থেকে ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে লেখেছিলেন।"[24]নিম্নের

---

[23] *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা: biblical literature; উইকিপিডিয়া: Jewish apocrypha, Biblical apocrypha, Pseudepigrapha, The Lost Books of the Bible and the Forgotten Books*

of Eden, Non-canonical books referenced in the Bible. আরো দেখুন: The Forgotten Books of Eden, by Rutherford H. Platt, Jr., [1926], full text e text at sacred-texts.com.

[24] *উইকপিডিয়ার The New Testament Apocrypha The Lost Books of the Bible and the Forgotten Books of Eden প্রবন্ধ থেকে।http://www.biblestudytools.com/Apocrypha/ ওয়েবসাইট এবং http://www.interfaith.org/christianity/ Apocrypha/*

ওয়েবসাইটে নতুন নিয়মের দেড় শতাধিক বইয়ের তালিকা প্রদান করা আছে, চাইলে সেখান ভিজিট করে সম্পূর্ণ লিস্ট দেখতে পারি।

ঈশ্বরের এতগুলো কালাম কে কেন সন্দেহভাজন ধরা হলো? লুকানো হলো? ঈশ্বরের বাণীকে মানুষ কেন আইনসিদ্ধ বলে গ্রহণ করেনি?!

ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা মানুষের বিচার করবেন নাকি মানুষ তার 'বাণী সঠিক নাকি জাল' তার বিচার করবে?!

সেই বাইবেল গুলো যদি মানুষের বিচারে 'অগ্রহণযোগ্য, জাল বা ঈশ্বরের বাণী নয়' বলে ধরা হয় তাহলে আজকের প্রচলিত বাইবেলগুলোযে সম্পূর্ণই গ্রহণযোগ্য বা ঈশ্বরের বাণী তার প্রমাণ কি?

প্রচলিত পুস্তিকাসমূহের নামসমূহ

প্রথমেই উল্লেখ্য,Old testament প্রথম এই পাঁচটি গ্রন্থকে খৃস্টানরা একত্রে 'তাওরাহ' (Torah or Pentateuch) নামে অভিহিত করেন।

Old testament এ psalms (গিতসংহিতা) কে মুসলমানদের নিকট খৃষ্টানরা 'যবুর' বলে প্রচার করেন।

New testament এর প্রথম 8 টিকে তারা ইঞ্জিল বলে মনে করেন।

হাজারো মতানৈক্যের পর কিভাবে সকলের দাবী উপেক্ষা করে কিছু মানুষের মতামতের ভিত্তিতে বিশ্বাস করা যায় যে, একই সময়ের লিখিত গ্রন্থগুলোর মাঝে যুক্তিগত কারণ ছাড়া কিছু গ্রন্থকে ধরা হবে আল্লাহর বাণী আর কিছু হয়ে যাবে জাল ও বাতিল!

এটি নিছক দাবী আর ধারণা, কারণ এর সপক্ষে দাবীদাদের যুক্তিপর্ণ কোন প্রমাণ নেই।

পুরাতন নিয়মের প্রচলিত পুস্তকসংখ্যা

□ক্যাথলিকদের মতে old testement বা পুরাতন নিয়মের পুস্তক সংখ্যা- ৪৬ টি।

□ অর্থোডক্সদের মতে পুরাতন নিয়মের পুস্তক সংখ্যা- ৫১টি।

□ প্রটেস্ট্যান্টদেরমতে- ৩৯ টি।তারা ক্যাথলিক পুরাতন নিয়মের ৭টি পুস্তককে সন্দেহভাজন বা 'জাল' বলে গণ্য করেছেন। প্রায় ১৬০০ বছর যে ৭টি গ্রন্থ পবিত্র বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত আসমানি বা ঐশ্বরিক পুস্তক হিসেবে গণ্য ছিল। তা প্রোটেস্ট্যান্টরা সপ্তদশ শতাব্দীতে বাদ দিয়ে তাদের বাইবেল মুদ্রণ করল!!

খ্রিস্টান ভাইদের কাছে বিনীত প্রশ্ন;

গ্রন্থগুলো কি ঈশ্বরের কিতাব নাকি পরিত্যাজ্য?

ক্যাথলিক পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. তৌরাত বা পঞ্চপুস্তক (The Pentateuch/Torah): প্রথম ৫ পুস্তক - Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy.

২.ঐতিহাসিক পুস্তকসমূহ (The Historical Books): পরবর্তী ১৬টা পুস্তক-

Joshua, Judges. Ruth. 1St Samuel

2nd Samuel. 1st Kings, 2nd Kings,

1st Chronicles, 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Tobit, Judith, Esther, 1st Maccabees, 2nd Maccabees.

৩.প্রজ্ঞাপুস্তকসমূহ (The Wisdom Books): পরবর্তী ৭টা পুস্তক- Job, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Song, Wisdom of

Solomon, Sirach

৪. নবীগণের পুস্তকসমূহ (The Prophetical Books): সর্বশেষ ১৮টা পুস্তক-

Psalms, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Baruch, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi-

কিছুটা সংক্ষেপে পুষ্টিকাগুলোর বিবরণ:

1. Genesis/আদি পুস্তক- আদি শব্দের অর্থ উৎপত্তি।
2. যাত্রা পুস্তক- হিব্রু ভাষায় 'এক্সোডাস' শব্দের অর্থ নির্গমন। এখানে মূসার ১০ আজ্ঞার একটি তালিকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

3.লেবীয় পুস্তক- এই পুস্তকে প্রাচীন ইস্রায়েল জাতি ও যাজকদের জন্য উপাসনা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের রীতি-নীতি ও বিধি-ব্যবস্থা ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

4.গণনা পুস্তক- সীনয় পর্বত হইতে পুনরায় যাত্রা শুরু করিয়া ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দেশের পূর্ব সীমান্তে পৌছাইবার মাঝখানে ইস্রায়েল জাতির জীবনে সুদীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল। এই পুস্তকে ইস্রায়েল জাতির জীবনের এই চল্লিশ বৎসরের বিচিত্র কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

5.দ্বিতীয় বিবরণ।

6.যিহোশূয়- মোশির উত্তরাধিকারী যিহোশূয়ের নেতৃত্বে কানান দেশে ইস্রায়েল জাতির অধিকার স্থাপনের কাহিনী যিহোশূয়ের পুস্তকের মূলকথা।

7.বিচারকর্তৃগণ- ইস্রায়েল জাতির কানান দেশ অধিকার ও কানানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী যুগে ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসে আইন-শৃঙ্খলাহীন বহু কাহিনীর সমন্বয়ে বিচারকর্তৃগণের বিবরণ রচিত হইয়াছে।

8.রূতের বিবরণ- ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসে বিচারকর্তৃগণের যুগে যে বিশৃক্ষলা সৃষ্টি হয়েছিল তখন, রূতের কাহিনী আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

9.১ম শমূয়েল- বিচারকর্তৃগণের যুগ হইতে রাজতন্ত্রের যুগে ইস্রায়েল জাতির উত্তরণের কাহিনী শমূয়েলের প্রথম পুস্তকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

10.২য় শমূয়েল- এই অংশে রাজা দায়ূদের আমলের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে।

11.১ম রাজাবলি- ইস্রায়েল জাতির মধ্যে রাজতন্ত্রের গোড়াপত্তনের যে ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, রাজাবলির প্রথম পুস্তকে সেই ইতিহাসেরই ধারা অগ্রসর হইয়াছে।

12.২য় রাজাবলি- প্রথম রাজাবলির ইতিহাস যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহার পরবর্তী সময়ের ইতিহাস দ্বিতীয় রাজাবলিতে বর্ণিত হইয়াছে।

13.১ম বংশাবলি- বংশাবলির পুস্তক দুইটিতে শমূয়েলের প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক এবং রাজাবলির প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ সমস্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে।

14.২য় বংশাবলি- প্রথমবংশাবলির যেখানে শেষ সেখানে দ্বিতীয় বংশাবলির শুরু।

15.ঈশ্রা- এই পুস্তকে আমরা বাবিলে নির্বাসিত যিহুদীদের প্রত্যাবর্তন ও পুনঃবাসন এবং যিরূশালেমে তাহাদের ধর্মীয় জীবন-যাপনের বর্ণনা দেখিতে পাই।

16.ইহিমিয়

17.ইষ্টের- যিহুদীকন্যা ইষ্টেরকে কেন্দ্র করিয়া এই কাহিনী রচিত হইয়াছে।

18.ইয়োব- ইয়োব নামে একজন সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি কীভাবে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়া জর্জরিত হইয়াছিলেন, ইয়োবের পুস্তকে তাহারই মর্মান্তিক কাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে।

19.গীতসংহিতা- দীর্ঘকাল ধরিয়া বিভিন্ন গীতিকারের রচিত এই ঈশ্বরের গুণগান, উপাসনা-সঙ্গীত, সাহায্য, রক্ষা, ক্ষমার আবেদন, ও প্রার্থনা সঙ্গীতগুলি সংগৃহীত হয় এবং ইস্রায়েল জাতি তাহাদের উপাসনায় এই সঙ্গীতগুলি ব্যববহার করিতে থাকে। পরিশেষে এই সংকলনটি শাস্ত্র হিসাবে গৃহীত হয়।

20.হিতোপদেশ- এই পুস্তকে উপদেশ, প্রবাদ ও আপ্তবাক্যের আকার বা শৈলীতে নীতিশিক্ষা ও ধর্মীয় উপদেশের একটি সংকলন।

21.উপদেশক- উপদেশকের পুস্তকটি 'দার্শনিক' দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট।

22.পরমগীত- পরমগীত একটি প্রেম-গাথা। এই কবিতাগুলির অধিকাংশ গানই নিবেদিত হইয়াছে প্রেমিকের উদ্দেশ্যে প্রেমিকার অথবা প্রেমিকার উদ্দেশ্যে প্রেমিকের অকুণ্ঠ প্রেম। কোন কোন অনুবাদে পুস্তকটিকে 'শোলমনের গীত' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

23.যিশাইয়- খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে যিরূশালেমে যিশাইয় নামে এক মহান ভাববাদী বাস করিতেন। এই পুস্তকটি তাহারই নামে।

24.যিরমিয়- খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের শেষভাগে এবং ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগই ছিল ভাববাদী যিরমিয়ের জীবনকাল। তাহার দীর্ঘ পরিচর্যা-কার্যেও জীবনে অলীক প্রতিমাপূজা এবং পাপের জন্য জাতির জীবনে অকস্মাৎ নামিয়া আসিবে বলিয়া ঈশ্বরের প্রজাদের তিনি সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

25.বিলাপ- বিলাপ একটি কাব্যগ্রন্থ, পাঁচটি কবিতার সঙ্কলন।

26.যিহিস্কেল- ভাববাদী যিহিস্কেল বাবিলে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। যিরূশালেমের পতনের পূর্বেই তাহার নির্বাসন হয় এবং খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে যিরূশালেমের পতনের পরবর্তীকালেও সেখানে তাহাকে নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। বাবিলে নিবাসিত জনগণ ও যিরূশালেম-নিবাসীর উদ্দেশ্যে তাহার এই সমাচার উচ্চারিত হইয়াছিল। যিহিস্কেল ছিলেন অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী।

27.দানিয়েল- যিহূদীরা যখন একজন বিধর্মী রাজার নিদারুন অত্যাচারে ভীষণভাবে নিপীড়িত হইতেছিল দানিয়েলের পুস্তকটি সেই সময়ে লেখা।

28.হোশেয়- খ্রিস্টপূর্ব ৭২১ অব্দে শমরিয়ার পূর্বে ভাববাদী আমোসের পরবর্তীকালে দেশে যখন সমস্যা ও অনাচারে জর্জরিত তখন ভাববাদী হোশেয় ইস্রায়েল রাজ্যের উত্তর অংশে প্রচারকার্য করিয়াছিলেন।

29.যোয়েল- ভাববাদী যোয়েল সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায় এবং তাহার জীবনকাল সম্বন্ধেও স্পষ্টভাবে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতকে পারস্য সাম্রাজ্যের সমসাময়িককালে তাহার পুস্তকখানি রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। প্যালেষ্টাইনে মারাত্মক খরা ও পঙ্গপালের সাংঘাতিক আক্রমণের ঘটনার কথা তিনি বর্ণনা করেছেন।

30.আমোষ- আমোষ ছিলেন এমন একজন ভাববাদী, যাহার বাণী সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যদিও তিনি যিহুদার একটি শহর থেকে আসিয়াছিলেন এবং ইস্রায়েল রাজ্যের উত্তর অংশের লোকদের নিকটে খ্রিস্টপূর্ব প্রায় অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি তাহার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন।

31.ওবদিয়- খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে যিরুশালেমের পতনে পর দেশে যখন অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সময় যিহূদার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত পুরাতন শত্রু ইদোম যিরুশালেমের পতনে শুধু উল্লসিতই হয় নাই উপরন্ত যিহূদার বিপর্যয়ে সেই দেশে

লুটতরাজের সুযোগ লইয়াছিল এবং আক্রমণকারীকে সাহায্য করিয়াছিল। এই অস্থিরতার যুগেই কোন এক সময়ে ছোট্ট এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়।

32.যোনা- বাইবেলে অন্যান্য ভাববাণীমূলক পুস্তকগুলির চেয়ে ভাববাদী যোনা সম্পর্কিত পুস্তকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। পুস্তকটি আখ্যানমূলক। যোনা সদাপ্রভু ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করিয়া তাহার অবাধ্য হইয়া তাহার হাত এড়াইয়া পালাইবার চেষ্টায় যে অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন এবং যে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, পুস্তকখানিতে সেই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

33.মীখা- ভাববাদী মীখা ছিলেন ভাববাদী যিশাইয়ের সমকালীন। তাকে নিয়ে লিখিত এটি।

34.নহুম- মূল ভাষায় ভাববাদী নহুমের পুস্তকটি একটি সম্পূর্ণ কবিতা।

35.হবককূক- খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের প্রায় শেষভাগে বাবিল-রাজ যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, সেই সময় ভাববাদী হবককূক যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

36.সফনিয়- খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে ভাববাদী সফনিয় তাহার প্রচার কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৬২১ অব্দে রাজা যোশিয়ের ধর্মসংস্কারের পূর্বের দশকে। পুস্তকটি অত্যন্ত সুপরিচিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিষয়বস্তু লইয়া রচিত। সদাপ্রভু ব্যতীত নানা দেবতাদের উপাসনা করিবার অপরাধে যিহূদাকে যখন দণ্ডদান করা হইবে তখন সেই শেষ বিচারের দিন সমূহ সর্বনাশের দিন আসিবে। এখানে তাহারই সাবধানবাণী দেওয়া হইয়াছে।

37.হগয়- ভাববাদী হগয়ের পুস্তক হইল সংক্ষিপ্ত বার্তার সঙ্কলন যা খ্রিস্টপূর্ব ৫২০ অব্দে ভাববাদী হগয়ের মাধ্যমে ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সখরিয়-ভাববাদী সখরিয়ের পুস্তকে দুইটি সুস্পষ্ট ভাগ আছে, যিরুশালেমের পুনরুদ্ধার, মন্দির পুনর্নির্মাণ, ঈশ্বরের প্রজাদের সংশোধন এবং মশীহের যুগের আগমনিবার্তা। (২) ৯-১৪

অধ্যায়ে আছে প্রত্যাশিত মশীহের সম্পর্কে এবং শেষ বিচার সম্পর্কে পরবর্তীকালের কতকগুলি বার্তার সঙ্কলক।

38. সখরীও

39.মালাখি- খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে যিরুশারেমের মন্দির পুনর্গঠনের পর কোন এক সময়ে ভাববাদী মালাখির পুস্তক রচিত হয়।

নতুন নিয়মের ২৭টি অধ্যায়ের মধ্যে সুসমাচার অধ্যায় চারটি- মথি, মার্ক, লুক, যোহন। ঐতিহাসিক অধ্যায় একটি, প্রেরিতদের কার্য-বিবরণী একটি, ২১টি পত্র, এর ভেতর ১৩টিই সাধু সেন্টপলের স্বহস্তে লিখিত পত্র, একটি ইব্রীয়, একটি পত্রের লেখক যকোব, দুটি পত্রের লেখক পিতর, তিনটি পত্রের লেখক যোহন এবং একটি লিখেছেন যিহুদা।

এ পর্যায়ে নতুন নিয়মের গ্রন্থগুলির পরিচিতি তুলে ধরা হলো। এগুলোর পরিচিতিও 'কেরীর বাইবেল' থেকে নেয়া হয়েছে। তাই খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বহু বর্ণনা ও ভাষার সাধুরীতি অক্ষুণ্ন রয়েছে।

নতুন নিয়মের গ্রন্থগুলি যেমন-

- মথি- সাধু মথির লিখিত সুসমাচার
- মার্ক- সাধু মার্কের লিখিত সুসমাচার,
- লুক- সাধু লুকের লিখিত সুসমাচার
- যোহন- সাধু যোহন লিখিত সুসমাচার
- প্রেরিতদের কার্য- প্রেরিতদের কার্য-
- রোমীয়- রোমীয় ভক্তমন্ডলীর নিকটে পৌলের এই পত্রটির রচনাকাল সম্ভবত ৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দ।

- ১ ম করিন্থীয়- করিন্থীয়ের খ্রিস্টীয় মন্ডলীর নিকটে পৌলের লিখিত প্রথম পত্রটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

- ২য় করিন্থীয়- করিন্থীয় মন্ডলীর খ্রিস্টভক্তদের নিকটে পৌল এই দ্বিতীয় পত্রটি লিখিয়াছেন এমন এক দুঃসময়ে, যখন তথাকার খ্রিস্টভক্তদের সহিত ভুল বুঝাবুঝির ফলে তাহার ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিকে সমস্যা দেখা দিয়াছিল। মন্ডলীর কিছু সদস্য সাক্ষ্য-প্রমাণসহ পৌলের বিরোধিতা করিয়াছিল। কিন্তু পৌল গভীর আগ্রহে তাহাদের সহিত পুনর্মিলিত হইতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহার পুনর্মিলনের ইচ্ছা হওয়ায় তিনি অসীম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।গালাতীয়- যীশু খ্রিস্টের সুসমাচার প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অযিহূদীরা সাগ্রহে সুসমাচারকে স্বাগত জানায় ও অকুণ্ঠভাবে যীশুকে গ্রহণ করে, কিন্তু তাহারই সহিত একটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়। প্রশ্নটি হইল, প্রকৃত খ্রিস্টীয়ান হইতে হইলে মোশির আইন-কানুন পালন করা উচিত না অনুচিত? পৌল যুক্তি দিয়া দেখাইয়াছে যে, ইহার বিশেষ প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে নেই, যীশু খ্রিস্টের উপর বিশ্বাসই জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি, যাহার দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হইতে পারে। এশিয়া মাইনরের রোম সাম্রাজ্যের অধীনে গালাতিয়া প্রদেশের খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর একদল লোক পৌলের বিরোধিতা করে দাবী করে যে, ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হইতে হইলে প্রত্যেককে মোশির আইন-কানুন অবশ্যই পালন করিতে হইবে। ইহার পর পৌল তার যুক্তি বিন্যাস করিয়া দেখাইয়াছেন যে, একমাত্র বিশ্বাস দ্বারাই মানুষ ঈশ্বরের সহিত পুনর্মিলিত হইতে পারে এবং তাহার প্রীতিভাজন হইতে পারে।

- ইফিষীয়- ইফিষীয় মণ্ডলীর নিকট পৌলের এই পত্র লিখিবার মূল উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্র সৃষ্টির পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা মণ্ডলীকে অবগত করা। "তাহার সেই হিতসঙ্কল্প অনুসারে যাহা তিনি কালের পূর্ণতার বিধান লক্ষ্য করিয়া তাহাতে পূর্বে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাহা এই, স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত ই খ্রিস্টেই সংগ্রহ করা যাইবে।" (১:১০)।

- ফিলিপীয়- ইউরোপের মাটিতে ফিলিপীয় মণ্ডলী পৌলের প্রতিষ্ঠিত প্রথম খ্রিস্টীয় মণ্ডলী।
- কলসীয়- কলসী শহরের খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর নিকটে পৌল এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।
- ১ম থিষলনীকীয়- রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মাকিদনিয়া প্রদেশের প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল থিষলনীকী নগর। এই বিবরণ পাইবার পর পৌল থিষলনীকীর শুশুমণ্ডণীকে সাহস এবং সুনিশ্চিত আশ্বাস দিবার জন্য তাহাদের নিকটে প্রথম এটি লিখেন।
- ২য় ঘিষলনীকীয়- যিশু খ্রিস্টের প্রত্যাশিত পুনরাগমন সম্বন্ধে থিষলনীকীর

খ্রিস্টীয় মণ্ডলীতে বিভ্রান্তি দেখা দেওয়ায় সেখানে বিক্ষোভ ও অশান্তি চলিতে থাকে। প্রভুর পুনরাগমনের দিন আসিয়া পড়িয়াছে- জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত এই বিশ্বাস সম্পর্কে থিষলনীকীয় মণ্ডলীর নিকটে প্রেরিত পৌলের ইহা দ্বিতীয় পত্র।

- ১ম তীমথিয়- তীমথিয় ছিলেন এশিয়া মাইনর-নিবাসী একজন খ্রিস্টভক্ত যুবক। তাহার মাতা ছিলেন যিহূদী এবং পিতা গ্রীক। পৌলের সুসমাচার প্রচার-কার্যে তীমথিয় ছিলেন তাহার সঙ্গী ও সাহায্যকারী। তীমথিয়ের নিকটে লিখিত প্রথম পত্র এটি।
- ২য় তীমথিয়- তীমথিয় ছিলেন পৌলের সহকর্মী ও সহকারী এবং তাহা অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট। সেই হিসাবে তিনি তাহার এই দ্বিতীয় পত্রে তীমথিয়কে ব্যক্তিগত উপদেশ ও পরামর্শ দিয়াছেন।
- ফিলীমন- ফিলীমন ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠাবান বিশিষ্ট খ্রিস্টীয়ান এবং কলসীয় মণ্ডলীর সভ্য। সেখানে সে পৌলের নিকটে শিক্ষা পাইয়া যীশু খ্রিস্টকে পরিত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করে।

- ইব্রীয়- ইব্রীয়দের প্রতি লিখিত এই পত্রটি একদল খ্রিস্টবিশ্বাসীদের নিকটে- যাহারা ক্রমবর্ধমান বাধা-বিপত্তি ও নিপীড়নের মুখে পড়িয়া প্রিস্টীয় বিশ্বাসে ত্যাগ করিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল তাহাদের নিকটে- লিখি হইয়াছিল।
- যাকোব- শিষ্য যাকোব এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন 'সারা পৃথিবীতে হুড়াইয়া থাকা' ঈশ্বরের ভক্ত প্রজাদের উদ্দেশ্যে। পত্রটি কিছু নীতি নির্দেশের সঙ্কলন।
- ১ম পিতর-এই পত্রটির লেখক প্রভু যীশু খ্রিস্টের অন্যতম শিষ্য পিতর।
- ২য় পিতর- শিষ্য পিত। এই দ্বিতীয় পত্রটি লিখিয়াছিলেন আরও বিস্তৃত এলাকার অধিবাসী প্রথম যুগের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসীদের নিকটে।

শিষ্য যোহনের লিখিত –

- ১ম যোহন
- ২য় যোহন
- ৩য় যোহন-
- যিহুদা- শিষ্য যিহূদার এই পত্রটি একদল ভন্ড গুরুর সম্বন্ধে খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের সাবধান করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল।
- প্রকাশিত বাক্য- শিষ্য যোহনের নিকটে প্রকাশিত বাক্য নামে পুস্তকটি খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনের এক রকম চরম দুর্দিনে রচিত হইয়াছিল।[25]

বস্তুত পুস্তিকাগুলো যিশু কিংবা তার শিষ্যদের রচনা নয়। যে জন্য বলা হয়ে গসপেল বা মতানুসারে।

অনেকগুলি পত্র কিছু সংখ্যক পাঠকের উদ্দেশ্যে লিখিত ছিল, বলা হয়েছে পত্র লেখকেরা তৎকালীন পত্র-লেখার মান অনুসরণ করেছিলেন। পত্রগুলো প্রায়ই লিখিত হয়েছে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে, প্রশ্নাবলী নিয়ে, সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানিয়ে। পত্রগুলো কোন

[25]আরও বিস্তারি জানতে ড: সত্যের দাওয়াত

ঈশ্বরতাত্ত্বিক রচনাবলী নয় (কেরীর বাইবেল)। মূলত বাইবেল অনেক লেখকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার একটি কাজ। এই কাজটি সম্পন্ন করতে ৩০জন লেখকের প্রচেষ্টায় প্রায় ১৫০০ বছরেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে (কেরীর বাইবেল) বাইবেলের মধ্যে ইতিহাস, আইন, ভাববাণী, কবিতা, জীবনী ও পত্রাবলির মত অনেক সাহিত্য পাওয়া যায়। লুক সুসমাচার ও প্রেরিতদের কার্যবিবরণী বইয়ের লেখক ছাড়া বাকি সকলেই জাতিতে ছিল হিব্রু। নতুন নিয়মের লেখকবৃন্দ তাদের লেখায় কিছু কিছু প্রাচীনতম দলিল থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছে। সেই সময়কার লেখকেরা লেখার জন্য নল-খাগড়ার কলম এবং কয়লা, আঠা ও তেল দিয়ে তৈরি কালি ব্যবহার করতেন। তারা হিব্রু ও আরামিক ভাষায় লেখার সময় ডান থেকে বাম দিকে লিখতেন এবং গ্রীক ভাষায় লেখার সময় লিখতেন বাম থেকে ডান দিকে।

তারা দাবী করে থাকে, মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসকারী জাতিগুলির সংগৃহিত নিজস্ব ব্যবস্থা বা আইন পুস্তক ছিল। এই সমস্ত ব্যবস্থা বা আইন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা তাদের রাজত্বকালে প্রণয়ন করেছিলেন। ইসরাইল জাতির আইন ব্যবস্থা ছিল অন্যান্যদের চেয়ে আরও উন্নত মানের, আরও সুদূরপ্রসারী। ঈশ্বরের প্রজারা ব্যক্তি তথা সমাজ জীবনে কীভাবে একসাথে থাকবে ও কাজ করবে এই উদ্দেশ্যে তিনি যে পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন, সেই পরিকল্পনা স্রষ্টার রচিত ব্যবস্থাস্বরূপ এই বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। যখন প্রভু যীশুকে ব্যবস্থার সারমর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি দুটি মূল পদের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিবরণ, (৬/৫)- তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত শক্তি ও তোমার সমস্ত চিত্ত দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে, এবং লেবীয় (১৯/১৮)- তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।বস্তুত বর্তমান বাইবেল বলেন আর ইঞ্জিল বলেন বা কিতাবুল মুকাদ্দাস বলেন কোনটাই আল্লাহর বা যীশুকে দেওয়া সেই আসমানি কিতাব তো নয়ই, তার সেই কিতাবের হুবহু কপিও নয়। তবে শত পরিবর্তনের পরও বেশ কিছু ভাল কথা বাইবেলে আছে সে গুলোও যদি তার অনুসারিরা পালন করত তবে তারা সফলতা অর্জন করত।

প্রথম প্রথম খ্রিস্টানগণ উপাসনার জন্য একত্রে মিলিত হতেন তখন ইহুদীদের ধর্ম অনুশীলনের মত পুরাতন নিয়ম পাঠ করতেন। তথাকথিত প্রেরিত শিষ্যদের মৃত্যু হেতু যীশু খ্রিস্টের জীবন ও শিক্ষার একটি লিখিত বিবরণ জরুরি হয়ে পড়ে, দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে নতুন নিয়মের ৪টি সুসমাচারকে পবিত্র শাস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এরপর তথাকথিত প্রেরিতদের কার্যবিবরণী এবং পৌলের তেরটি পত্র খ্রিস্টান সর্বসাধারণ কর্তৃক এবং মণ্ডলীতে সর্বজন স্বীকৃত শাস্ত্ররূপে ব্যবহারের জন্য গৃহীত হয় এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত মণ্ডলীর মহাসভায় গীর্জায় শাস্ত্ররূপে নতুন নিয়ম সর্বজন স্বীকৃত হওয়ার আগে থেকে পঠিত হয়ে আসছে।

বাইবেল বনাম তাওরাত ইঞ্জিল

খ্রিস্টিয়ান পণ্ডিতেরা নিজেদের কিতাব বা ইতিহাস থেকে বাইবেলের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত করতে ব্যার্থ হয়ে কুরআনের আয়াতের আংশিক বিকৃত করে তার দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, তাওরাত,ইঞ্জিলই বাইবেল, তারা বলেন -

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لهم البشرى في الحياةِ الدُّنْيا وفي الآخرة لا تبديل لكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْز
الْعَظِيمُ

আল্লাহ বলেন: "জেনে রাখ! আল্লাহ্র বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না; যারা ঈমান আনে ও তাওয়া অবলম্বন করো তাদের জন্য আছে সুসংবাদ দুনিয়া ও আখিরাতে, আল্লাহ্র বাক্যাবলির কোনো পরিবর্তন নেই; ওটাই মহাসাফল্যা (ইউনুস: ৬২-৬৪)।

এখানে আল্লাহ বলেছেন যে, আল্লাহর বন্ধুদের সুসংবাদ ও সাফল্যের বিষয়ে আল্লাহর বাক্য, বাণী বা বিধান কেউ পরিবর্তন করতে বা আল্লাহর বন্ধুদের ব্যর্থ করতে পারবে

না। খৃস্টান প্রচারকগণ সকল কথা বাদ দিয়ে (লা তাবদীলা লিকালিমাতিল্লাহ) 'আল্লাহর বাক্যবালির পরিবর্তন নেই' কথাটি দিয়ে দাবি করেন যে, যেহেতু তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি আল্লাহর কালাম, সেহেতু কেউ তা পরিবর্তন করতে পারবে না। অতএব প্রচলিত তাওরাত-ইঞ্জিল আদি ও অকৃত্রিমআল্লাহর কালাম।'

তাদের অপব্যাখ্যা বুঝতে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

এখানে আল্লাহর কালেমা বা বাক্যের কথা বলা হয়েছে, আল্লাহর কিতাবের কথা বলা হয় নি। আল্লাহ যে কথা বলেন তা আল্লাহর বাক্য বা কালেমা। আর আল্লাহর কালামের লিখিত রূপ 'কিতাব'। এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর বাক্য বা কথা পরিবর্তন হয় না; কারণ আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। কিন্তু আল্লাহর কালামের লিখিত গ্রন্থ বিকৃত হয় না তা কখনোই আল্লাহ বলেন নি। বরং তিনি বারংবার বলেছেন যে, ইয়াহুদী-খৃস্টানগণ আল্লাহর কালামের লিখিত রূপ পরিবর্তন করেছে, অনেক কালাম ভুলে গিয়েছে বা হারিয়ে ফেলেছে এবং অনেক জাল বই লিখে আল্লাহর নামে চালিয়েছে।

যুক্তির আলোকে আমরা বিশ্বাস করি সেই তাওরাত যা আল্লাহ সুব, প্রদান করেছিলেন নবী মুসা আ. কে এবং আমরা বিশ্বাস করি সেই ইঞ্জিল যা দেয়া হয়েছিলো হযরত ঈসা আ. কে।

তাওরাত-ইঞ্জিল বনাম বর্তমান তথাকথিত তাওরাত-ইঞ্জিল (বাইবেল) নয়।

তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনসহ নবীদের প্রতি নাযিলকৃত সকল কিতাব ওহী। সবই আল্লাহ তাআলার কালাম। তবে ধর্মীয় ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণে একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআনে কারীম ছাড়া অন্য সকল আসমানি কিতাব বিকৃতির শিকার হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী যে কোনোটিই তার মূল অবস্থায় বাকি থাকেনি। তাই আমাদের ভালোভাবে জেনে রাখা দরকার যে, আসমানি কিতাব তাওরাত বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলের পুরনো নিয়মের প্রথম পাঁচ পুস্তক (আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, গণনাপুস্তক, লেবীয় পুত্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ অথবা অন্য শব্দে পয়দায়েশ, হিজরত, লেবীয়, শুমারী

ও দ্বিতীয় বিবরণ) নয়; বরং তাওরাত হচ্ছে সেই কিতাব, যা ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে দান করেছেন্।

যবুর কিতাবও বাইবেলের পুরনো নিয়মের 'সামসঙ্গীত' বা 'গীতসংহিতা' নয়; বরং আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের উপর যে কিতাব নাজিল করেছেন তা হচ্ছে যবুর শরীফ।

তেমনি আসমানি কিতাব ইঞ্জিল বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলের নতুন নিয়ম কিংবা নতুন নিয়মের প্রথম চারটি কিতাব (মথি সুসমাচার, মার্ক সুসমাচার, লুক সুসমাচার ও যোহন সুসমাচার) নয়, বরং ইঞ্জিল সেই কিতাব, যা আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা ইবনে মহিয়ামকে ওহীর মাধ্যমে দান করেছেন এবং ঈসা আলাইহিস সালাম তা বনী ইসরাঈলের মাঝে প্রচার করেছেন।

মোটকথা, বাইবেলের পুরনো নিয়ম ও নতুন নিয়ম (প্রচলিত ইঞ্জিল শরীফ)-এর কোনো গ্রন্থই ওহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত গ্রন্থ নয়। এগুলো পরবর্তীদের রচনা। এমনকি রচনাগুলোর মূলকপিও খ্রিস্টানদের কাছে সংরক্ষিত নেই। এগুলোর রচয়িতা কে বা কারা, তাও নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। বাইবেলের গ্রন্থগুলোর রচয়িতাদের ব্যাপারে খ্রিস্টানদের যেসব আলোচনা তাদের ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্বের কিতাবাদিতে পাওয়া যায় তার সবটুকুই অনুমান ও ধারণাভিত্তিক-এ কথা খোদ খ্রিস্টান পণ্ডিত ও গবেষকগণও স্বীকার করেন। যা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রচলিত ইঞ্জিল শরীফের লেখকগণ কেউ ঈসা আলাইহিস সালামের হাওয়ারী ছিলেন না। তা ছাড়া এ গ্রন্থগুলো যাদের বলে দাবি করা হয় তাদের পর্যন্তও কোনো 'মুত্তাসিল সনদ' বা অবিচ্ছিন্ন-সূত্র খ্রিস্টানদের কাছে বিদ্যমান নেই।

The origin and growth of the English bibel এর ২০ নং পেজে আপনি লক্ষ্য করবেন যে 1881 সালের সংশোধিত সংস্করণের আগের সমস্ত বাইবেলের "সংস্করণ" প্রাচীন অনুলিপিগুলির উপর নির্ভরশীল ছিল - যেগুলি যীশুর মাত্র পাঁচ বা ছয় শত বছর পরে। RSV- এর সংশোধক (1952) প্রথম বাইবেল পণ্ডিত, যারা খ্রিস্টের তিন এবং

চার শতাব্দীর পরে "সবচেয়ে প্রাচীন অনুলিপি" সম্পূর্ণভাবে ট্যাপ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা সম্মত যে ডকুমেন্ট উৎসের যত কাছাকাছি সেটি তত বেশি প্রামাণিক। স্বাভাবিকভাবেই "অধিকাংশ" প্রাচীন বিশ্বাসযোগ্য। নিছক "প্রাচীন।"

সবচেয়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে যীশুকে স্বর্গে "উঠিয়ে নেয়া" বা "বয়ে নিয়ে যাওয়া" সম্পর্কে একটি শব্দও খুঁজে না পেয়ে খ্রিস্টান পণ্ডিতরা RSV(1952) থেকে সেই উল্লেখগুলিকে অপসারণ করেছিলেন। উপরের তথ্যগুলি খ্রিস্টধর্মের একটি বিস্ময়কর স্বীকারোক্তি যে ক্যানোনিকাল গসপেলের "অনুপ্রাণিত" লেখকরা যীশুর আরোহণ সম্পর্কে একটি শব্দও লিপিবদ্ধ করেননি। যদিও "অনুপ্রাণিত" লেখকরা রেকর্ড করে একমত ছিলেন যে তাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তা একটি গাধায় চড়ে জেরুজালেমে এসেছিলেন যখন তাঁর মিশন শেষ হয়ে গিয়েছিল-

(মথি ২১/৭, মার্ক ১১/৭, লুক ১৯/৩৫, জন ১২/১৪).

হট- গসপেলারস এবং বাইবেল- থাম্পাররা খুবই সংকটে পরে, যখন তারা বুঝতে পারে যে তাদের প্রচারের মূল ভিত্তি "'যিশুর ক্রুশ আরোহণ খ্রিস্টান বাইবেলের পাণ্ডিত্যের ফলে ক্ষুণ্ন হয়েছে'

অপরদিকে এই মৌলিক বিষয়টিকে বাদ দিয়েও

RSV- র প্রকাশকরা ইতিমধ্যেই 15 000 000 ডলারের নিরেট মুনাফা অর্জন করেছে!

এ সত্যানুসন্ধানের প্রতিবাদে প্রচারকারীরা ব্যাপক হৈচৈ করে, এবং সম্প্রদায়গত পঞ্চাশটি কমিটির মধ্যে দুটি কমিটির সমর্থনে, প্রকাশকদের 'অন্তর্নিহিতকরণ বিষয়'গুলিকে পুনরায় ঈশ্বরের বানীর অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য করে।

ফলে 1952- এর পর RSV- এর প্রতিটি নতুন প্রকাশনায়, বাদ দেওয়া অংশটি "পাঠ্যে পুনরুদ্ধার করা হয়।"

এটি একটি পুরানো খেলা। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের "বুক অফ গড" এর শুরু থেকেই সম্পাদনা করে আসছে। তাদের এবং প্রাচীন জালিয়াতদের মধ্যে অল্প পার্থক্য হল, প্রাচীন জালিয়াতিরা "প্রস্তাবিত" এবং "পাদটীকা" লেখার শিল্প জানত না, অন্যথায় তারাও আমাদের আধুনিক নায়করা তাদের টেম্পারিং, এবং তাদের গ্লিব সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলতেন। জাল মুদ্রাকে চকচকে সোনায় রূপান্তরিত করার অজুহাত।

“কিছু ব্যাক্তি দুটি সম্প্রদায়গত কমিটির প্রস্তাবে

দুটি প্যাসেজ; মার্কের দীর্ঘ শেষ (16:9-20) ... এবং লুক 24:51 পাঠ্যে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।"

(প্রিফেস- কলিন্সের পৃষ্ঠা vi এবং vii)

"কেন 'পুনরুদ্ধার'? কারণ তাদের আগেই বহিষ্কার করা হয়েছিল! কেন অ্যাসেনশনের রেফারেন্সগুলি প্রথমে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল? সবচেয়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে অ্যাসেনশনের কোনো উল্লেখ ছিল না।

আপনি যখন একটি RSV- তে হাত দেবেন, তখন "কমিটি" তাদের অমূল্য ভূমিকাটি সম্পূর্ণ মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যিহোবার সাক্ষীরা ইতিমধ্যেই তাদের "নিউ ওয়ার্ল্ড ট্রান্সলেশন অফ দ্য ক্রিস্টিয়ান গ্রীক স্ক্রিপচারস" থেকে তাদের ফোরওয়ার্ডের 27টি প্রকাশক পৃষ্ঠা মুছে ফেলেছে।[26]

তাওরাত- ইঞ্জিল বিকৃত হওয়ার প্রমাণ

আলকুরআন থেকে–

[26] From speech of Ahmed deedat(R.H)

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন যে, কিতাবীরা আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত কিতাবে কিভাবে বিকৃতি সাধন করেছে।

ইয়াহুদী-খৃস্টানগণ তিনভাবে তাওরাত-ইঞ্জিল নষ্ট করেছে–

(ক) লুকিয়ে ফেলা/ মুছে ফেলা

(খ) ভুলে যাওয়া- বিকৃত করা

গ) জাল কথা ও বই সংযোজন করা

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا

আপনি জিজ্ঞেস করুনঃ ঐ গ্রন্থ কে নাযিল করেছে, যা মূসা নিয়ে এসেছিল? যা জ্যোতিবিশেষ এবং মানব মন্ডলীর জন্যে হোদায়েতস্বরূপ, যা তোমরা বিক্ষিপ্তপত্রে রেখে লোকদের জন্যে প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশকে গোপন করছ।

তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানতো না। (আনআম 91)

فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لعناهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُو

به

তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে (উপকার লাভ করার বিষয়টি) বিস্মৃত হয়েছে। (মায়িদা: ১৩, ১৪ ও ৪১)

(গ) জাল কথা ও বই সংযোজন করা–

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كتبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُون

অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে। (বাকারা ৭৯)

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ السنتهم بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عند الله وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তার কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহর কথা অথচ এসব আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যারোপ করে। (আল-ইমরান ৭৮)

এ সকল বিকৃতি ও জালিয়াতির পাশাপাশি এগুলির মধ্যে কিছু কিছু ভালোকথা বিদ্যমান। তবে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের কোনো পথ নেই। এজন্য আল্লাহ কুরআনকে যাচাইয়ের মানদণ্ড করেছেন এবং এগুলির মূল শিক্ষা কুরআনের মধ্যে উদ্ধৃত ও সংরক্ষিত করেছেন।

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَق

আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। (সূরা ৫-মায়িদা: ৪৮)

এ সকল পুস্তক, পত্রাবলি এবং নতুন ও পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তকের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস নিম্নরূপ হতে হবে:

মহান আল্লাহ সূরা মায়েদার ৪৮ আয়াতে বলেন: "এবং আপনার উপর সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, তার পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থক ও সংরক্ষক-নিয়ন্ত্রক রূপে।"

বর্তমান তাওরাত-ইনজিলের ব্যাপারে একটি মূলনীতিএ সকল পুস্তকের যে সকল কথা ও কাহিনীকে কুরআন সত্য বলেছে সেগুলি সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য। আমরা কোনো দ্বিধা ও আপত্তি ছাড়া সেগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করি। যেগুলিকে কুরআন মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছে সেগুলি নিঃসন্দেহে মিথ্যা ও প্রত্যাখ্যাত। আমরা কোনো দ্বিধা ছাড়াই সেগুলিকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করি। আর যেগুলি বিষয়ে কুরআন সত্য ও মিথ্যা কোনো প্রকারের কিছু না বলে চুপ থেকেছে, সেগুলির বিষয়ে আমরাও চুপ থাকি। আমরা সেগুলিকে সত্য বলেও গ্রহণ করি না, আবার সরাসরি মিথ্যাও বলি না।

আল-কুরআনুল কারীমই পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের নিয়ন্ত্রক, সংরক্ষক বা বিশুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার মাপকাঠি। কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির মধ্যে যা কিছু সত্য রয়েছে তা প্রকাশ ও সমর্থন করে এবং এগুলির মধ্যে বিদ্যমান মিথ্যা প্রকাশ করে দেয় এবং তার প্রতিবাদ করে।

যে সকল মুসলিম আলিম প্রচলিত তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এগুলির মধ্যে বিদ্যমান মিথ্যা ও বিকৃতি প্রকাশ করেছেন, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মূসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিরুদ্ধে কলম ধরেন নি বা সেগুলিকে উদ্দেশ্য করে গ্রন্থ রচনা করেন নি। বরং তারা "পবিত্র বাইবেলের" পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান এ সকল ঐতিহাসিক ও জীবনীমূলক পুস্তকগুলির বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, যেগুলি কয়েক শতাব্দী ধরে লেখা ও সংকলন করা হয়েছে এবং এরপর দাবি করা হয়েছে যে, এগুলি ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে বা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত পুস্তক। এগুলির বিষয়েই আল্লাহ সূরা বাকারার ৮৯ আয়াতে বলেছেন: "দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং এরপর বলে: এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে, যেন তারা এগুলির দ্বারা সামান্য

বিনিময়মূল্য লাভ করতে পারে। কাজেই যা তাদের হাতগুলি লিখেছে তার জন্য তাদের দুর্ভোগ এবং যা তারা উপার্জন করে তার জন্যও তাদের দুর্ভোগ।"

ইয়াহুদী-খৃস্টানগণের নিকট সংরক্ষিত তাওরাতের মূল তিনটি সংস্করণ রয়েছে বা তিন প্রকারের "তাওরাত" রয়েছে। আর "ইঞ্জিল" বা সুসমাচার রয়েছে চারটি। এগুলির মধ্যে রয়েছে বৈপরীত্য ও সংঘাত। অথচ মূসা আলাইহিস সালাম- এর উপর একটিই তাওরাত নাযিল হয়েছিল এবং ঈসা আলাইহিস সালাম একটিই ইঞ্জিল পেয়েছিলেন। কুরআনে উল্লিখিত মূসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ মূল তাওরাত ও ইঞ্জিল যদি কেউ অস্বীকার করেন তবে তার ঈমান নষ্ট হবে। আর "পবিত্র বাইবেল' নামে বা তাওরাত বা ইঞ্জিল নামে বর্তমানে প্রচলিত, আল্লাহর বাণী নাম দিয়ে বা নবী-রাসূলগণের লেখা বলে প্রচারিত জাল ও মিথ্যা এ সকল মিথ্যা গল্প, কাহিনী ও বিবরণ অস্বীকার করলে ঈমান নষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, বরং তাতে ঈমানী দায়িত্ব পালিত হবে। কারণ সকল মানুষকে ধর্মের বিভ্রান্তি থেকে সতর্ক করতে মহান আল্লাহর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং নবী-রাসূলগণের পবিত্রতা ও নিষ্পাপত্বের সাথে সাংঘর্ষিক এ সকল মিথ্যা ও জাল গল্প, কাহিনী ও বিবরণগুলির মিথ্যাচার ও জালিয়াতি প্রকাশ করা মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

তাওরাতের প্রচলিত তিনটি সংস্করণ বা ভার্সনের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক বৈপরীত্য। এগুলিতে রয়েছে অনেক ভুল ও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। এতে মূসা আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যু এবং মাওআব অঞ্চলে তার কবর দেওয়ার বিবরণ। আমরা নিশ্চিত যে, এগুলি কখনোই মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ বিশুদ্ধ তাওরাত নয়।

প্রচলিত চারটি ইঞ্জিল বা সুসমাচারের মধ্যেও রয়েছে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। এগুলির মধ্যে অনেক ভুল-ভ্রান্তি, বৈপরীত্য ও পরস্পর সাংঘর্ষিক বক্তব্য রয়েছে। এতে যীশুর ক্রুশারোহণ (খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে), ক্রুশে মৃত্যু, তার করণ ইত্যাদি বিবরণ রয়েছে। আমরা সুনিশ্চিত যে, এগুলি কখনোই ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিল নয়।

'আল্লাহর কালাম' ও 'অনুপ্রাণিত পুস্তক' হিসেবে দাবীকৃত বাইবেল রচিত, সম্পাদিত, সংশোধিত ও সংশোধনযোগ্য- এ কথা প্রায় সকল খ্রিস্টান পণ্ডিতই বিশ্বাস করেন। বাইবেল সংশোধনের ধারা বাইবেল রচনার পর থেকে আজও পর্যন্ত অব্যাহত আছে। খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ বিভিন্ন সময় বাইবেল সংশোধন করে বলেছেন, এটি সংশোধিত ও নির্ভরযোগ্য বাইবেল। পরবর্তীতে সেই সংশোধিত বাইবেলেই পাওয়া গেছে হাজারো ভুল। পুনরায় খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ 'আল্লাহর কালাম' সংশোধনে রত হয়েছেন! প্রকাশিত হয়েছে সংশোধিত সংস্করণ!

বর্তমান তাওরাত-ইঞ্জিল (বাইবেল) বিকৃতি হওয়ার সবচেয়ে উতকৃষ্ট প্রমান

নবীর কিতাবে তাঁরই মৃত্যু ও কবরের গল্প!! আমরা জানি যে, তাওরাত মূসা (আ)-এর উপর অবর্তীর্ণা অথচ প্রচলিত তাওরাতের দ্বিতীয় বিবরণের ৩৪/৫-৬-৭ অধ্যায়ে মূসা (আ)-এর মৃত্যু, দাফন, কবর, তার উম্মাতের ত্রিশ দিন শোক পালন এবং যুগের আবর্তনের মূসার কবরটি হারিয়ে যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে।

আর ইঞ্জিলের বিষয় তো আরো অদ্ভূত। আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ ঈসা (আ)-এর উপর ইঞ্জিল নাযিল করেন। ঈসা মাসীহ জীবদ্দশায় ইঞ্জিল প্রচার করেছেন (মথি ৪/২৩, ৯/৩৫, ১১/১৫, মার্ক ১/১৪, ১৫, ৮/৩৫; মার্ক ১০/২৯: সূক ৯/৬)। কিন্তু প্রচলিত ইঞ্জিলগুলির সবগুলিতেই ঈসা মাসীহের মৃত্যু, কবর, কবর থেকে বের হওয়া... ইত্যাদি বিবরণ বিদ্যমান। পাঠক কি মনে করেন, আল্লাহ মুসার (আ) কিতাবে তার মৃত্যু ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলি এবং ঈসার (আ) কিতাবে তার মৃত্যু ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলির বিবরণ নাযিল করেছিলেন!

ডকুমেন্ট বা দলিলের মধ্যে যদি সুস্পষ্ট স্ববিরোধী বা সর্বজনবিদিত সত্যের বিপরীত কিছু তথ্য থাকে, তবে অন্য কোনো বিচার ছাড়াই বিচারক তাকে জাল বলে গণ্য করেন। বাইবেল জাল হওয়া খোদ বাইবেলই স্বীকার করে- কিতাবুল মোকাদ্দস প্রমাণ করে যে আল্লাহর কিতাবের জালিয়াতি হয়। ক্যাথলিকদের কিতাবুল মোকাদ্দসে বইয়ের সংখ্যা ৭৩; কিন্তু প্রটেস্ট্যান্টদের কিতাবুল মোকাদ্দসে বইয়ের সংখ্যা ৬৬। ৭টি বই-ই বেশি

কমা উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান বইগুলির মধ্যেও আয়াত ও অধ্যায়ে অনেক বৈপরীত্যা আবার প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের কিং জেমস ভার্শন ও রিভাইযবড স্টান্ডার্ড ভার্শনের মধ্যে শতশত আয়াত ও হাজার হাজার শব্দের পার্থক্য।

একটি সঠিক হলে অন্যটিকে জাল অথবা সবগুলিই জাল বলতে পাঠক বাধ্য হন।

বিকৃতির ধারাবাহিকতা বিকৃতি ও জালিয়াতির ধারা কুরআন নাযিলের পরেও অব্যাহত আছে। আপনি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিগত ২০০ বৎসরের বাইবেলগুলি একত্রে অধ্যয়ন করলেই দেখবেন যে, প্রত্যেক সংস্করণেই অনেক পরিবর্তন। ভাষার পরিবর্তন নয়, বরং তথ্যের পরিবর্তন, বিকৃতি, এমনকি অনেক আয়াত বা শ্লোক পর্যন্ত বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস-এর সময়ে **১৬১১** খৃস্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় 'বাইবেলের' বিশুদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। এটিই অন্যান্য ভাষার কিতাবুল মোকাদ্দসের মূল ভিত্তি। এটি কিং জেমস ভার্শন (King James Version: KJV) এবং অথোরাইযড ভার্শন (Authorised Version: AV) নামে পরিচিত। **১৯৫২** খৃস্টাব্দে আমেরিকার ৩২ জন খৃস্টান ধর্মগুরু একত্রিত হয়ে কিং জেমস বাইবেলের ভুলভ্রান্তিদূর করে রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্শন (Revised Standard Version)।

ইঞ্জিল থেকে ইচ্ছাকৃত বিয়োজন:-

যীশু তার শিষ্যদেরকে কিয়ামত সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন বলে মথি, মার্ক ও লুক উল্লেখ করেছেন। মথির বর্ণনা অনুসারে এ প্রসঙ্গে যীশু বলেন: (মথি ২৪/৩৪-৩৬) "(৩৪) আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই কালের লোকদের লোপ হইবে না, যে পর্যন্ত না এ সমস্ত সিদ্ধ হয়া (৩৫) আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না। (৩৬) কিন্তু সেই দিনের ও সেই দত্তের কথা কেহই জানে না, স্বর্গের দূতগণও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।" এ হলো অথোরাইযড ভার্শন বা কিং জেমস ভার্শন (AV/ KJV)-এর ভাষ্য (But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.)

আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, এখানে তিনটি শব্দ বাদ দেওয়া হয়েছিল। শব্দগুলি নিম্নরূপ (neither the Son): "পুত্রও জানেন না'। রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্সন (RSV)-এ শব্দগুলি সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বাক্যাংশটুকু-সহ শ্লোকটির অর্থ হচ্ছে: "কিন্তু সেই দিনের বা সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেনা"

এ কথা-সহ এ শ্লোকটি প্রমাণ করে যে, যীশু বা যীশুর মধ্যে বিদ্যমান "পুত্র" সত্ত্বা ঈশ্বর ছিলেন না। এমনকি কিয়ামত কখন হবে সে জ্ঞানও তাঁর ছিল না। যীশুকে ঈশ্বর বলে যারা বিশ্বাস করেন তাদের জন্য কথাটি মেনে নেয়া অসম্ভব। বাইবেল লেখকগণ এ বাক্যাংশটুকু মুছে দিয়েছিলেন। আরো মজার ব্যাপার হলো লুকের বাইবেল থেকে এ শ্লোকটি পুরোই ফেলে দেওয়া হয়েছে।

লুক ২১/৩২-৩৪ নিম্নরূপ: "(৩২) আমি তোমাদেরকে সত্য বলিতেছি, যে পর্যন্ত সমস্ত সিদ্ধ না হইবে সেই পর্যন্ত এই কালের লোকদের লোপ হইবে না। (৩৩) আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না। (৩৪) কিন্তু আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাকিও, পাছে ভোগপীড়ায় ও মত্ততায় এবং জীবিকার চিন্তায় তোমাদের হৃদয় ভারগ্রস্ত হয়, আর সেই দিন হঠাৎ ফাঁদের ন্যায় তোমাদের উপর আসিয়া পড়ো"

ত্রিত্ববাদ প্রমান করার জন্য ইঞ্জিলের মধ্যে ইচ্ছাকৃত সংযোজন করা হয়েছে

কিং জেমস ভার্শন অনুসারে (যোহনের প্রথম পত্রের ৫/৭-৮) নিম্নরূপ: "কারণ স্বর্গে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষ্য সংরক্ষণ করেন: পিতা, বাক্য ও পবিত্র আত্মা, এবং তাঁহারা তিন একই। এবং পৃথিবীতে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষ্য প্রদান করেন: আত্মা, জল ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই। (For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost; and the three are one. And there are three that bear witness in

earth, the spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.) I"

এভাবে সহস্রাধিক বৎসর বাইবেল পাঠ করা হয়েছে। এখন খৃস্টান পণ্ডিতগণ একমত যে, একথাগুলি ত্রিত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সংযোজিত। এখানে মূল কথা ছিল "তিনজন সাক্ষী রয়েছেন: আত্মা, জল ও রক্ত, এবং এ তিনজনের সাক্ষ্য একই।" ত্রিত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বাইবেল লেখকগণ অতিরিক্ত কথাগুলি সংযোজন করেন। রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্শনের ভাষ্য নিম্নরূপ: There are three witnesses, the Spirit, the water and the blood; and these three agree." "বস্তুত তিনে সাক্ষ্য দিতেছেন, আত্মা, জল, ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই।

ইঞ্জিলের মধ্যে ইচ্ছাকৃত বিকৃতি

প্রেরিত ৩/১৩- কিং জেমস ভার্শনে নিম্নরূপ: (The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son Jesus...) অব্রাহামের, ইসহাকের ও যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর আপনার (নিজের) পুত্র যীশুকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন..." কিন্তু রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্শনে কথাটি নিম্নরূপ: (.... hath glorified his servant Jesus...) অব্রাহামের, ইসহাকের ও যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর আপনার বান্দা (নিজের গোলাম) যীশুকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন..."

অর্থাৎ ঈসা মাসীহ আল্লাহর বান্দা ছিলেন এ কথাটি গোপন করতে 'বান্দা' শব্দটি 'পুত্র' বানানো হয়েছিল। একইরূপ জালিয়াতি দেখুন প্রেরিত ৪/২৭। সেখানেও (thy holy servant Jesus: RSV) "তোমার পবিত্র দাস যীশু" কথাটি বিকৃত করে (thy holy child Jesus: KJV) "তোমার পবিত্র পুত্র যীশু" বানানো হয়েছিল।

বর্তমান বাইবেলগুলোতে বিভিন্ন সময় সংস্কার সাধিত হয়েছে তার প্রমাণ তাদের বাইবেলেই আছে, তারা প্রথমেই তা অকপটে স্বীকার করেছেন। খ্রিস্টধর্মের প্রধান

ধর্মগ্রন্থের নাম বহুবার পরিবর্তন করা হয়েছে। ধর্ম-পুস্তক, মঙ্গল-বার্তা, পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম, বাইবেল, পবিত্র বাইবেল, কিতাবুল মুকাদ্দাস, ইঞ্জিল শরিফ, পবিত্র ইঞ্জিল- আরও কত কী! এভাবে তারা বহুবার তাদের কিতাবের উপর দিয়ে যেরূপ পরিবর্তন করেছে ঠিক সেইরূপ ভেতরেও পরিবর্তন করেছে। বিষয়টি বাইবেল পাঠ করলেই যে কেউ বুঝতে পারবেন।

'ইঞ্জিল' বনাম (According To) 'মতানুসারে ইঞ্জিল' নাম থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন ব্যক্তি পুস্তক লেখে তা 'ইঞ্জিল' বলে দাবি করেন, এজন্যই পুস্তকগুলোর এরূপ নামকরণ করা হয়। যীশুর তিরোধানের শতাধিক বছর পরে অনেক মানুষ 'ইঞ্জিল' লেখে প্রচার করতে শুরু করেন যে, এগুলো যীশুর ইঞ্জিল। এজন্য এগুলোর এরূপ নামকরণ করা হয়: 'অমুকের মতানুসারে এটা ইঞ্জিল'। প্রায় অর্ধশত 'মতানুসারে ব ইঞ্জিল'দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সেগুলোর মধ্য থেকে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা নিজেদের পছন্দের উপর নির্ভর করে এ চারটাকে বাছাই করেন। এ বিষয়ে এনকাটার Bible প্রবন্ধের The New Testament পরিচ্ছেদের pre-canonical writings অর্থাৎ 'চার্চস্বীকৃত নতুন নিয়ম সৃষ্টির আগের লেখালেখি' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

"The 27 books of the New Testament are only a fraction of the literary production of the Christian communities in their first three centuries.... As many as 50 Gospels were in circulation during this time." "খ্রিষ্টান সম্প্রদায়গুলো খ্রিষ্টীয় প্রথম তিন শতকে যা কিছু লেখেছিল ২৭টা পুস্তক হচ্ছে তার অতি সামান্য অংশ।... এ সময়ে প্রায় ৫০টা ইঞ্জিল প্রচলিত ছিল।"

বাইবেলে সংযোজন বিয়োজন বা পরিবর্তন করা সারা বিশ্বে অনুমোদিত।

যে কেউ এটি করতে পারে এবং দাবি করতে পারে যে,'' আমি এটি ঐশ্বরিক আত্মার শক্তিতে লিখেছি'। কারণ এ কাজের ব্যাপারে কোন মূলনীতি নেই।

বাস্তবেই এ কাজটি ২০০০ এর বেশি বছর ধরে মানুষ করে আসছে।

ধাপে ধাপে বাইবেল সংস্করণ করা হয়েছে।

প্রতিটি সংস্কারক বা লেখক আদৌ ঐশ্বরিক আত্মায় অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছে বা যিশুর হিতাকাঙ্খী ছিল বলে কোন প্রমাণ আছে কি?!

ধর্মগ্রন্থে ভুল ও বৈপরীত্য!!

বাইবেলের ভুল ও সংশোধন বিষয়ে 'লুক ম্যাগাজিনে' (Look magazine) The truth about the bible শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ২৬ শে ফেব্রুয়ারি **১৯৫২** সংখ্যায়। লেখক হার্টজেল স্পেন্স তার প্রবন্ধটি শুরু করেন একটি প্রশ্ন দিয়ে, 'আমরা আজ যে বাইবেলটি পড়ছি তা কতটুকু নির্ভুল?' কিন্তু গোটা প্রবন্ধে লেখক কোথাও প্রশ্নটির উত্তর দেননি।

লেখক হার্টজেল স্পেন্স বাইবেলের শুধু নতুন নিয়মের (প্রচলিত ইঞ্জিলের) ভুলের পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, "as early as 1720, an English authority estimated that there were at least 20,000 errors in the two editions of the New Testament commonly read by Protestants and Catholics. Modern students say there are probably 50,000 errors." অর্থাৎ "**১৭২০** সালের দিকে এক ইংরেজ পণ্ডিত জরিপ করে দেখান যে, নিউ টেস্টামেন্টের (প্রচলিত ইঞ্জিল) দুটি সংস্করণ যেগুলো প্রোটেস্টেন্ট এবং ক্যাথলিক খ্রিস্টানগণ সাধারণভাবে পড়ে থাকেন, তাতে অন্তত ২০ হাজারের মত ভুল রয়েছে, আধুনিক শিক্ষার্থীদের মতে ভুলের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার।" এরপর লেখক বাইবেলের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ভুলের কথা উল্লেখ করেন।

বাইবেলের বিকৃতি সম্পর্কে খ্রিস্টান পণ্ডিত পাদ্রী ফান্ডার আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবী রাহ.-এর সাথে প্রকাশ্যে বিতর্কের সময় স্বীকার করেন যে, পুরাতন ও নতুন নিয়মের গ্রন্থগুলিতে ৪০ হাজার স্থানে ভুল আছে।

তাছাড়া ২০০০ সালে আমেরিকায়; বর্তমান আধুনিক যুগের তুলনামূলক ধর্মতত্ব বিশেষজ্ঞ ডা. জাকির নায়েক (হাফি) এর সাথে প্রকাশ্যে বিতর্ক চলার সময় খ্রিস্টান পণ্ডিত ড. উইলিয়াম ক্যাম্বল অকপটে স্বীকার করেছেন যে আমি বিশ্বাস করি বাইবেলে কিছু ভুল ও অসংগতি আছে''দি প্লেইন ট্রুথ' (The Plain Truth) পত্রিকার জুলাই, ১৯৭৫ সংখ্যায় John R. Schroeder তার The bible: world's most controversial book প্রবন্ধে বাইবেলের ভুল ও সংশোধনের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন,

"There are claimed contradictions that theologians have not resolved to every atheist's satisfaction. There are textual difficulties with which scholars are still wrestling. Only a Bible illiterate would due these and other problems." অর্থাৎ "এ সকল সুনিশ্চিত পরস্পরবিরোধী বিষয়ে খ্রিস্টান ধর্মতত্ত/বিদেরা এমন কোনো সমাধান পেশ করতে পারেননি, যা

ধর্মবিশ্বাসীদের সন্তুষ্ট করতে পারে। আর মূলগ্রন্থের পাঠ বা টেক্সটের সমস্যার সমাধানে আজও খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ যার-পর-নাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শুধুমাত্র বাইবেলের বিষয়ে লোকেরাই আরো সমস্যাসহ এ সমস্যাগুলোকে অস্বীকার করে থাকেন।"

যাহোক প্রায় পাঁচ বছর পর হার্টজেল স্পেন্সের সেই প্রবন্ধের পর্যালোচনামূলক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'এ্যাওয়েক' (অধিশব) নামের খ্রিস্টানদের একটি পাক্ষিক পত্রিকার ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ সংখ্যায়। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'বাইবেলে ৫০,০০০ ভুল?' (50,000 Errors in the Bible?)।

উল্লেখ্য, 'এ্যাওয়েক' পত্রিকাটি 'জেহোভাজ উইটনেসেস' (বাংলাদেশে যারা 'যিহোবার সাক্ষি' নামে পরিচিত) নামক একটি খ্রিস্টান সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত। মানুষের দুয়ায়ে দুয়ারে গিয়ে যারা সবচে' বেশি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করে থাকেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন এ 'জেহোভাজ উইটনেসেস' সম্প্রদায়। বাইবেলের এ পরিমাণ মারাত্মক ভুল সম্পর্কে তাদের মাথাব্যাথা হওয়ারই কথা!

"50,000 Errors in the Bible?" প্রবন্ধের লেখক বাইবেলের ৫০,০০০ ভুলের কথা প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে তা স্বীকার করেছেন। এমনকি বাইবেলের মারাত্মক কয়েকটি ভুল (যেগুলোর কথা হাটজেল স্পেন্স তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন) তুলে ধরে সেগুলো ভুল হওয়ার প্রমাণও উল্লেখ করেছেন। অবশেষে 'আল্লাহর কালাম' বাইবেল সংশোধনের দাবি করে বলেছেন, "অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, লেখকের (হাটজেল স্পেন্সের) প্রবন্ধে উল্লেখিত ভুলগুলো সবচেয়ে আধুনিক অনুবাদে ইতিমধ্যেই সংশোধন করা হয়েছে।"

পবিত্র বাইবেল নামে প্রচলিত গ্রন্থ-পুস্তকগুলি অগণিত বৈপরীত্য ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতিতে পরিপূর্ন , সমস্ত বৈপরীত্য বর্ননা করা ও পাঠ করা বিশাল ব্যাপার তাই অল্পকিছু উল্লেখ করছি –

1. How long will Adam live [আদম কতদিন বাঁচবেন?

(Genesis 2:17) Adam was told that if and when he eats the forbidden fruit he would die the same day.

(Genesis 5:5) Adam ate the fruit and went on to live to a ripe old age of 930 years

2. How long will the life-span of humans be |মানুষের আয়ু কতদিন হবে]?

(Genesis 6:3) God that the life-span of humans will be limited to 120 years.

(Genesis 11:12-16) Many people born after that lived longer than 120. Arpachshad lived 438 years. His son Shelah lived 433 years. His son Ever lived 464 years, etc.

3. How many pairs of clean animals did God tell Noah to take into the Ark? [ঈশ্বর; নূহকে কত জোড়া পরিষ্কার প্রাণী জাহাজে নিয়ে যেতে বলেছিলেন?

(Genesis 6:19, 20) Two

(Genesis 7:2), Seven

(Genesis 7:8-9) But despite this last instruction only two pairs went into the ark

4.. বাইবেল বলে, যেসকল অলৌকিক কাজ মূসা এবং হারুন দেখিয়েছিলেন; যাদুকররা তাদের গোপন শিল্প দ্বারা একই কাজ করেছিল। তারপর নিম্নলিখিত ফলাফল:

(Exodus 7:20-21) Moses and Aaron converted all the available water into blood মোশি এবং হারুন সমস্ত উপলব্ধ জলকে রক্তে রূপান্তরিত করেছিলেন।

(Exodus 7:22). The magicians did the same this is impossible, since there would have been no water left to convert into blood. এটা অসম্ভব; কারণ রক্তে রুপান্তরিত করার মতো তো; পানি আর বাকী নেই।

5.. Did Joshua and the Israelites capture Jerusalem? যিহোশূয় এবং ইস্রায়েলীয়রা কি জেরুজালেম দখল করেছিল?

(Joshua 10:23, 40) Yes

(Joshua 15:63) No

6. Does God change his mind? ঈশ্বর কি তার মন পরিবর্তন করেন?

(1 Samuel 15:10 to 11) Yes. The word of the Lord came to Samuel: I repent that I have made Saul King....

(1 Samuel 15:29) No. God will not lie or repent; for he is not a man, that he should repent,

(1 Samuel 15:35). Yes. And the Lord repented that he had made Saul King over Israel.

লক্ষ্য করুন যে উপরের তিনটি উদ্ধৃতি সব একই বইয়ের একই অধ্যায় থেকে! তাছাড়াও, বাইবেলে পাওয়া যায়; যে ঈশ্বর আরও কয়েকটি প্রেক্ষাপটে অনুতপ্ত হয়েছেন:

i. (Genesis 6:6) The Lord was sorry that he made man.(Genesis 6:7) I am sorry that I have made them.

ii. (Exodus 32:14) and the Lord repented of the evil which he thought to do to his people

iii. (Lots of other such references).

7. Who killed Goliath? কে গোলিয়াথকে হত্যা করেছিল?

(1 Samuel 17:23, 50) David by

(2 Samuel 21:19) Elhanan

8. Who killed Saul? [শৌলকে কে মেরেছে?]

(2 Samuel 1:1-16) An Amalekite slew him.

(I Samuel 31:4-6) Saul took his own sword and fell upon it.... Thus Saul died...

9. When David defeated the King of Zobah, how many horsemen did he capture? অর্থাৎ নায়ুদ যখন জোবাহ-র রাজাকে পরাজিত করেছিলেন, তখন তিনি কতজন ঘোড়সওয়ারকে ধরেছিলেন?

(2 Samuel 84) One thousand and seven hundred.

(1 Chronicles 18:4) Seven thousand.

10. When did David hring the Ark of the Covenant to Jerusalem? Before defeating the Philistines or after? অর্থাৎ দায়দ যখন চুক্তির সিন্দুক জেরুজালেমে নিয়ে আসেন? সেটা পেলেষ্টাইনদের পরাজিত করার আগে নাকি পরে?

(2 Samuel 5 and 6) After,

(Chronicles 13 and 14) Before.

11.The chief of the mighty men of David lifted up his spear and killed how many men at one time? দামুসের সেনা প্রধান; তায় বর্শী তুলে এক সময়ে কত লোককে হত্যা করেছিল?

(2 Samuel 23:8) Eight hundred. by (Chronicles 11:11) Three hundred

12. Who incited David to count the fighting men of Israel? কে দায়দকে ইস্রায়েলের যোদ্ধাদের গণনা করতে প্ররোচিত করেছিল?

(Samuel 24: 1) God did by (1 Chronicles 2 1:1) Satan did.

13. in that count how many fighting men were found in Israel? সেই গণনায় ইস্রায়েলে কতজন যোদ্ধা পাওয়া গেছে?

(2 Samuel 24:9) Eight hundred thousand [আট লাখ]

(1 Chronicles 21:5) One million, one hundred thousand [এক মিলিয়ন, এক লক্ষ)

14. How many fighting men were found in Judah? নিশায় কয়জন যোদ্ধা পুরুষ পাওয়া গেছে?

(12 Samuel 24:9) Five hundred thousand.

(1 Chronicles 21:51) Four hundred and seventy thousand.

15. God sent his prophet to threaten David with how many years of famine? ইশ্বর একজন নবীর মাধ্যমে; দাউকে কত বছরের দুর্ভিক্ষের আগাম জানান দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন?

(2 Samuel 24:13) Seven.

(Chronicles 21:12) Three.

16. What was the name of King Ahijah's mother? রাজা অবিঘের মায়ের নাম কি ছিল?

(2 Samuel 14:27) one daughter whose name was Tamar

(12 Chronicles 13:2) Michaiah, daughter of Uriel of Gibeah

(2 Chronicles 11:20) Maachah, daughter of Absalom. But Absalom had only...

17. How many stalls for horses did Solomon have? সোলায়মানের ঘোড়ার কয়টি স্টল ছিল?

(1 Kings 4:26) Forty thousand

(2 chronicles 9:25) Four thousand.

18.How many overseers did Solomon appoint for the work of building the temple? মন্দির নির্মাণের কাজের জন্য শলোমন কতজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন?

(1 Kings 5:16) Three thousand three hundred

(2 Chronicles 2:2) Three thousand six hundred

19. Solomon built a facility containing how many baths? সোলায়মান কতগুলি গোসল করে; ফ্যাসিলিটি তৈরি করেছিলেন?

(1 Kings 7:26) Two thousand

(2 Chronicles 4:5) Over three thousand

20. How old was Ahaziah when he began to rule over Jerusalem? অহসিয় কত বছর বয়সে জেরুজালেমের উপর শাসন করতে শুরু করেছিলেন?

(2 Kings 8:26) Twenty-two

(2 chronicles 22:2) Forty-two

21. How old was Jehoiachin when he became king of Jerusalem?

যিহোয়াখীন যখন জেরুজালেমের রাজা হন তখন তার বয়স কত ছিল?

(2 Kings 24:8) Eighteen

(2 Chronicles 36:9) Eight

22.How long did he rule over Jerusalem? তিনি কতদিন জেরুজালেম শাসন করেছিলেন?

(2 Kings 24:8) Three months.

(2 Chronicles 36:9) Three months and ten days.[27]

23.হিব্রু ১.১০-১১,শাম ১০২.২৫-২৬: আকাশ ও পৃথিবী ধংস হয়ে যাবে। এগলসিস্টিক১/8, শাম ৭৮/৬৯: পৃথিবী চিরদিন টিকে থাকবে।

24., বিন্যামীনের কয়জন সন্তান ও তাদের নাম কী?

১ম বংশাবলি ৭:৬ "বিন্যামীনের সন্তান- বেলা, বেখর ও যিদীয়েল, তিন জন।

[27] বাইবিলের বৈপরীত্যের বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখতে–সংক্ষিপ্ত ইজহারুল হক,পৃ: ৪৩–৫০

১ম বংশাবলি ৮:১ "বিন্যামীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বেলা, দ্বিতীয় অস্বেল, তৃতীয় অহর্হ, চতুর্থ নোহা ও পঞ্চম রাফা।

আদিপুস্তক ৪৬:২১ "বিন্যামীনের পুত্র বেলা, বেখর, অস্বেল, গেরা, নামন, এহী, রোশ, মুল্লীম, হুপ্পীম ও অর্দ।

তাহলে বিন্যামিনের সন্তান ৩,৫ না ১০?[28]

২- অহসিয় রাজার রাজ্যগ্রহণকালীন বয়স বর্ণনায় বৈপরীত্য:

১ম রাজাবলি ৮: ২৬: "অহসিয় **বাইশ** বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরুশালেমে এক বৎসর রাজত্ব করিলেন।

২রাজাবলি ২২:২: "অহসিয় **বেয়াল্লিশ** বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং যিরূশালেমে এক বৎসরকাল রাজত্ব করেন।

উভয় বর্ণনার মধ্যে মাত্র ২০ বৎসরের বৈপরীত্য! দ্বিতীয় তথ্যটি সন্দেহাতীত-ভাবে ভুল; কারণ,

বংশাবলি দ্বিতীয় ২১;২০,২২:১-২ অহসিয়ের পিতা যিহোরাম ৪০ বৎসর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন এবং তার মৃত্যুর পরপরই অহসিয় রাজ-সিংহাসনে বসেন। এখন যদি দ্বিতীয় তথ্যটি যদি নির্ভুল হয় তাহলে প্রমাণিত হয় যে, **অহসিয় তার পিতার চেয়েও দুই বছরের বড় ছিলেন!!** আর এ যে অসম্ভব তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্য আদম ক্লার্ক, হর্ন, হেনরি ও স্কট তাদের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে স্বীকার করেছেন যে, বাইবেল লেখকের ভুলের কারণে এ বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ভুল

[28] ই য়াহুদী ও খৃস্টান পণ্ডিতগণকে হতবাক করে দিয়েছে। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ইয়াই ভুল করেছেন।

উইকিপিডিয়ার একটি নিবন্ধ বলছে- " বর্তমানে অনেক মণ্ডলী খ্রীষ্টীয় শিক্ষার একমাত্র অভ্রান্ত উৎস হিসাবে বাইবেলের ব্যবহারকে সমর্থন করে। যদিও অনেক জ্ঞানী খ্রিস্টান ব্যক্তিবর্গ বাইবেলে প্রচুর ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক ভুল খুঁজে পেয়েছেন।"

- <u>৩য় অধ্যায়ের ১৪নং অনুচ্ছেদ এবং ঈসায়ীর ৬৫ নং অধ্যায়ে ২৫নং অনুচ্ছেদ-</u> বলা হয়েছে, 'সাপ ধূলা খায়'। অথচ সাপ ধূলা খায় একথা কোনো ভূতাত্ত্বিক বইতেই বলা হয়নি।

- <u>বাইবেলের অন্তর্গত লেভিটিকাসের ১১তম অধ্যায়ের ২০নং অনুচ্ছেদ-</u> বলা হয়েছে 'বিভীষিকাময় বস্তুগুলোর মধ্যে পাখিরা চার। পদবিশিষ্ট। এরা একটি বিভীষিকাময় প্রাণী।' আর কোনো কোনো বিশেষজ্ঞরা বাইবেল বিশ্বাসীদের নিদর্শন বলছেন, 'পাখি' শব্দটি হিব্রু 'উফ' শব্দের ভুল অনুবাদ। নতুন আন্তর্জাতিক সংস্করণে বলা হয়েছে- 'পাখাওয়ালা সৃষ্টি।' কিন্তু এও বলছে, 'সকল চার পদবিশিষ্ট পোকাই হচ্ছে বিভীষিকাময়।' এগুলো আপনাদের জন্যে ক্ষতিকর।খ্রিস্টিয়ান গবেষদের কাছে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জানতে চাই যে,

'কোন ধরনের পোকার চারটি পা রয়েছে?' মাধ্যামিক স্তর পাস করা একজন ছাত্রও বলবে যে, পোকার পা ছয়টি। পৃথিবীতে এমন কোনো পাখি, জীবাশ্ম কিংবা এমন কোনো পোকা নেই- যাদের পায়ের সংখ্যা চারটি। অধিকন্তু, বাইবেলে এমন প্রাণীর বর্ণনা দিয়েছে যেন এদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে রয়েছে।

- <u>ঈসায়ী বইয়ের ৩৪তম অধ্যায়ের ৭নং অনুচ্ছেদ</u>এক শৃঙ্গের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যেন এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আপনি অভিধানে দেখতে পারেন যে, এক শৃঙ্গ বলতে এমন অশ্বকে বোঝায় যার শিং একটি।

পৃথিবীতে এমন ঘোড়ার অস্তিত্ব আদৌ কোথাও আছে বা ছিল কি?!

বাইবেলের কোনো একটি বিশেষ অংশ প্রভুর কথা হলেও, সম্পূর্ণ বাইবেল অবশ্যই প্রভুর কথা নয়।

- <u>লেভিটিকাস-এর ১১তম অধ্যায়ের ৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে-</u>

'খরগোশ একটি জাবরকাটা প্রাণী'। আমরা জানি যে, খরগোশ জাবর কাটা প্রাণী নয়। অতীতে মানুষরা খরগোশের নড়াচড়া দেখে এমনটি ভাবত। এখন আমরা জানি যে, খরগোশ জাবর কাটা প্রাণী নয়, এছাড়া খরগোশের স্বয়ংক্রিয় পাকস্থলী নেই।

- প্রভাবস-এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৭নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে,

'পিঁপড়ার কোনো শাসক বা নেতা নেই।' আজকে আমরা জানি যে পিঁপড়া একটি সুশৃঙ্খল পোকা। তাদের পরিশ্রম করার একটি বিশেষ রীতি রয়েছে, যাতে তাদের মধ্যে একজন নেতা থাকে, তাদের একজন অগ্রগামী এবং অনেক কর্মী বাহিনী থাকে। তাদের একজন নেতা বা শাসক পর্যন্ত থাকে। অতএব, বাইবেল যে অবৈজ্ঞানিক তাতে সন্দেহ নেই।

- মথি ৪/৮ : পৃথিবী সমতল।
- যেনেসিস,১/১৬-১৯: সাধারন ২৪ ঘণ্টা পরিমাণ ৬ দিনে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, কুরআনে সাধারন দিনের সমান বলা হয়নি।
- জেনেসিস ১/৯-১৩ : পৃথিবী সৃষ্টি হয় তৃতীয় দিন ।
- জেনেসিস১. ১৪/১৯ : সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করা হয়েছে ৪র্থ দিন। সূর্য চন্দ্র সৃষ্টর আগে রাত দিন সৃষ্টি হওয়া অবৈজ্ঞানিক বক্তব্য।
- জেনেসিস১.১১-১৩, গাছপালা হয় ৩য় দিন অথচ সূর্য সৃষ্টি ৪র্থ দিন।
- জেনেসিস ১৬:চাঁদের নিজস্ব আলো আছে, অথচ কুরআন (সূরা ফুরকান) ও সাইন্স বলে চাঁদের নিজস্ব আলো নেই।
- জব ২৬/১১: আকাশের স্তম্ভ কেপে উঠবে।আকাশের স্তম্ভ কেউ কি দেখেছি কখনো! কুরআন বলছে (সূরা লুকমান ১০)আকাশ স্তম্ভহীন।
- ১ম সেমুয়েল ২/৮, জব ৯/৬, শাম ৭৫/৩: পৃথিবীর স্তম্ভ আছে
- জেনেসিস ১/২৯: সব ফল ও লতা পাতা ভক্ষণযোগ্য।

- "লেভটিকাস ১৪/৪৯-৫৩: প্লেগ বা কুষ্ঠরোগ থেকে বাঁচতে বাড়ির 4 পাশে পাখির রক্ত ছিটাতে বলা হয়েছে।"[29] বিজ্ঞান কি বলে পাখির রোগ তো ছিটালে রোগ থেকে বাঁচা যাবে নাকি জীবাণু ছড়াবে!
- জেনেসিস ৯/১৩-১৭: পৃথিবীকে কখনো বন্যার পানিতে ডুবিয়ে দিবনা।
- লেভটিকাস১৪/৪৯-৫৩,12/1-5:

কোন মহিলা ছেলে জন্ম দিলে ৪০ দিন নোংরা থাকে। মেয়ে জন্ম দিলে ৮০ দিন নোংরা থাকে(!)

- নাম্বারস ৫/১১-৩১: ভেবিচারি চিনার উপায় -

পাদ্রি পানিতে বালু মিশিয়ে অভিশাপ দিয়ে তাকে পান করাবে, যদি ভেবিচারী হয় তাহলে তার পেট ফুলে যাবে ও সবাই তাকে অভিশাপ দিবে।

বাইবেল অবিচারের শিক্ষাও দিয়েছে

বাইবেলের কিছু জায়গায় রয়েছে সৎ ও সুন্দর বাণী, তার মাঝে নর হত্যা না করার জন্য বলা হয়েছে, মথি (৫/২১)- তোমরা শুনিয়াছ, পূর্বকালের লোকদের নিকটে উক্ত হইয়াছিল, "তুমি নরহত্যা করিও না" আর 'যে নরহত্যা করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে'।

পাশাপাশি বাইবেলের ঈশ্বর (যিনি/যারা লিখেছে)অসহায়দের উপর অত্যাচার অবিচার ও অন্যায় কার্যসাধন করতে বলছে!

যোশেয়র পুস্তক (১৩/১৬)- সমরিয়া দন্ড পাইবে, কারণ সে স্বাক্ষঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারিণী হইয়াছে, **তাহারা খড়গে পতিত হইবে, তাহাদের শিশুগণকে আছড়াইয়া খন্ড খন্ড করা হইবে, তাহাদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করা হইবে।**

[29] ভুলগুলো ডক্টর জাকরি নায়কে হাফজিাহুল্লাহ এর লকেচার থকেে সংগৃহীত।

১ শামুয়েল (১৫/১-৩)- আর শমূয়েল শৌলকে কহিলেন, সদাপ্রভু আপন প্রজাদের উপরে, ইব্রায়েলের উপরে তোমাকে রাজপদে অভিষেক করিয়ে আমাকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন; অতএব এখন তুমি সদাপ্রভুর বাক্যের রবে কর্ণপাত কর। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের প্রতি অমালেক যাহা করিয়াছিল, মিসর হইতে উহার আসিবার সময়ে সে পথের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে যেরূপ ঘাঁটি বসাইয়াছিল, আমি তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। এখন তুমি অমালেককে আঘাত কর, ও তাহার যাহা কিছু আছে, নিঃশেষে বিনষ্ট কর, তাহার প্রতি দয়া করিও না; **স্ত্রী ও পুরুষ, বালক-বালিকা ও ওন্যপায়ী শিশু, গরু ও মেষ, উষ্ট্র ও গর্দভ সকলকেই বধ কর।'**

দোষ করেছে আমালেক, তবে শুধু তাকে শাস্তি না দিয়ে......!!

খ্রিস্টানরা অ-ইস্রায়েলদের কুকুর-শুকর বলে সম্বোধন করে: মথি (১৫/২৫-২৬),মথি (৮/২৮-৩২)

বাইবেলে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি:

মথি (৭/৬)

তারা অহিহুদিদের মানুষ বলেই গণ্য করতে চায় না, বরং কুকুর বলে সম্বোধন করে:মার্ক(৭/২৭-২৮)

সত্যের দাওয়াত কিতাবটির লেখক দায়ী মুশফিকুর রহমান এ সম্পর্কে আলোচনার পর লিখেছেন,

"তারা মুসলমানদেরকে মানুষ বলেই গণ্য করতে চায় না।এই কারণেই আমরা দেখি ফিলিস্তিন, লেবানন, বসনিয়া হারজেগভিনা, আফগানিস্তান, ইরাক, মায়ানমার, পাকিস্তান, ইদানীং বাংলাদেশেও শুরু হয়ে গেছে মুসলমান নিধন। নির্বিচার এ নিধনযজ্ঞ থেকে অসহায় নারী-পুরুষ এমন কি বাচ্চা শিশু পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছে না। কারণ তারা অ-ইস্রায়েলদের কুকুর-শুকর মনে করে। তাদের চোখে ইস্রায়েল ছাড়া সকলে কুকুর-শুকর। তারা মানুষ নয়। তারা বধযোগ্য ও তাচ্ছিল্য পাওয়ার অধিকারী(!!) সে কারণেই মুসলমানদের উপর অস্ত্র চালাতে তাদের হাত এতটুকুও কাঁপে না।'

বাইবেলে খারাপ ও ভালো দু'ধরনের বাণীই রয়েছে বর্তমান পৃথিবীর খ্রিস্টানদের মাঝে দুটি শ্রেণী দেখা যায়–

১. যারা বাইবেলের খারাপ দিকগুলোকে যথাযথ পালন করছে ও পৃথিবীতে বিশৃংখলা ছড়াচ্ছে।

২. যারা নায়পরায়ন ও শান্তি-প্রিয়, তারা বাইবেলের নির্দিষ্ট কয়েকটি সুশিক্ষা প্রচার করছেন। এবং বাইবেলের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি প্রচারের চেষ্টা করে যাচ্ছন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর খ্রিস্টান ভাইয়েরা যেহেতু নায়পরায়ণ ও শান্তি প্রিয় আশা করা যায়,তারা যখন বাইবেলের অনৈতিক,অসঙ্গতিপূর্ণ বাণীগুলোর দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিবেন তখন তারা বাইবেলের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজটি করবেন না বরং বাইবেলে যিশুর মূল ও প্রধান শিক্ষাগুলোর দিকেই লক্ষ্য করবেন ।

বাইবেলের কিছু প্রধান শিক্ষা হলো,

1. ঈশ্বর এক, তার কোন সন্তান নেই।
2. যীশু খ্রীষ্ট একজন ভাববাদী
3. তিনি কেবল বনী ইসরাইলের লোকদের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।
4. তিনি শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরনের নির্দেশ দিয়েছেন।

যীশুর এসব বিশ্বাস ও নির্দেশ নিঃসন্দেহে ইসলামধর্মের মূল ভিত্তি। সুতরাং কুরআন ও বাইবেল বলছে,যিশুখ্রীষ্ট ছিলেন একজন মুসলিম।

সর্বশেষ ও চূড়ান্ত টেস্টামেন্ট

যুগের আবর্তনে মানুষের জীবনধারা ও চিন্তাধারা পরিবর্তন হয়েছে। সাথে সাথে সম্মানিত ধর্মীয়প্রধানরাও চেয়েছেন আদিকালের বাইবেলে নতুনত্ব আনতে।

যে গ্রন্থ ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জাতির জন্য পাঠিয়েছেন তা কিভাবে আজকের দুনিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব?

যে ঈশ্বর যুগের আবর্তন ঘটান, মানুষের জীবনধারা ও চিন্তাধারা পরিবর্তন ঘটান সে ঈশ্বরই যুগোপযোগী গ্রন্থ নাযিল করেন।

সেই সুত্র ধরে কুরআন সর্ব শেষ আসমানি কিতাব, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার এই কিতাবে বলছেন, এই কিতাব আমি নাজিল করেছি এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই কিতাবকে আমি সংরক্ষন করব, মানব জীবনের এইরূপ কোন দিক নেই যে আল্লাহ কুরআনে নেই। কারণ এই কিতাবের পর আর কোন কিতাব আসবেনা কিয়ামত পর্যন্ত। আল্লাহ যেমন এক তার ধর্মও এক, তার কিতাবও এক, যে কিতাব যখন এসেছে তার উপর আমল করা সেই

যুগের মানুষের কর্তব্য। আল্লাহ তার সর্বশেষ কিতাবে বলছেন “হে মানব

সকল তোমরা সেই প্রভুর উপসনা কর যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন একং তোমার পূর্ববর্তিদের সৃষ্টি করেছেন।

পৃথিবীতে পূর্বে অনেক আসমানি কিতাব এসেছে, তার মধ্যে পবিত্র কোরআনে ৪টির নাম বলা হয়েছে। নাম না জানা এই সকল আসমানি কিতাবগুলো পবিত্র কুরআনের পূর্বে পৃথিবীতে এসেছিল। কিতাবগুলো ছিল একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকজনের জন্যে। আর সেই কিতাবের নির্দেশগুলো ছিল একটা নির্দিষ্ট সময় কালের জন্য। তবে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কোরআন শুধুমাত্র মুসলমানদের ধর্ম গ্রন্থ নয় বা আরবদের জন্যে নাযিল করা হয়নি।

কুরআন সকল মানুষের জন্য পথ পর্দশক

আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে সমস্ত মানব জাতির হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারা (আয়াত নং-১৮৫) বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ

"রমজান মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে যা সকল মানুষের হেদায়াতের জন্য"

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, (সূরা ফুরকান আয়াত নং-১)

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

“পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তার বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হয়।"

আল কোরআনের সূরা ইব্রাহিম এর ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

هذَا بَلْغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذِرُوا بِهِ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ الَهُ وَاحِدٌ وَلْيَذَّكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَاب .

অর্থঃ "এটা মানব সম্প্রদায়ের জন্যে একটা বার্তা, যাতে তারা সর্তক হতে পারে এবং জানতে পারে স্রষ্টা কেবল একজনই এবং যাতে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৫২)।

এই সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব নাযিল হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। আল্লাহ তাআলা এটি কেবল মুসলিমদের জন্য প্রেরণ করেননি।

এছাড়াও পবিত্র কোরআনে (সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে) উল্লেখ আছে যে,এই কুরআন নাযিল হয়েছে মানব জাতির পাথ নির্দেশক হিসেবে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য কারীরূপে।'এছাড়া পবিত্র কোরআনে সূরা যুমার- ৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان .

অর্থঃ "আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি (অর্থাৎ মুহাম্মদ এর প্রতি) এই কিতাব মানব জাতিকে পথ দেখানোর জন্যে এবং সত্য-মিথ্যাকে পার্থক্যকারী রূপে।"

এখানে শুধু মুসলমান বা আরবদের কথা বলা হয়নি, সমগ্র মানব জাতির কথা বলা হয়েছে। তাহলে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব নাযিল হয়েছে তামাম মানব জাতির জন্যে। আবার পবিত্র কোরআনের পূর্বে নাযিলকৃত আসমানি কিতাবগুলো একটি সময়ের জন্যে এসেছিল তাই আল্লাহ তাআলা এগুলোর বিশুদ্ধতার জন্যে কিছু করেন নি। বর্তমানে যে আসমানি কিতাবগুলো আছে তার মধ্যে যেটা পূর্বের মতোই অবিকৃত আছে সেটা হলো পবিত্র কোরআন।

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এটিকে হুবহু সংরক্ষণ রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন।

আর উইলিয়াম মূর যিনি ইসলামের একজন কড়া সমালোচক, তিনি বলেছেন, "আর কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই যা ১২০০ বছর ধরে পবিত্র কোরআনের মতো বিশুদ্ধতা অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে। তিনি একথা বলেছেন ২০০ বছর আগে। শান্তিপ্রিয় প্রতিটি মানুষেরই উচিৎ শান্তির খোঁজে স্রষ্টার পক্ষ থেকে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নির্ভুল টেস্টামেন্ট আল কুরআনকে মেনে নেয়া।

বাইবেল বিশ্বাসীদেরনিদর্শন

আল-কুরআনকে বিশ্বাস না করে এখনও যারা নিজেদের বাইবেলের সত্যবিশ্বাসী বলে দাবী করেন বাইবেলও তাদের কাছে প্রমাণস্বরূপ কিছু নিদর্শন দাবী করে:

মার্ক ১৬/১৭-১৮:

সত্যিকারের বিশ্বাসীদের কিছু নিদর্শন থাকবে -

- তারা যিশুর নামে শয়তানকে তাড়াবে ।
- বিদেশি ভাষায় কথা বলবে।
- তারা হাত দিয়ে সাপ ধরবে।
- তারা বিষপান করবে তাদের কোন ক্ষতি হবে না।
- অসুস্থ মানুষের মাথায় হাত রাখলে তারা সুস্থ হয়ে যাবে।

এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে কেউ বাইবেলের

সত্যিকার বিশ্বাসীই হতে পারে না।

ডঃ জাকির নায়েক হাফিজাহূল্লাহ এই চ্যালেঞ্জটি অনেক বাইবেল বিশ্বাসীকে নিতে অনুরোধ জানান কিন্তূ কেউ তার একটিও করে দেখানোর দুঃসাহস করেনি। জীবন মরণ বলে কথা!

তার মানে প্রমাণিত হয় হাকিকোতে কোন বাইবেল বিশ্বাসী নেই!

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানবতার চিরশত্রু ও মুক্তির পথ

আল্লাহ তাআলা মানুষকে অনেক অনেক ভালবেসে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের কল্যাণ চান।

আমাদের সহজ ও শান্তির পথের দিকে আহ্বান জানান;

'ইসলাম' হচ্ছে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে শান্তি লাভ করা। আর যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে সে হলো মুসলিম।

মানুষ যখন এই পৃথীবিতে একজন শিশু হিসাবে জন্মগ্রহণ করে তখন সে একজন নিষ্পাপ মুসলিমের স্বভাব নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তিতে সেই নিষ্পাপ শিশুটি বিভিন্ন পরিবেশে বড় হয়, তাকে যা শেখানো হয় তাই সে শিখে। এভাবে সে সঠিক কিংবা ভুল ধর্মের অনুসারীতে পরিণত হয়।

আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষার জন্য এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আমাদের রেজাল্ট হবে- কোন কিতাব দেখে আমরা পরীক্ষা দিয়েছি- সহীহ আসমানী কিতাব নাকি ভুলেভরা কোন বই। কুরআনই আসল সত্য কিতাব তা দেখেই জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।অন্য কোন কিতাবের ব্যাপারে এরূপ প্রমাণ নেই যে তা সত্য, কুরআন নাজিলের বর্নণা, তার হুবহু সংরক্ষিত থাকা, ১০০ মনিষীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী সত্য নবী তাঁর প্রমাণ।

1. স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ বা ইসলামের মূলমন্ত্রই হলো একত্ববাদ।

2. বিশ্বাস করতে হবে শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মামদ সা: এর উপর। যিনি সকল মানুষের জন্য রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নয়।

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় হাবিব কে বলছেন-*"হে নবী আপনি বলে দিন' হে মানব সকল নিশ্চই আমি আল্লাহ তা'আলার রাসূল হিসাবে সকল মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছি"।*

ফিরিশতা, আল্লাহর অন্য সমস্ত নবী-রাসূলদের উপরও বিশ্বাস আনতে হবে।

এই বিশ্বাসটুকুর ফলে তার প্রধান লাভ হলো, এই একত্ববাদী মানুষটি তার মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো।

তাই আমাদের বারবার শত্রু সম্পর্কে সতর্ক করেছেন,

يٰبَنِىٓ اٰدَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ الشَّيۡطٰنُ كَمَاۤ اَخۡرَجَ اَبَوَيۡكُمۡ مِّنَ الۡجَنَّةِ يَنۡزِعُ عَنۡهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوۡاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمۡ هُوَ وَقَبِيۡلُهٗ مِنۡ حَيۡثُ لَا تَرَوۡنَهُمۡ ؕ اِنَّا جَعَلۡنَا الشَّيٰطِيۡنَ اَوۡلِيَآءَ لِلَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ◌

হে আদমের সন্তান-সন্ততিগণ! শয়তান যেন কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল। সে তাদেরকে তাদের পরস্পরের লজ্জাস্থান দেখানোর উদ্দেশ্যে তাদের দেহ থেকে তাদের পোশাক অপসারণ করিয়েছিল। সে ও তার দল এমন স্থান থেকে তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না, আমি শয়তানকে তাদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি।

আমাদের এ জিবনের টার্গেট হওয়া উচিত একটিই- কীভাবে আমরা প্রতারিত দের হাত থেকে বেঁচে সত্য পথের অনুসারী হতে পারি। ভুল পথের অনুসারী হয়ে পরজিবনে

অবধারিত জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী হওয়া থেকে আমি নিজেকে,আমার ভাই এবং আমারই বোনগুলোকে মুক্ত করতে পারি।''

দুনিয়াতে নিজের বাড়িতে বা পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে তো অবশ্যই আমরা বসে থাকব না। আগুন থেকে রক্ষা পাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব, শেষ সময়টুকু পর্যন্ত যে পর্যন্ত না আগুন থেকে মুক্ত হয়, আমাদের চেষ্টা চলতেই থাকবে।

আমাদের সবচেয়ে হিতাকাঙ্খী আল্লাহ তাআলা বলেন,

সমগ্র মানবজাতির পরকালীন জীবনে মুক্তির ধর্ম একটিই

َوَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين

যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম সন্ধানী করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত।

আমরা জানি যিশু খ্রিষ্ট ও সমস্ত রাসূল মুসলিম ছিলেন। আমরা যদি তাদেরধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম তালাশ করি তবে চরম ব্যার্থ হব।

দুনিয়ার আগুন নিয়ে আমরা এতো সচেতন ও দরদি অথচ অমুসলিম হয়ে মারা গেলে মৃত্যুর পর অনন্তকাল লেলিহান আগুনে পুড়তে হবে,এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আমাদের মনের মাঝে ব্যথা নেই, বিন্দুমাত্র মনের দরদ নেই। তাহলে তো আপনার-আমার ভেতর বিন্দু পরিমাণ নিজের ভালোবাসা এমনকি মানবতাবোধও নেই বলতে হবে।

এ জীবনটি একটি পরীক্ষা এবং জীবন-বাস্তবতার সত্যটি বুঝতে কিছু নির্দেশনা প্রয়জন । সেই সত্যের নির্দেশনা স্রষ্টার কাছ থেকে প্রতিটি জাতির কাছে এসেছে। আলহামদু লিল্লাহ।

কিন্তু শুধু এতটুকুই নয়, সব সময় সত্যের পাশে একটি খারাপ শক্তি থাকে যেটি মানুষকে সফলতার পথ থেকে বিচ্যুত করার প্রচেষ্টায় লেগে থাকে । তাই সে শক্তিটি সর্বদা স্রষ্টার কাছ থেকে যে সত্য এসেছে তার একটি 'মিথ্যা চিত্র'' এঁকে এ জীবন পরীক্ষায় মানুষকে পরাজিত করতে মূলত দুটি কাজ করে থাকে,

এক. মিথ্যা ধর্ম তৈরি করে।

দুই .সত্য ধর্মকে বিকৃত করে।

একাজ দুটির পিছনে তার উদ্দেশ্য:

১. মানুষকে আসল স্রষ্ঠা থেকে বিমুখ করে যে কোন কিছুর বিশেষত জিন, আগুন ও সূর্য পূজারী বানানো,কারণ সে আগুনকে শুরু থেকেই মাটির চাইতে দামি মনে করে অহংকার করেছে তাই সে আগুনে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে তাদের অনুসারী বৃদ্ধি করার চেষ্টায় থাকে। ইতিহাস জুড়ে নিজেদের দেবতা হিসেবে গ্রহণ করিয়ে সে মানুষকে প্রতারিত করেছে।

অবশ্যই খ্রিস্টান ধর্ম স্রষ্টার পক্ষ থেকে এক সত্যধর্ম ছিল তবে তাতেও একই ভাবে বিকৃত করা হয়েছে। চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়ে ভ্রান্ত চিন্তাধারা প্রবেশ করে। উন্নত সামাজিক শাসন ও ভৌগোলিক কারণে সেটি পরিবর্তিত হয়েছে। খ্রিস্টধর্মের প্রথম ২০০ বছরের মাঝে গ্রীক ও রোমানদের ভ্রান্ত ধর্মগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঈসা আলাইহিস সালামের অনেক শিক্ষাকে তারা ত্যাগ করেছিল এবং নমরুদের সময়ের জরথুষ্ট্রীজম (জরথুষ্ট্রীয় ধর্মতত্ত্বের প্রধান শিক্ষা আশার ত্রিমুখী পথ অনুসরণ) বা প্যাগান সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, সেই মানবশত্রু শয়তানদের চক্রান্তে তাদের উপর ১০ টি ভয়ানক হত্যাযজ্ঞ ও পোলের ধর্মমতবাদ বিকৃতির ফসল হিসেবে আজ পর্যন্ত তারা খ্রিস্টধর্মের মূল শিক্ষাগুলো রেখে প্যাগান বিশ্বাস পালন করে আসছে।আমি কোনো খ্রিস্টানের অনুভূতিতে আঘাত হেনে থাকি তাহলে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কিন্তু বর্তমান খ্রিস্টধর্ম ও প্যাগান বিশ্বাস নিয়ে একটু গভীর ভাবে দেখলেই সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। আর যিশুর ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে কোনোই সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবে দুঃখজনকভাবে এই প্রতারণার বিষয়টি সম্পর্কে অনেক খ্রিষ্টানই অসচেতন।

নিচে এমন কিছু ধর্ম বিশ্বাসের আলোচনা করা হলো যেগুলোর সঙ্গে যীশুখ্রীষ্টের কোন সম্পর্ক নেই।

এই প্রতারণার পিছনে তার হাত!

আমাদের সন্দেহ দুর করতে প্রধান ক্যাথলিক পোপ সান ফ্রান্সিসকো একটি ছবিতে স্পষ্ট শয়তানের চিত্র প্রদর্শন করে মানুষকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে বর্তমানে খ্রিস্টধর্মে (একমাত্র উপাসনার উপযুক্ত আল্লাহর ইবাদত তো দূরের কথা),আল্লাহর নবী ঈসা বা যীশুরও নয় বরং আল্লাহ ও মানবতার শত্রু শয়তানের পূজা করা হয়।[30]

তৃত্ববাদ

ত্রিত্ববাদের ধারণাটির উৎপত্তি কোথা থেকে?

অসভ্য পৌত্তলিক ধর্মগুলোর সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট;

- বেবিলন সভ্যতায় তিনজন ঈশ্বরের উপাসনা করা হতো,নামনা সামান ও ইসতার
- প্রাচীন মিশরীয়রা পূজা করত তিন ঈশ্বরের-এমুন রা ও ঠা
- হিন্দুইজমেও প্রচলিত রয়েছে তিন শক্তি বা দেবতা , ব্রম্মা বিশু ও শিবা
- গ্রীক সভ্যতা তিন মাথাওয়ালা দেবী বিশ্বাস করত, অর্থাৎ তিন শক্তি।
- উত্তর ইউরোপে তিন দেবীর সমষ্টির পূজা করা হতো যা মেট্রোন নামে পরিচিত।

আলোচিত প্রতিটি সভ্যতাই আজ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে আর তাদের প্রধান বিশ্বাসকে লালিত-পালিত করছে 'এক ঈশ্বরের উপাসনার নির্দেশ দেয়া যিশুখ্রিস্টে'র অনুসারী দাবিদার খ্রিস্টানেরা!

ত্রিনীটির ধারণা বাইবেলের শুধুমাত্র একটি জায়গায় পাওয়া যায়,১ম এপিস্টল অফ জন ৫/৭

বাইবেলের নতুন এডিশন বাইবেল থেকে এই ভার্সটি বাদ দিয়ে দিয়েছেন

যেটি রিভাইসড করেছেন ৩২ জন উচ্চপদস্থ খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞ, যাদের সমর্থন করেছেন 50 টি আলাদা খ্রিস্টান ধর্মীয় গোষ্ঠী।

[30] https://youtu.be/fWHZxVuqCDc?si=O0IYYv7nV2d8vWXU

তাদের ভার্সটি বাদ দেয়ার কারণ, এটি বাইবেলের অরিজিনাল স্ক্রিপ্টে ছিল না, পরে বানানো হয়েছে, পরে যোগ করা হয়েছে, পরে তৈরি হয়েছে।

ট্রিনিটি বিষয়ে মুফতী আরিফুল ইসলাম হাফিজাহুল্লাহ্ এর লিখিত একটি প্রবন্ধ পড়লে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে –

ত্রিত্ববাদ বা (Trinity) (the unity of Father, Son, and Holy Spirit as three persons in one Godhead): এক ঈশ্বরত্বের মধ্যে পিতা, পুর ও পবিত্র আত্মা এই তিন ব্যক্তির মিলন এর ব্যাখ্যায় খ্রিস্টিয়ান ধর্মগুরুগণ বলেন:

There is exactly one God. There are three really distinct Persons: Father, Son, and Holy Spirit. Each of the Persons is God. The Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. The Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. The Father is not the Holy Spirit[31]

একজন ঈশ্বর বিদ্যমান, সম্পূর্ণ পৃথক তিনজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিদ্যমান। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা তিনজনের প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বর পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, পবিত্রধামা ঈশ্বর পিতা পুত্র নন, পুত্র পবিত্র আত্মা নন, পিতা পবিত্র আত্মা নন"

খ্রিস্টিয়ান পন্ডিতগণ সকলেই একমত যে, (Trinity) শব্দটি বাইবেলের পুরাতন বা নতুন নিয়দের কোথাও নেই । খ্রিস্টের কোনো বাক্যে কখনো এ শব্দটি বা এর অর্থের কোনো শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। এমনকি খ্রিস্টের প্রেরিতগণ, শিষ্যগণ বা তাদের শিষ্যগণও এ পরিভাষাটি কখনো ব্যবহার করেন নি। মূলত দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে এ পরিভাষাটির জন্ম কে এই পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তাও নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। খৃস্টান ধর্মগুরুগণ মনে করেন যে, দ্বিতীয়-তৃতীয় খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ধর্মচক কার্যেজের প্রেসবিটার(Presbyter) টার্টলিন (Tertullian), যিনি ২২০ খৃসটাব্দের পরে মৃত্যুবরণ করেন, তিনিই সর্বপ্রথম এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেন তখনো

[31] (http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/beliefs/trinity 1.shtml)

এ পরিভাষাটির অর্থ ও ব্যবহার স্পষ্ট ছিল না সত্যিকার অর্থে বিগত ২০০০ বৎসরে কখনো এ পরিভাষাটির অর্থ স্পষ্ট হয়নি খৃস্টধর্মের মধ্যে অগণিত দল, উপদল ও মতভেদ মূলত এ বিশ্বাসটির ব্যাখ্যা নিয়ে ,প্রধান খৃস্টীয় শতকগুলিতে অনেক খ্রিস্টিয়ান সম্প্রদায়ই একেশ্বরবাদী ছিলেন। মানুষ ঈশ্বর হতে পারে, বা ঈশ্বর মানুষের দেহ গ্রহণ করতে পারেন এরূপ বিশ্বাশ কখনোই ইহুদীদের মধ্যে ছিল না। তবে পৌত্তলিক রোমানগণের মধ্যে এরশ বিশ্বাস অতি-প্রচলিত ছিল। তাঁরা সম্রাটকেও ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিত্ব হিসাবে পূজা করতেন। এছাড়া গ্রীক দর্শনভিত্তিক রোমান ধর্মে 'প্রজা' (Logos)-কে ঈশ্বরের প্রকাশ বলে বিশ্বাস করা হতো পেল ও প্রথম যুগের কিছু খ্রিস্টিয়ান গুরু এ সকল বিশ্বাসকে ভিত্তি করে প্রথমে 'যীশুর' ঈশ্বরত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন এরপর এ বিশ্বাসের সাথে 'একত্ববাদের সমন্বয় এবং যিশুর ঈশ্বরত্বের সাথে মানবত্বের সমন্বয় করার ক্রমাগত প্রচেষ্টার চূড়ান্ত রূপ হলো এই ত্রিত্ববাদ। ত্রিত্ববাদ বিষয়ে বিবিসির খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ক ওয়েবসাইটের ভাষ্য;

The Trinity is a controversial doctrine; many Christians admit they don't understand it, while many more Christians don't understand it but think they do..... The doctrine of the Trinity is one of the most difficult ideas in Christianity, but it's fundamental to Christians. This idea that three persons add up to one individual seems like nonsense. And logically, it is. "[32] *ত্রিত্ববাদ একটি বিতর্কিত মতবাদ; অনেক খৃস্টানই স্বীকার করেন যে, তারা তা বুঝেন না। অন্যান্য অধিকাংশ খৃস্টানগণ তা বুঝেন বলে ধারণা করেন, তবে প্রকৃতপক্ষে তারাই তা বুঝেন না।.. ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস খৃস্টধর্মের সবচেয়ে কঠিন বিশ্বাসগুলির অন্যতম; যদিও খৃস্টানদের জন্য এটি মূল বিষয়। তিনজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে একক ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছেন-*

[32] (www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/beliefs/trinity 1.shtml)

এরূপ ধারণা ননসেন্স বা নির্বোধ প্রলাপ বলেই প্রতীয়মান হয়। আর যুক্তির বিচারে তা নির্বোধ প্রলাপই বটে।"

আর এ 'ননসেন্স' নিয়েই বিগত দু হাজার বৎসর ধরে খৃস্টানদের যত দলাদলি ও খুনোখুনি। 'অবতারবাদ' বা মানুষরূপে ঈশ্বরের (God incarnate) বিশ্বাস হিন্দুধর্মেও রয়েছে। হিন্দুরা খুবই সহজভাবে কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার (God incarnate) বলে বিশ্বাস করেন। এর ব্যাখ্যা চাইলে তারা অতি সহজে বলবেন যে, ঈশ্বর মানুষ রূপে এসেছিলেন.... ইত্যাদি। খৃস্টানগণ যীশুকে ঈশ্বরের অবতার (God incarnate) বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু আল্লাহর একত্ব, ঈসা মাসীহের প্রেরিতত্ব (রাসূলত্ব) ও মনুষ্যত্ব বিষয়ক কিতাবুল মোকাদ্দসের এবং ঈসা মাসীহের অগণিত সুস্পষ্ট বক্তব্য বাতিল করে 'ত্রিত্ববাদ' প্রমাণ করতে যেয়ে তারা গলদঘর্ম হয়ে পড়েন।আমরা দেখেছি, পলীয় খৃস্টধর্মে শরীয়ত, ইবাদত ইত্যাদির গুরুত্ব নেই। যাজকগন ধর্মকর্মের সব কিছুতেই ছাড় দিতে প্রস্তুত। তবে একটি বিষয়ে তাঁরা বিন্দু মাত্র ছাড় দিতে রাজি হন নি; তা হলো ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের একটি শব্দ নিয়ে সামান্য দ্বিধা করলেই তাকে অভিশাপ দেওয়া থেকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা! এ বিশ্বাসটি এত অযৌক্তিক ও উদ্ভট যে, খৃস্টান প্রচারকগন নতুন খৃস্টানদেরকে তা খুলে বলেন না। এখানে আমি খৃস্টধর্মের মূল কালেমা, বিশ্বাসের সাক্ষ্য বা নাইসীন ক্রীড (Nicene creed) হুবহু উল্লেখ করছি,

We believe in one God, the Father Almighty, Maker of all thing, visible and invisible; and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten of the Father, that is, of the substance of the Father, God of God, light of light, true God of true God; begotten, not made, consubstantial with the Father, by whom all things were made, both in heaven and in earth; who for us men, and for our salvation, descended, was incarnate, and was made man, and suffered, and rose again the third day: he ascended into heaven, and

shall come to judge the living and the dead; And in the Holy Spirit. But the holy catholic and apostolic Church of God anathematizes those who affirm that there was a time when the Son was not, or that he was not before he was begotten, or that he was made of things not existing: or who say, that the Son of God was of any other substance or essence, or created, or liable to change or conversion.

"আমরা বিশ্বাস করি এক ঈশ্বরে, সর্বশক্তিমান পিতা, সকল কিছুর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্য; এবং একজন প্রভূ যীশু খৃস্টে, ঈশ্বরের পুত্র & পিতার একমাত্র জন্ম দেওয়া (ঔরসজাত) পুত্র (only begotten Son), অর্থাৎ পিতারই যাত বা সত্ত্বা থেকে, ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, আলো থেকে আলো, সত্য ঈশ্বর থেকে সত্য ঈশ্বর, জন্ম দেয়া (begotten: ঔরসজাত), সৃষ্ট নয়; পিতার সাথে মূলগত সারবস্তুতে এক; যার দ্বারা সকল কিছু সৃষ্ট; আসমানে ও যমিনে, যিনি আমাদের মানুষদের জন্য এবং আমাদের পরিত্রানের জন্য অবতরণ করেন, দেহ ধারণ করেন, তাকে মানুষ বানানো হয়, তিনি দুঃখভোগ করেন, এবং তৃতীয় দিনে পুনরায় উত্থান করেন। তিনি স্বর্গে উঠেন, এবং জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে আবার আগমন করবেন। এবং পবিত্র আত্মায়। কিন্তু পবিত্র মহাসম্মেলন ও শিষ্যদের অনুসারী মণ্ডলী অভিশাপ দিচ্ছে তাদেরকে যারা দাবি করে যে, পুত্র অনাদি নন- এক সময় ছিল যখন পুত্র বিদ্যমান ছিলেন না, অথবা তাঁকে জন্ম দেয়ার আগে তাঁর অস্তিত্ব ছিল না, অথবা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে অনাদি কোনো বস্তু দ্বারা; অথবা যারা বলে যে ঈশ্বরের পুত্র অন্য কোনো বস্তু বা সারবস্তুর; অথবা তিনি সৃষ্ট, অথবা তিনি পরিবর্তন বা রূপান্তর যোগ্য।"[33] পাঠক, প্রয়োজনে the creed লিখে ইন্টারনেটে সার্চ করুন।

33

(A Historical View of the Council of Nice, p 44)

কিভাবে সম্পূর্ণ তিনজন পৃথক ব্যক্তি একজন হলেন তা কখনোই ত্রিত্ববাদীরা বুঝতে বা বুঝাতে পারেন নি। হয়ত খৃস্টান প্রচারক আপনাকে বলবেন, যেমন মাংস, অস্থি ও রক্ত তিন বস্তু দিয়ে মানব দেহ; তেমনি পিতা-পুত্র-পবিত্রআত্মার সমন্বয়ে আল্লাহ! সম্ভবত তিনি জানেনও না যে, এ কথা বলার সাথে সাথে ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস অনুসারে তিনি কাফির হয়ে গিয়েছেন।কারণ ত্রিত্ববাদে পিতা-পুত্র-পবিত্র আত্মা এক ঈশ্বরের তিন অঙ্গ বা অংশ নন; বরং প্রত্যেকে পৃথক ঈশ্বর। আচ্ছা বলুন তো মাংস, অস্থি ও রক্তকে কি বলা যায় প্রত্যেকেই পৃথক মানুষ! সম্পূর্ণ পৃথক সত্ত্বা?! 'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায়' ত্রিত্ববাদ' সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তা থেকে কিছু কথা উল্লেখ করছি: Neither the word Trinity nor the explicit doctrine appears in the New Testament, nor did Jesus and his followers intend to contradict the Shema in the Old Testament: "Hear, OIsrael: The Lord our God is one Lord" (Deuteronomy 6:4). The earliest Christians, however, had to cope with the implications of the coming of Jesus Christ and of the presumed presence and power of God among them, ie, the Holy Spirit, whose coming was connected with the celebration of the Pentecost. The Father, Son, and Holy Spirit were associated in such New Testament passages as the Great Commission: "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit" (Matthew 28:19), and in the apostolic benediction: "The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all (2 Corinthians 13:14). Thus, the New Testament established the basis for the doctrine of the Trinity. The doctrine developed gradually over several centuries and through many controversies. Initially, both the requirements of monotheism

inherited from the Old Testament and the implications of the need to interpret the biblical teaching to Greco-Roman religions seemed to demand that the divine in Christ as the Word, or Logos, be interpreted as subordinate to the Supreme Being. An alternative solution was to interpret Father, Son, and Holy Spirit as three modes of the self-disclosure of the one God but not as distinct within the being of God itself. The first tendency recognized the distinctness among the three, but at the cost of their equality and hence of their unity (subordinationism); the second came to terms with their unity, but at the cost of their distinctness as "persons" (modalism). It was not until the 4th century that the distinctness ofthe three and their unity were brought together in a single orthodox doctrine of one essence and three persons.....

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিশ্বাস উল্লেখ করে তার খন্ডন করেছেন।

প্রথম বিশ্বাস- হযরত ঈসা আল্লাহ খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে হযরত ঈসা আ. আল্লাহ। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মায়েদায় বলেন-

অর্থ: তারা কাফের যারা বলে যে মারইয়াম-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ্। অথচ মসীহ বলেন- হে বনী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বাস- হযরত ঈসা আ. আল্লাহর পুত্র

বিশ্বাস করে হযরত ঈসা আ. আল্লাহর পুত্র। তাদের এই বিশ্বাসকে খণ্ডন করে আল্লাহ তাআলা সুরা তাওবায় বলেন-

অর্থ, নাসারারা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন বিপরীত পথে চলে যাচ্ছে।

তৃতীয় বিশ্বাস- হযরত ঈসা আ. তিনজনের তৃতীয় জন। (ত্রিত্ববাদ)

খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে- আল্লাহ তিনজন। ১. (পিতা)-আল্লাহ। ২. (পুত্র)-ঈসা ইবনে মারইয়াম। ৩. (পবিত্র;আত্মা)-রুহুল কুদ্দুস (জিব্রাইল)

আল্লাহ তা'আলা তাদের এই বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন-

لَقَدۡ کَفَرَ الَّذِیۡنَ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰہَ ثَالِثُ ثَلٰثَۃٍ ۘ وَمَا مِنۡ اِلٰہٍ اِلَّاۤ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنۡ لَّمۡ یَنۡتَہُوۡا عَمَّا یَقُوۡلُوۡنَ لَیَمَسَّنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنۡہُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ

এবং তারা নিশ্চয় কাফির হয়ে গিয়েছে, যারা বলে, 'আল্লাহ তিনজনের মধ্যে তৃতীয় জন।' ৫৬ অথচ এক ইলাহ ব্যতীত কোনও ইলাহ নেই। তারা যদি তাদের এ কথা থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। —আল মায়িদাহ - ৭৩

ওপরদিকে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে যীশু বার বার জানিয়েছেন, ঈশ্বর এক ও তিনি বনি ইসরাইলের রাসূল। কাজেই ঈশ্বরের একত্বের বিপরীতে ঈশ্বরের ত্রিত্ব বিশ্বাস করা এবং যীশুর প্রেরিতত্তের বিপরীতে যীশুর ঈশ্বরত্ব বিশ্বাস করা অনন্ত ধ্বংস ও অনন্ত মৃত্যু।

বড়দিন

বড়দিন 'খ্রিস্টধর্মের পূর্বে রোমানরা ২৫ এ ডিসেম্বর-সূর্যের জন্মদিন হিসেবে পালন করত পরবর্তীতে চার্চ এটিকে যিশুর জন্মদিন বলে আখ্যা দেয়। বড়দিন পালিত হয় শীতকালে' অথচ বাস্তবে যে যীশু গ্রীষ্মকালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। কেন ধর্মের ভিতর জেনে শুনে এত বড় একটি মিথ্যা চলবে! খ্রীষ্টিয়ানরা যুক্তি দেন, যিশুর বক্তব্য থেকে 'যে জিনিস আমায় সরণ করায় তোমরা তাই করো।''

যিশুর শরনের জন্য জেনে শুনে সূর্যপূজার দিনটিকেই বেছে নেয়ার অর্থ সূর্যের উপাসনাকে মূল্যায়ন করা বৈ কিছু নয়।

এবং তারা সূর্যপূজা কে আরো বেশি স্বীকৃতি দিতে 'সান'ডে কেই সাপ্তাহিক উপাসনার দিন হিসেবে বেছে নিয়েছে!

তারা সূর্য দেবতার মূর্তিকে যীশুর মূর্তি বলে উপস্থাপন করে থাকে মূর্তিটিকে তারা বলে **সান অফ গড অর্থাৎ সূর্যের দেবতা**। শব্দটি কে ঈশ্বরের পুত্র অর্থ করা যায় না কারণ;বাইবেলের শিক্ষা অনুযায়ী–

১.যীশু খ্রীষ্ট এক ঈশ্বরের উপাসনার নির্দেশ দিয়েছে।

২.যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন না।

৩. যীশু খ্রীষ্ট মূর্তি নির্মাণের কঠোর বিরোধী ছিলেন।

যীশু বলে পরিচয় দেয়া মূর্তিটি যে সূর্যের দেবতা তার আরেকটি প্রমাণ, মূর্তিটির পিছনে অধিকাংশ সময়ই সূর্যের একটি ছবি লক্ষ করা যায়।

খ্রিস্টিয়ান-মুসলিম সংলাপ

একজন মুসলিম ও খ্রিস্টান কিভাবে একে অপরের সাথে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে সত্যকে জানতে পারে, সত্যের উপর একমত হতে পারে, এখানে তার একটি ধারণা তুলে ধরা হয়

আব্দুল্লাহ: আসসালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা। কেমন আছেন ভাই?

ফেলিক্স: ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন?

আব্দুল্লাহ: আলহামদু লিল্লাহ, ভাল আছি। আমি আপনার সঙ্গে কিছু

আলোচনা করতে চাই, আপনার সময় হবে?

ফেলিক্স: জি ভাই, সময় আছে বলুন।

আব্দুল্লাহ: আমাদের সমাজে একটা ভুল বুঝাবুঝি আছে যে, মানুষ মনে করে আমি খৃষ্টান। আর মুসলমানরা মনে করে আমারা মুসলমান। আর হিন্দু ভায়েরাও একি ধারণা পোষণ করে। প্রত্যেক ধর্মের লোকদের এমন ধারণা থাকার কারণে আমরা আমাদের আসল পরিচয় ভুলেগেছি।ভাই ! আর এ ধারণাটা আমরা প্রত্যেকেই নিজেরা বানিয়ে নিয়েছি। ধর্মের কোথাও এমন প্রাচির ও সীমানা নির্ধারিত নেই, ভাই! আপনার কপালে লিখা নেই যে আপনি খৃষ্টান, আমার কপালেও লী মখা নেই যে আমি মুসলমান। আমার শরীর কাটলেও লাল রক্ত বের হবে, আপনার শরীর কাটলেও লাল রক্ত বের হবে। আমি আপনি দেখতে যেমন একি রকম, চলা ফেরাও একি রকম, আমার আপনার মধ্যে যেমন কোন তফাৎ বা ভেদাবেত নাই আমার আপনার মালিকের মধ্যেও তেমন কোন তফাৎ নেই, মালিক আসলে এক জন, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মে এক ঈশ্বরের উপাসনার নির্দেশ রয়েছে;

(মার্ক ১২:২৯,৩০)

ফেলিক্স: আমাদের মাঝে সাদৃশ্য আছে ঠিক, তবে আমাদের রীতিনীতি ভিন্ন।আমি একজন খ্রিস্টান।

আব্দুল্লাহ: আমি কি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে যীশু ঈশ্বর? নাকি যীশুকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন?

ফেলিক্স:আমি বিশ্বাস করি যে তিনি ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত।

আব্দুল্লাহ: আপনি কি জানেন যে শুধুমাত্র একটি ধর্ম আছে যা বলে যে যীশু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হয়েছিল?

ফেলিক্স: না ,কোন ধর্ম সেটি?

আব্দুল্লাহ: একমাত্র ধর্ম যা বলে যে যীশুকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রেরিত করেছিলেন তা হল ইসলাম। ইসলাম আরও বলে যে যীশু ছিলেন মশীহ, তিনি একজন কুমারী- মা-মেরির কাছে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ঈশ্বরের শক্তিতে অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন।

ফেলিক্স:শুধু ইসলাম নয়, খ্রিস্টান ধর্মও বলে না যে যীশু ঈশ্বর।

আব্দুল্লাহ:খ্রিস্টানরা কি বলে না "ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র এবং ঈশ্বর পবিত্র আত্মা?

ফেলিক্স:হ্যাঁ আমরা বলি।

আব্দুল্লাহ:তাহলে তো দেখতে পাচ্ছেন যে বর্তমান খ্রিস্টান ধর্ম বলছে, যীশু ঈশ্বর।

ফেলিক্স:হ্যাঁ, এক অর্থে আমি মনে করি যীশু হলেন ঈশ্বর কারণ তিনি ট্রিনিটির অংশ।

আব্দুল্লাহ:এম: ভাই আসেন আমরা ঈশ্বরের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করি

আপনি কি একমত হবেন যে ঈশ্বর:

- সবকিছু দেখেন
- সবকিছু শোনে
- সবকিছু জানেন
- তার কোন শুরু নেই
- কোন শেষ নেই
- পুরুষ বা মহিলা নয়
- তিনি কোন সৃষ্টির মত নন

- তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান
- তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর প্রেম এবং তাঁর মহিমানিখুঁত।

ফেলিক্স:হ্যাঁ আমি এর সাথে একমত হতে পারি।

আব্দুল্লাহ:কিন্তু যিশু এমন ছিলেন না।

ফেলিক্স:হ্যাঁ তিনি ছিলেন।

আব্দুল্লাহ: উদাহরণস্বরূপ, আমরা একমত হয়েছি যে ঈশ্বর সবকিছু জানেন।

আব্দুল্লাহ:যীশু কি সব জানতেন?

ফেলিক্স: হ্যাঁ তিনি জানতেন।

আব্দুল্লাহ:কিন্তু বাইবেলে, যখন যীশুকে "ঘণ্টা" অর্থাৎ বিচারের দিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন যীশু বলেছিলেন "সেই দিন বা ঘন্টা সম্পর্কে কেউ জানে না, এমনকি স্বর্গের ফেরেশতাও নয়, পুত্রও নয়, কেবল পিতাই জানেন। " [মথি 24:36]

এছাড়াও বাইবেলে, যীশু যখন একটি ডুমুর গাছ থেকে ফল নিতে গিয়েছিলেন, সেখানে কোন ফল ছিল না এবং তিনি গাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। [মথি 21:18-22] তিনি যদি ঈশ্বর হতেন, তবে তিনি গাছের কাছে যাওয়ার আগেই আগেই জানতেন যে তাতে ফল নেই!

ফেলিক্স:কিন্তু যীশু অলৌকিক কাজ করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ: তিনি কি তার নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন?

ফেলিক্স:হ্যাঁ।

আব্দুল্লাহ:কিন্তু বাইবেলে যীশু বলেছেন 'নিজের থেকে, আমি কিছুই করতে পারি না।' এবং তিনি যখন অলৌকিক কাজ করেছিলেন, তখন তিনি পিতার নামে করেছিলেন যাকে আমরা ঈশ্বর হিসাবে উল্লেখ করি।

ফেলিক্স: আমি এখনও ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করি।

আব্দুল্লাহ:ত্রিত্ব মানে যীশু ঈশ্বর। যীশু কি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেননি?

ফেলিক্স: হ্যাঁ তিনি করেছেন।

আব্দুল্লাহ:প্রার্থনা কি ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়ার পাশাপাশি তাঁর প্রশংসা করার জন্য নয়?

ফেলিক্স:জি হ্যাঁ

আব্দুল্লাহ:যীশু যদি কারো কাছে সাহায্য চান, নিশ্চয় তিনি ঈশ্বর হতে পারেন না। আমরা ইতিমধ্যেই একমত হয়েছি যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।

ফেলিক্স: আচ্ছা আমি কখনোই বিশ্বাস করিনি যে তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।

যীশু ঈশ্বরের পুত্র নন

ফেলিক্স:আমি বিশ্বাস করি যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র।

আব্দুল্লাহ:অনেক লোককে বাইবেলে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আদমকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছিল (লুক 3:38) এবং ডেভিড (2 স্যামুয়েল 7:14)। স্বয়ং যীশু, বাইবেলে বলেছেন "ধন্য শান্তি স্থাপনকারীরা কারণ তাদের ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে।" (ম্যাথিউ 5:9) বাইবেলে, অনেক ভাল লোককে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে এবং যীশু বাইবেলে যা বলেছেন তা থেকে, যে কোনও ভাল ব্যক্তি হলেন 'ঈশ্বরের পুত্র'।

ফেলিক্স:যীশু আপনাকে প্রার্থনা করতে বলেছেন? তিনি কি "আমাদের স্বর্গের পিতা..." বলে প্রার্থনা করতে বলেননি? খ্রিস্টানরা যখন প্রার্থনা করে, তখন তারা কি বলে না, 'আমাদের স্বর্গের পিতা...'? খ্রিস্টধর্ম অনুসারে যীশু যদি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হতেন,

তাহলে নিশ্চয়ই আপনি "স্বর্গে যীশুর পিতা..." প্রার্থনা করতেন? না হয় তো এভাবে প্রার্থনার দ্বারা আপনিও ঈশ্বরের সন্তান

ফেলিক্স:হ্যাঁ আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান।

আব্দুল্লাহ:আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলতে পছন্দ করি না, তবে আমরা বুঝতে পারি যে আপনি বলছেন যে আমাদের এবং ঈশ্বরের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে যা আপনি পিতা এবং সন্তানের সম্পর্ক হিসাবে উল্লেখ করেন। আপনি এ সঙ্গে একমত ?

ফেলিক্স:হ্যাঁ, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

আব্দুল্লাহ:হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের সকলের ঈশ্বরের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, কারণ আপনার ধর্ম একটি প্রকাশিত ধর্ম। আপনি কি খুশি যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান, যেমন যীশু ঈশ্বরের পুত্র?

ফেলিক্স:হ্যাঁ আমি এতে খুশি।

কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে

আব্দুল্লাহ:আমরা যদি যীশুর সময় জীবিত থাকতাম এবং আমরা না জানতাম যে তার পরিচয়, তাহলে আমরা কীভাবে বুঝতাম যে তিনি ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত এবং মশীহ ছিলেন?

ফেলিক্স:আমি নিশ্চিত নই।

আব্দুল্লাহ:এটা প্রমাণ করার জন্য তিনি কি অলৌকিক কাজ করেননি?

ফেলিক্স:হ্যাঁ তিনি করেছেন।

আব্দুল্লাহ:তিনি কি বলেননি যে আমি এগুলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে করি?

তাই যীশু যে অলৌকিক কাজগুলো করেছিলেন তা লোকেদের জন্য প্রমাণ ছিল।

ফেলিক্স:জি

আব্দুল্লাহ:ঈসা মসিহের পর ঈশ্বর আরেকজন দূত পাঠালেন। তাঁর নাম ছিল মুহাম্মদ (সা.)। মুহাম্মদ(সা.)কেও অলৌকিকতা দেয়া হয়েছিল।

ফেলিক্স: মুহাম্মদ (সা:) কি মানুষকে আবার জীবিত করে তুলেছিলেন? নাকি অন্ধ নিরাময় করতেন?

আব্দুল্লাহ:এসব অলৌকিকতা তাকে দেয়া হয়নি বরং নবী মুহাম্মদকে দেয়া অলৌকিক ঘটনাগুলো মৃতদের জীবিত করার চেয়েও বড়, কারণ এই অলৌকিক ঘটনা আজও আমাদের দেখার জন্য উপলব্ধ। তুমি কি জানো এটা কি?

ফেলিক্স:না

আব্দুল্লাহ:এটি একটি গ্রন্থ যার নাম কুরআন।

আব্দুল্লাহ:এই বইটি বিভিন্ন কারণে একটি অলৌকিক ব্যাপার। আপনি কি জানেন যে কিভাবে তা অলৌকিক?

ফেলিক্স:না

আব্দুল্লাহ:এর কিছু অলৌকিক দিক হলো;

1. বৈজ্ঞানিক তথ্য:

এটিতে আজকের অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে উদাহরণস্বরূপ:

• ভ্রূণবিদ্যা (কোরআন 23:12-14)

বিগ ব্যাং থিওরি ("অবিশ্বাসীরা কি দেখতে পায় না যে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এক একত্রিত টুকরো হিসাবে ছিল, তারপর আমরা তাদের বিভক্ত করেছি?" (21:30))

• সম্প্রসারিত মহাবিশ্ব

- **পাহাড় নির্মাণ**
- **ত্বকে জ্বালাপোড়ার জন্য ব্যথা রিসেপ্টর**
- **তারার অবস্থান।**
- **পানি চক্র**

— এছাড়াও, এটি এমন কোন একক বিবৃতি ধারণ করে না যা প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরোধিতা করে।

2. মুহাম্মাদ সা: ছিলেন অশিক্ষিত:

বইটি এমন একজনকে দেওয়া হয়েছিল যে পড়তে বা লিখতে পারে না (আমরা কীভাবে জানব? কারণ কুরআনে তাই বলে এবং তার শত্রুরাও এ বিষয়ে একমত ছিল)।

3.এটি অপরিবর্তিত রয়েছে:

1400 বছর ধরে বইটি অপরিবর্তিত রয়েছে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে নিজের চোখে দেখুন। "আমরাই যিকির (কুরআন)নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমরা তা সংরক্ষণ করব" (কুরআন 15:9)

4.মনে রাখা সহজ:

বইটি মনে রাখা সহজ, লক্ষ লক্ষ মানুষ সারা বিশ্বে এটি মুখস্থ করছে যদিও এটি একটি পেপারব্যাকের আকারের। "....মনে রাখা সহজ" (কুরআন 44:58)।

5. কোন বৈপরীত্য দ্বন্দ্ নেই এতে:

কোরানে কোন পরস্পরিরোধী বক্তব্য নেই, যদিও এটি 23 বছর ধরে নাজিল হয়েছিল। "তারা কি কোরান নিয়ে চিন্তা করে না, এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে আসত, তবে তারা অবশ্যই এতে অনেক বৈপরীত্য খুঁজে পেত" (4:82)

6. **একটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে:**

ঈশ্বর বলেছেন যে সমস্ত মানবজাতি এবং জিন- প্রজাতি (অর্থাৎ আত্মা) একত্রিত হলে তারা এর মতো একটি বই তৈরি করতে পারে না। কোরানের অন্য একটি অংশে, ঈশ্বর বলেছেন যে তারা এর মতো একটি সূরাও তৈরি করতে পারেনি। সবচেয়ে ছোট সূরাটি মাত্র তিনটি বাক্য। অতএব, ঈশ্বর আমাদের বলছে যে, কেউ কুরআনের মতো তিনটি বাক্যও তৈরি করতে পারে না। এই চ্যালেঞ্জ 1400 বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে! "এর মত একটি সূরা তৈরি করুন" (কুরআন 10:38)

7. **মানুষকে পরিবর্তন করে** কুরআনের শব্দগুলো মানুষের জীবন পরিবর্তনে দারুণ প্রভাব ফেলে।

8. **অনন্য শৈলী এটি আরবি ভাষায় লেখা হয়েছে।**

আরবী ভাষার শৈলী অনন্য এবং অনুলিপি করা যাবে না।

9. **বৃহত্তম এবং দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম** এটি বৃহত্তম ধর্ম 1.6 বিলিয়ন অনুসারী তৈরি করেছে এবং এটি সবচেয়ে দ্রুত উৎপন্ন করেছে ক্রমবর্ধমান ধর্ম।

আপনি কি একমত যে কুরআন আসলেই একটি অলৌকিক মুজিযা?

ফেলিক্স:হ্যাঁ এটা বেশ আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে →

শেষ নবীজী সাঃ

আব্দুল্লাহ:আপনি যদি স্বীকার করেন যে কুরআন একটি অলৌকিক মুজিযা, তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে মুহাম্মাদ সা: সত্য ছিলেন তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নবী। আপনি এর সঙ্গে একমত ?

ফেলিক্স:হ্যাঁ তিনি সম্ভবত একজন নবী ছিলেন।

আব্দুল্লাহ:আপনি কি নিশ্চিত তিনি একজন নবী ছিলেন?

ফেলিক্স:আমি তার সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না।

আব্দুল্লাহ:তার সম্পর্কে একটু বলি।

1. **সত্যবাদীতা**

তার জীবনী খুবই স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে ইতিহাসে, শিশুকাল থেকে সারা জীবনে শত্রু মিত্র কারোর কাছে কোনো বিষয়ে তিনি মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হননি।

2. **আমানতদারী**

মূল্যবান দ্রব্যাদি সবাই তার কাছে গচ্ছিত রেখে নিরাপদবোধ করত। এমনকি সত্যের দাওয়াত নিয়ে তিনি লোকদের সামনে আবির্ভূত হওয়ার পর তার বিরোধিতা করা

হলেও তার নিকট গচ্ছিত আমানতের নিরাপত্তা নিয়ে কেউ বিচলিত হননি এবং আমানত রাখা থেকে বিরত হয়নি।

এমনকি আজ পর্যন্ত অনেক অমুসলিমরাও তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীর স্থানে দেখেন এবং তার অলৌকিক ঘটনগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার জীবনী সম্পর্কে গ্রন্থ্ রচনা করেন।

3. পূর্বের ধর্মগ্রন্থগুলোতেও তার ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে।

বাইবেলের Gospel of John : Chapter 16 - verse 12-14 Deuteronomy : Chapter 18 - verse 18-19

4. পূর্বের প্রেরিত রসূলদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে

5. তিনি কোন পার্থিব লোভে কাজ করেননি

তাকে সেখানকার প্রধান নেতারা কুরআন প্রচারের বিপরীতে সমগ্র জাতির শাসক বানানোর, তাকে অঢেল সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয়ার, সমস্ত সুন্দরী নারীকে

তার কাছে বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তিনি সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কুরআন প্রচারকেই বেছে নেন। তার মানে ঈশ্বরের নির্দেশ ছাড়া এ কাজে তার কোন পার্থিব উদ্দেশ্য ছিল না।

6. তার অনুসারীরা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত জাতিতে পরিণত হয়

চারিত্রিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা এমন কোন দিক নেই যেদিকের সর্বোত্তম শিক্ষা তিনি তার অনুসারীদের দিয়ে যাননি।

এবং তারা তার শিক্ষার ফলে মাত্র 100 বছরের মাথায় অর্ধ পৃথিবীতে শাসনক্ষমতা, শৃঙ্খলা, শান্তি ও সভ্যতা প্রতিষ্টা করতে সক্ষম হন যার নমুনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

তার সম্পর্কে এতটুক জানার পর এখন কি আপনি এ বিষয়ে একমত?

ফেলিক্স: হ্যাঁ তিনি একজন নবী ছিলেন।

আব্দুল্লাহ:আপনি কি বিশ্বাস করেন যে তিনি সমস্ত মানুষের নবী এবং তার অনুসরনেই আমাদের আখিরাতের মুক্তি?

ফেলিক্স:কিন্ত তিনিতো মুসলিমদের জন্য প্রেরিত নবী

আব্দুল্লাহ:না ভাই বরং কুরআন বলছে(যার অলৌকিকতার নিদর্শন দেখে তার সত্য হওয়ার ব্যাপারে আপনি একমত হয়েছেন) যে তিনি সকল মানুষের নবী। (আরাফ এর ১৫৮)

তাহলে আমার,আপনার এবং সমস্ত মানুষের সফলতা অর্জন করতে তার শিক্ষার অনুসরন করতে হবে। কি বলেন ভাই?

ফেলিক্স: জি, সেটাই ভাবছি।

আব্দুল্লাহ:আপনি কি আপনার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভালোবাসেন?

ফেলিক্স:জি আমি অবশ্যই আমার শ্রষ্ঠাকে ভালবাসি। কিন্তু আমরা তাকে আল্লাহ নামে স্মরণ করি না।

আব্দুল্লাহ:আপনি কি জানেন যে আল্লাহ্ নামটি বাইবেলে রয়েছে?

বাইবেলের বিখ্যাত শ্লোক "এল্লাই, এল্লাই লামা সানজানি।”(মেথিও ২৭:৪৬, মার্ক,১৫:৩৪)

এখানে ঈশ্বরকে ‘এল্লাই’ সম্মধোন করাটি শুনতে কিসের মত? আল্লাহ, যিহোবা নাকি গড বা ঈশ্বর?

ফেলিক্স:আল্লাহ,

আব্দুল্লাহ:এছাড়াও সমস্ত “স্কোফিল্ড রেফারেন্স বাইবেল"- এ হিব্রু শব্দ "এলাহ" (অর্থাৎ ঈশ্বর) কে "আলাহ" বানান করা উপযুক্ত মনে করেছেন।

কিন্তু তারা লেটেস্ট ভার্সনে আল্লাহ শব্দটির একটি "L" বাদ দিয়ে বানান করে আসল নামটি চাপা দেয়! তবে ‘বাইবেলের পৃষ্ঠায় "ALAH" শব্দটির ফটোগ্রাফিক প্রমান’ এখনো সংরক্ষিত করা করা আছে।

ফেলিক্স:ও আচ্ছা!

আব্দুল্লাহ:তো আপনার আমার স্রষ্ঠা আল্লাহ বলেছেন যদি আমরা তাকে ভালবাসি ও তার ভালোবাসা পেতে চাই তাহলে সত্য নবী মুহাম্মাদ সা: এর অনুসরণ করতে হবে।(আল ইমরান.৩১)

ফেলিক্স: আমরা সকলেই কিভাবে তার অনুসরণ করি, যেহেতু আমি খ্রিস্টিয়ান ও আপনি মুসলিম..!

আব্দুল্লাহ:ভাই খ্রিস্টিয়ান মুসলিম বলে কোন পার্থক্য নেই। সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা যেমন এক ঠিক তেমনই সকলের ধর্ম এক। আল্লাহ তাআলা বলেন ,

اِنَّ الدِّیۡنَ عِنۡدَ اللّٰہِ الۡاِسۡلَامُ ۟ وَ مَا اخۡتَلَفَ الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡکِتٰبَ اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَہُمُ الۡعِلۡمُ بَغۡیًۢا بَیۡنَہُمۡ ؕ وَ مَنۡ یَّکۡفُرۡ بِاٰیٰتِ اللّٰہِ فَاِنَّ اللّٰہَ سَرِیۡعُ الۡحِسَابِ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দীন কেবল ইসলামই। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর কেবল পারস্পরিক বিদ্বেষবশত ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। আর যে-কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করবে (তার স্মরণ রাখা উচিত যে,) আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। —আলে ইমরান - ১৯

আপনি কি জানেন যিশু কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?

ফেলিক্স:আমি মনে করি তিনি একজন খাঁটি খ্রিস্টিয়ান ছিলেন।

আব্দুল্লাহ:আপনি কি জানেন ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের প্রথম ও প্রধান বিশ্বাস কি?

ফেলিক্স:না

আব্দুল্লাহ:এক ঈশ্বরের উপাসনা করা। তাহলে মুসলিম ও খ্রিস্টিয়ান ধর্মের মূল বিশ্বাসে কোনো পার্থক্য নেই। এই প্রধান বিশ্বাস যারা লালন করবে তারা এক।

ফেলিক্স:আচ্ছা!

আব্দুল্লাহ:মুসলিম অর্থ হলো নিজেকে সেই এক ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা অর্থাৎ এক ঈশ্বরের আদেশ নিষেধ মেনে চলা। যে নিজেকে এক ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে তাকেই মুসলিম বলা হলে তাই কুরআনে উল্লেখ আছে যিশু, ইব্রাহিম, ইসহাক, ইসমাইল ও অন্যান্য সকল নবী মুসলিম ছিলেন। তাই নয় কি?

ফেলিক্স:জী বুঝেছি

আব্দুল্লাহ:ভাই, আপনি ইশ্বর এক বলে বিশ্বাস করেছেন ,কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে একমত হয়েছেন, মুহাম্মাদ সা: এর সত্য রসুল হাওয়ার ব্যাপারেও একমত হয়েছেন। যে এই বিষয়গুলোকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকৃতি দেয় সেই একজন মুসলিম।

ফেলিক্স:যিশুখ্রিস্ট কি এ বিষযগুলোতে শিকৃতি দিয়েছিলেন?

জী অবশ্যই। শুধু তিনি নন বরং তার পূর্বের সমস্ত নবী রসুলও এর স্বীকৃত দিয়েছেন।

ফেলিক্স:একটু খুলে বলবেন,

আব্দুল্লাহ:কুরআনে বলা হয়েছে (আলে ইমরান ৮১ আয়াতের সারমর্ম) 'প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে যে, তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর নবুয়তকালে যদি

অন্য নবীর আবির্ভাব ঘটে, তাহলে এই নবাগত নবীর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর সহযোগিতা করা অত্যাবশ্যক হবে। তাহলে এই নবীর উম্মতের উপর নবাগত নবীর উপর ঈমান আনা তো আরো বেশী জরুরী হয়ে যায়।

ফেলিক্স:জ্বি।

আব্দুল্লাহ:কুরআন বলছে 'ইসলাম ছাড়া কোনো ধর্ম ঈশ্বরের নিকট গ্রহযোগ্য নয়।' সমস্ত নবী রসূলের পথ ইসলাম যে ধর্মের যে বর্ণের মানুষই গ্রহন করে নিবে সে পরকালের জীবনের অনন্ত সুখের জান্নাতের মালিক হবে। অপরদিকে যারা আল্লাহর ধর্মে বিশ্বাস আনবেনা, তাদের ব্যাপারে বলা আল্লাহ তায়ালা বলেন (আল ইমরান ১৯) 'যারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের কারও নিকট হতে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনও কবূল করা হবে না। এরাই তারা যাদের জন্যে মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে ; এদের কোন সাহায্যকারী নেই।

আব্দুল্লাহ:আমার প্রিয় ভাই, আমাদের সামনে তো মৃত্যু রয়েছে। আল্লাহর সামনে আমদেরকে দাড়াতে হবে সেদিন।

আমার আপনার কি উচিৎ নয় পরজীবনের চিরস্থায়ী মর্মান্তিক শাস্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করে চিরসুখের জান্নাত লাভ করার জন্যে ঈশ্বরের নিকট একমাত্র গ্রহনযোগ্য ধর্ম এবং সমস্ত নবী রাসূলের ধর্মকে গ্রহণ করে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে দেয়া?

ফেলিক্স:জী,এটা যুক্তির কথা। আমরা সকলেই পরজিবণের মঙ্গল আশা করি। সমস্ত নবী রসূলের ধর্মেই মুক্তি...... এ বিষয়ে আরও চিন্তা ভাবনা করব আমি।

আব্দুল্লাহ: ভাই , আপনাকে চির নরক থেকে বাঁচানোর জন্য মুক্তির একমাত্র ধর্মের পরিচয় ও সন্ধান দেয়াই আমার উদ্দেশ্য।

কিন্ত ইসলামকে সত্যধর্ম হিসেবে গ্রহন করা বা না করার সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে আপনার সম্পুর্ন স্বাধীনতা রয়েছে। ধর্মের মাঝে কোন জোরজাবস্তি নেই (বাকারা ২৫৬) কিন্তূ ইসলাম পরকালীন সফলতা নিশ্চিত করতে সত্যকে স্পষ্ট ভাবে উপস্থিত করে এবং সত্যের দিকে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে যা কেবল আমাদের মঙ্গলের জন্যই।

ফেলিক্স:বাহ, এই নীতিটি আসলেই সত্যের উৎকৃষ্টতা প্রমান করে।

আব্দুল্লাহ:ধন্যবাদ। ভাই, যেকোন ধর্ম বিশ্বাসের প্রতিটি মানুষের উভয় জগতে সফলতা অর্জন করতে দুটি সহজ করণীয় আছে, জানেন সেগুলো , কি?

ফেলিক্স: না

আব্দুল্লাহ: খুবই সহজ দুটো কাজ যা গুরুত্বের সাথে নিয়মিত করে গেলে আল্লাহ বা ঈশ্বর অবশ্যই আমাদের সৎ পথে পরিচালিত করবেন;

1. অন্তর থেকে সৃষ্টিকর্তার কাছে সত্যর পথ দেখানোর জন্য প্রার্থনা করা ।
2. যুক্তি ও প্রমাণের আলোকে সত্যকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা ।

ফেলিক্স: চমৎকার। আমি পরজীবনে ঈশ্বরের কাছে সত্য ধর্ম নিয়ে দাড়াতে চাই, তাই আমি এ দুটো কাজ নিষ্ঠার সাথে করে যাব। অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে পথপ্রাপ্তির দুআ করব এবং প্রচেষ্টা হিসেবে আপনার যুক্তিপূর্ন কথাগুলো নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিবো কোন ধর্ম টি সঠিক।

আব্দুল্লাহ: ইন শা আল্লাহ, তাহলে আপনি অবশ্যই পরকালে সত্য ধর্ম খুঁজে পাবেন, যা আপনাকে উভয় জীবনে সুখী করবে।

ফেলিক্স: ধন্যবাদ, আপনি আমাকে আমার জীবনের মুক্তির ব্যাপারে ভাবতে সাহায্য করলেন। আমি অবশ্যই সবকিছুর আগে নিজের পরজীবনের মুক্তি নিশ্চিৎ করতে চাই। আপনাকে অনেক শুকরিয়া

আব্দুল্লাহ: আপনাকেও অনেক শুকরিয়া।

উপসংহার

✓ যীশু খ্রীষ্ট, পুরানো নবীদের একই বার্তায় তাঁর লোকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

✔ হযরত মুহাম্মদ যীশু খ্রীষ্টের একই বার্তা নিয়ে এসেছিলেন।

✓ যীশু খ্রিস্ট তাঁর প্রস্থানের আগে তাঁর অনুসারীদেরকে শেষ নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, যিনি তাঁর পরে আসবেন এবং তাদের তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

✔ যীশুর এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পরের প্রজন্মের মধ্যে, তাঁর শিক্ষাগুলি বিকৃত হয়েছিল।

✓ ছয় শতাব্দী পরে, যীশুর আইনগুলি তাদের বিশুদ্ধ এবং চূড়ান্ত আকারে (ইসলাম) পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল।

✔ বর্তমান প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসের সঙ্গে যিশুখ্রিস্টের কোন সম্পর্ক নেই

✓ ইসলাম সমগ্র মানবজাতির মুক্তির ধর্ম, সমস্ত নবী রাসূল মুসলিম ছিলেন।

✔ কুরআন ব্যাতিত পূর্বের সমস্ত ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থ বিকৃত হয়ে গেছে।

✓ আল্লাহ সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ কুরআনে কারীমকে সকল মানুষের জন্যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে নাযিল করেছেন।

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111556328/